অধ্যায়-১ম(ক)

বেতনস্কেল, বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯

(সরকারি-বেসামরিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

নং এস, আর, ও ২৫৫-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-১/২০০৯/ ২৩২।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেল ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এই নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই ২০০৯ হইতে প্রদান করা হইবে। তবে, অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে:

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;

(গ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তাহারা অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকার সময় ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যাঃ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন। দফা (গ) এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন, সেই হারে উক্ত মহার্ঘভাতা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল পি আর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিয়োজিত জুডিসিয়াল কর্মকর্তাগণ;

(খ) যে সকল বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রতিরক্ষা প্রাক্কলন হইতে বেতন প্রদান করা হয় তাহারা ব্যতীত প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ;

(গ) পুলিশ বাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলস্ এ নিয়োজিত ব্যক্তিগণ;

(ঘ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) এ সংজ্ঞায়িত æWorker";

(ঙ) শিক্ষানবিস অথবা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং

(চ) চুক্তি অথবা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) 'বর্তমান বেতনস্কেল' অর্থ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর অধীন জাতীয় বেতনস্কেল;

(খ) 'জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯' অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেল;

(গ) 'মূল স্কেল', 'সিলেকশন গ্রেড স্কেল', 'সিনিয়র স্কেল' বা 'উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)' অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)।

৩। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯।**—(১) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

গ্রেড	**বর্তমান বেতনস্কেল, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫**	**জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (১লা জুলাই ২০০৯ হইতে কার্যকর)**
১।	**টাকা ২৩০০০ (নির্ধারিত)**	**টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)**
২।	**টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০**	**টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০**
৩।	**টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০**	**টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০**
৪।	**টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০**	**টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০**
৫।	**টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০**	**টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০**
৬।	**টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০**	**টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০**
৭।	**টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০**	**টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০**

গ্রেড	বর্তমান বেতনস্কেল, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (১লা জুলাই ২০০৯ হইতে কার্যকর)
৮।	টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০	টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০
৯।	টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০
১০।	টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-ইবি-৩০০×১১-১০৩৬০	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০
১১।	টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-ইবি-২৭০×১১-৮৮২০	টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫
১২।	টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-ইবি-২৫০×১১-৮০৬০	টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫×১১-১৩১২৫
১৩।	টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-ইবি-২৩০×১১-৭৫০০	টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২০৯৫
১৪।	টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-ইবি-২১০×১১-৬৯৪০	টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫
১৫।	টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০
১৬।	টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০	টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫
১৭।	টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-ইবি-১৫০×১১-৫৪১০	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫
১৮।	টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-ইবি-১৩০×১১-৪৮৭০	টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০×১১-৮৫৮০
১৯।	টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-ইবি-১২০×১১-৪৫৯০	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০
২০।	টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-ইবি-১১০×১১-৪৩১০	টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০

(২) বর্তমানে যে সকল পদের বেতন টাকা ২৪,৫০০/- (নির্ধারিত), সে সকল পদের বেতন ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হইবে। অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও সমতুল্য পদ/পদসমূহে ১ম গ্রেডের নির্ধারিত মূল বেতনের (৪০,০০০/-) সহিত অতিরিক্ত ৫,০০০/- টাকা যোগ করিয়া ৪৫,০০০/- টাকা (নির্ধারিত) হইবে।

৪। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রাপ্যতা।**—৩০ জুন ২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩(১) এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যাহারা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সময়মত উহা প্রদান করা যায় নাই, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুযায়ী এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা ভূতাপেক্ষভাবে প্রাপ্য হইবেন।

৫। **বর্তমান বেতনের সংজ্ঞা।**—এই আদেশে 'বর্তমান বেতন' বলিতে—

(ক) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতন; তৎসহ

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে)।

৬। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণ।**—(১) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেল পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ (Corresponding Scale) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বর্তমান বেতনস্কেল অর্থাৎ বিদ্যমান স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন ব্যক্তির বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমতঃ উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর নির্ণীত অঙ্ক অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯) প্রারম্ভিক ধাপের সাথে যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল যদি অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি অনুরূপ স্কেলে উক্ত অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারী ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০ টাকার বর্তমান বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৩০০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৪৭০০/- টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারীর মূল বেতন বর্তমান ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকার স্কেলে ৪১২০/- টাকা। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০/- টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ৬০৬০/- টাকা।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৪১২০–৩১০০=১০২০ টাকা। অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ১০২০ টাকা অর্থাৎ (৪৯০০ + ১০২০) = ৫৯২০ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ ৬০৬০/- টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যে সকল কর্মকর্তার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী টাকা ৪০,০০০/- এবং ৪৫,০০০/- নির্ধারিত তাঁহাদের ক্ষেত্রে দফা (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তির বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রারম্ভ তারিখে সর্বোচ্চসীমার উর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চসীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করা হইবে;

(ঙ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যাঁহারা **উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি** পাইবেন, তাঁহাদের বেতন প্রথমে নিম্নপদে নির্ধারণ করিয়া পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে;

(চ) যে ব্যক্তি প্রেষণে কর্মরত আছেন, **প্রেষণে কর্মরত** না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা সংগঠনে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;

(ছ) যে ব্যক্তি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে ছুটিতে ছিলেন, জাতীয় বেতনস্কেলে সে ব্যক্তির বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;

(জ) যে ব্যক্তি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে **সাময়িকভাবে বরখাস্ত** ছিলেন, সে ব্যক্তি পুনর্বহাল না হইলে এবং **বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে** তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারণ করা হইবে না। এইরূপ পুনর্বহালকৃত ব্যক্তির বেতন ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে প্রথমতঃ **বর্তমান বেতনস্কেলে নির্ধারণ করা হইবে** এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;

(ঝ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে যে ব্যক্তি **অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে** ছিলেন, **শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য** তাঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় যদি তাঁহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে, তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন।

(ঞ) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে ব্যক্তির **অবসরপ্রস্তুতি ছুটি শেষ হইবে** এবং যিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(২) **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ মোতাবেক সর্বনিম্ন বেতনবৃদ্ধি**।—(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর আওতায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণের ফলে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই ২০০০/- টাকার নিম্নে হইবে না। এ ক্ষেত্রে বেতন নির্ধারণের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ যদি ২০০০/- টাকার কম হয়, তবে, যে পরিমাণ অংক কম হইবে তাহা বার্ষিক বর্ধিত বেতনের হার অনুযায়ী সমন্বয় করিয়া (সমন্বয়ের প্রয়োজন না হইলে অবশিষ্টাংশ সরাসরি ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয়) যদি কোন অংক অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিগত বেতন তাঁহার পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

উদাহরণ ঃ

যদি দেখা যায় যে, ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫ টাকা বেতন স্কেলভুক্ত একজন কর্মচারীর বর্তমান পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় মোট বেতন বৃদ্ধি পায় ১৬৫০/- টাকা। সর্বনিম্ন ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা বেতনবৃদ্ধির জন্য প্রথমে মূল বেতনের সহিত একটি বাৎসরিক বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া (১৬৫০+২৪০=১৮৯০) অবশিষ্ট (২০০০−১৮৯০)=১১০/- টাকা ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(খ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যূনতম ২০০০ (দুই হাজার) টাকা বেতনবৃদ্ধির জন্য একটি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) এর সমপরিমাণ টাকার কম হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট স্কেলে পিপি হিসাবে প্রাপ্য হইবে এবং এই পিপি পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

(৩) **সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ**।—নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-৭-২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রাপ্ত হইলে ঐ তারিখে প্রথমে ৩০-৬-২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বেতনস্কেলের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেলে বেতন নির্ধারণ হইবে।

উদাহরণ ঃ

৩০-৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনস্কেল ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকার করেসপন্ডিং স্কেল ১-৭-২০০৯ তারিখে ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০/- টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে। অতঃপর, নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতেই প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণকালে অর্থ বিভাগ হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749, ৯-৭-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ এবং ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ সংখ্যক স্মারকসমূহের কার্যকারিতা ১-৭-২০০৯ তারিখ হইতে **রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে**। তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল স্মারকমূলে ইতোপূর্বে যাহারা যে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ০১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না।

(গ) ৩১-১২-২০০৪ তারিখে আহরিত বেতনের করেসপন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে নির্ধারিত বেতনধারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৩১-১২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্ত বেতনের ভিত্তিতে প্রথমে ০১-০১-২০০৫ তারিখে করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে নির্ধারিত বেতনের উপর সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হইলে তাঁহারা যেইরূপ সুবিধাপ্রাপ্ত হইতেন, তাহার ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে ৩০-৬-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত বেতন বিবেচনাকরতঃ ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে; যেমন—

(১) ৩১-১২-২০০৪ তারিখে বিসিএস ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত ৭২০০—১০৮৪০ টাকা স্কেলে একজন কর্মকর্তার মূলবেতন ছিল ১০০৬০ টাকা। ঐ কর্মকর্তার ৩১-১২-২০০৪ তারিখে বেতনস্কেল ও মূলবেতনের পার্থক্য ছিল ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। অর্থ বিভাগের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ তারিখ ১৪-৯-২০০৮ এবং অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩ তারিখ ৯-৭-২০০৮ স্মারকমূলে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী ৩১-১২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্য বেতনস্কেলের করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ না করিয়া ০১-০১-২০০৫ তারিখে প্রাপ্ত সিলেকশন গ্রেডে সরাসরি বেতন নির্ধারণ করিবার ফলে তাহার বেতন নির্ধারিত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা কিন্তু উক্ত স্তরে কোন ধাপ না থাকিবার কারণে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে ১৭০৫০ টাকায় বেতন নির্ধারণ করা হয়।

(২) উল্লম্ব সাম্যতা ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে উপ-দফা (১) এ বর্ণিত বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি সংশোধনক্রমে সর্বপ্রথম ঐ কর্মকর্তার বেতন তাহার ৩১-১২-২০০৪ তারিখে আহরিত মূলবেতনের ভিত্তিতে করেসপন্ডিং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী ০১-০১-২০০৫ তারিখে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার মূলবেতন দাঁড়াইবে (১০০৬০—৭২০০)=২৮৬০ +

১১০০০=১৩৮৬০ টাকা। উক্ত স্তরে ধাপ না থাকার কারণে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে ১৪৩২৫ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। অতঃপর ০১-০১-২০০৫ তারিখে প্রাপ্য সিলেকশন গ্রেড (৫ম গ্রেড ১৩৭৫০—১৯২৫০) প্রদান করা হইলে তাহার বেতন দাঁড়াইবে ১৪৮৫০ টাকায়। এইভাবে ৩০-৬-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত বেতন সংশোধন করিয়া নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে সংশোধিত বেতন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ০১-১২-২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উত্তোলিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।

(ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ নং আদেশের প্রেক্ষিতে ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ নং স্মারক দ্বারা যাহারা ইতোপূর্বে কনিষ্ঠ কর্মকর্তার সহিত বেতন সমতাকরণ করিয়াছেন, তাহারা বেতন সমতা না করিলে যেইরূপ সুবিধা প্রাপ্য হইতেন; তাহা বিবেচনাকরতঃ উপানুচ্ছেদ (৩) (ক) অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে, বেতন সমতাকরণের ফলে তাঁহারা যে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না। তবে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) (গ) (১) এর কারণে কোন কর্মকর্তা বেতন সমতাকরণ করিয়া থাকিলে উক্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও উপ-অনুচ্ছেদ (৩) (গ) (২) এর পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে সংশোধিত বেতন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ০১-১২-২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উত্তোলিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) **অবসরভোগীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি।**—অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্ত হইবেন, যথা ঃ—

(ক) পেনশন সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্ধ্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে। বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে।

(গ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদির প্রাপ্য হইবেন;

(ঘ) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের সুবিধা এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি নগদায়নের বিদ্যমান সুবিধাও ভোগ করিবেন।

৭। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড স্কেলের প্রাপ্যতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড) হইতে টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং গ্রেড) বেতনস্কেল বিশিষ্ট পদের আওতাভুক্ত **নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারীগণ** একই অথবা সমপর্যায়ের পরস্পর বদলিযোগ্য পদে ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকরি পূর্তি এবং চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে ও এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেলে, উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতীত সমগ্র চাকরি জীবনে ৩টির অধিক টাইমস্কেল প্রাপ্য হইবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, সিলেকশন গ্রেড স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) যুগপৎভাবে প্রদান সংক্রান্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০-১১-১৯৯৭ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৩)/টাইমস্কেল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) নং স্মারকে বর্ণিত ব্যাখ্যা বলবৎ থাকিবে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের একই অথবা সমপর্যায়ের সমস্কেলে পরস্পর বদলীযোগ্য পদে ৮ ও ১২ বৎসর চাকরি পূর্তির পর এবং তাহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল, উচ্চতর স্কেলে (টাইমস্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। এই সুবিধা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে ঃ

তবে, ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পূর্বের চাকরির মেয়াদ শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এই বাবদ কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না। এক্ষেত্রে স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী স্কেলে টাইমস্কেল প্রদানের বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইল। শর্ত থাকে যে, পদোন্নতি ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে ২টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ (এক) বৎসর পর তাঁহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, তাঁহাদের পদের বেতনস্কেলের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং পদোন্নতি ব্যতিরেকে, একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে তাঁহারা ১ (এক)টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রাপ্য হইবেন না। এইরূপ উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ৪র্থ স্কেলের উর্ধ্বের কোন কর্মকর্তা প্রাপ্য হইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ, যাঁহারা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর বেতনস্কেল টাকা ১১০০০–২০৩৭০/- (৯নং গ্রেড), টাকা ১২০০০–২১৬০০/- (৮ নং গ্রেড) এবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০/- (৭ নং গ্রেড) এর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা স্ব-স্ব বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ (এক) বৎসর পর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯-এ টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-, উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং টাকা ১২০০০–২১৬০০/- এবং ১৫০০০–২৬২০০/- বেতনস্কেলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি না পাইলে, যে তারিখে টাকা ১১০০০–২০৩৭০/- অথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০/- স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছাইতেন, যাহাই পূর্বে ঘটে, সে তারিখের ১ বৎসর পর উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/- প্রাপ্য হইবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর শর্তাংশে বর্ণিত স্কেলসমূহ ব্যতীত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অধীন প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রদেয় হইবে।

(৫) ১ম শ্রেণীর ৯ম গ্রেডভুক্ত যে সকল পদে পদোন্নতির কোন বিধান নাই এবং ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত, সে সকল ৯ম গ্রেডের ব্লক পদে ৪ বছর চাকরি পূর্তিতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড এবং ১ম শ্রেণীর পদে ১০ ও ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) হিসাবে প্রদেয় হইবে। তবে, শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণী সুবিধা ব্যতীত ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পূর্বের কোন **বকেয়া প্রাপ্য হইবে না ঃ**

তবে শর্ত থাকে যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পদটি ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত হইতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ (এক) বছর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রদানের বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইল।

(৬) যে সকল ক্যাডারে ৪র্থ গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য পদ নাই সে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তা ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড পদে ১০ (দশ) বছর অথবা উপ-সচিব বা সমস্কেলের ক্যাডার পদসহ ১০ বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে বা যে সকল ক্যাডারে ৪র্থ গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য পদ থাকা সত্ত্বেও নিজ ক্যাডারের ৪র্থ গ্রেডে পদোন্নতি (লাইন প্রমোশন) ব্যতিরেকে ৫ম গ্রেডে উপ-সচিব বা সমস্কেলের ক্যাডার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সকল কর্মকর্তা ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড এবং উপ-সচিব পদসহ সাকুল্যে ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে ৪র্থ গ্রেডে টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০/- টাইমস্কেল প্রাপ্য হইবেন। এই সুবিধা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন ক্যাডার কর্মকর্তা পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে একটির বেশি টাইমস্কেল সুবিধাপ্রাপ্য হইবেন না।

(৭) ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নির্বিশেষে ৯ম গ্রেডভুক্ত সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে ৪ (চার) বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, ৭ম গ্রেডের স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৮) বিসিএস ক্যাডারসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য বর্তমান বেতনস্কেল এর ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত স্কেলের বিপরীতে ১ম শ্রেণীর পদে ১০ (দশ) বছর চাকরি পূর্তিতে ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের যে বিধান রহিয়াছে, তাহা একই নীতিমালার ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত নন-ক্যাডার কর্মকর্তাগণ ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ১০০% **প্রাপ্য হইবেন**।

(৯) সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪ (চার) বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ থেকে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(১০) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সুবিধা পূর্বের শর্তাধীনে বলবৎ থাকিবে।

৮। **বেতন নির্ধারণের পর বেতনবৃদ্ধি (Increment)।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর যেই স্তরে 'ইবি' বলিয়া উল্লিখিত দক্ষতাসীমা দেখানো হইয়াছে, সেই স্তর অতিক্রম করিবার জন্য যেই সকল বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সকল বিধান অনুসারে উহা অতিক্রমের এবং বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরি অথবা আহরণের জন্য উক্তরূপ বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর বর্তমান বেতনস্কেলে বেতন বৃদ্ধির তারিখেই জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রথম বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে। যে সকল ব্যক্তি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পর পদোন্নতি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি পদোন্নতি বা নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর চাকুরি পূর্তিতে পরবর্তী বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সমস্কেলে পদোন্নতিতে বেতন ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের কোন পরিবর্তন হইবে না।

(২) যাহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ ১ জুলাই ২০০৯, সেই ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯-এ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক প্রথমে বেতন নির্ধারণ করিয়া সে তারিখে বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ জারীর পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখের কারণে সমপদে একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বেতন বৈষম্য হইলে জ্যেষ্ঠের বেতনবৃদ্ধির তারিখ কনিষ্ঠের বেতনবৃদ্ধির তারিখে আনয়ন করিয়া সমতা করিতে হইবে।

৯। **প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।**—(১) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেলে, ২০০৯ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১০০—২০৩৭০/- (৯ম গ্রেড) বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) একজন এম,বি,বি,এস ডিগ্রীধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রীধারীকে ১ (এক)-টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(খ) যে সকল ব্যক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রীসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং-এ ডিগ্রী রহিয়াছে, অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রহিয়াছে এবং যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে ২ (দুই)-টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে;

(গ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি ঐ লাইসেন্স তাঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নিয়োগলাভের সময় ১ (এক)-টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন;

(ঘ) উক্ত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি কেবলমাত্র চাকরিতে ১ম নিয়োগলাভের সময় প্রাপ্য হইবেন এবং ইহা পরবর্তী অন্য কোন ক্ষেত্রে পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) তদানিন্তন Education Department Memorandum Nos. SIV/830-Edn, dated 18th July, 1970, SIV/831-Edn. Dated 18th July, 1970, 832-Edn, Dated 17th July, 1970 এবং 833-Edn., Dated 17th July, 1970 অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, যাহা অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরীর সহিত সম্পর্কযুক্ত Ministry of Finance O.M. No. MF (ID)-1-3/77/522, Dated 13th May, 1978, MF (ID)-11/P-1/81/457, Dated-16th April, 1981

Hhw MF (ID)-11/P-1/81/800, Dated 29th June, 1981-তে আরোপিত শর্তসমূহ, যাহা বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরির সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২২ জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখের স্মারক নং পার-৩/টি-৩/৯৩/৬১, যাহা বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রবেশ পদের কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান সম্পর্কিত, বিধানাবলী বলবৎ থাকিবে।

(৩) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপ এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধুমাত্র প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

১০। **পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী**।—(১) কোন ব্যক্তি কোন উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	বেতনস্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১।	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)	২০ বৎসর
২।	টাকা ৩৩৫০০—৩৯৫০০	১৭ বৎসর
৩।	টাকা ২৯০০০—৩৫৬০০	১৪ বৎসর
৪।	টাকা ২৫৭৫০—৩৩৭৫০	১২ বৎসর
৫।	টাকা ২২২৫০—৩১২৫০	১০ বৎসর
৬।	টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০	৫ বৎসর
৭।	টাকা ১৫০০০—২৬২০০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদকাল বলিতে ১ম শ্রেণীর চাকরির মেয়াদকাল বুঝাইবে।

১১। **ভাতাদির প্রাপ্যতা**।—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ অর্থাৎ **১ জুলাই ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে** এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে বা ক্ষেত্রমত টাকার অংকে ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(৩) ১ জানুয়ারি ২০০৫ হইতে ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশবলে মহার্ঘভাতা ব্যতীত যে সকল ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই সকল ভাতা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের পরেও ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অংকেই **৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে**।

(৪) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্তগণ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে নিয়োগ হইলে যে হারে ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন, ২০১০ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৫) অনুচ্ছেদ ৬ (১) (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে রহিত হইল।

১২। **ফায়ার সার্ভিস, আনসার, ভিডিপি, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, র‌্যাপিড একশান ব্যাটালিয়ান (র‌্যাব) ও সেবিকাগণের (Nurses) জন্য ভাতাদি।**—(১) বর্তমান বেতনস্কেল অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস, আনসার, ভিডিপি, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, র‌্যাব ও সেবিকাগণের (Nurses) যে সকল বিশেষ ভাতা, যদি থাকে, (টাকার অঙ্কে) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরণ করিয়াছেন সেই সকল ভাতা তাঁহারা একইরূপ শর্তে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন। ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ৩০ জুন ২০১০ তারিখে বর্ণিত বিশেষ ভাতা (টাকার অঙ্কে) বাবদ আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কের উপর ১ জুলাই ২০১০ হইতে ৩০% বর্ধিত হারে প্রদেয় হইবে।

(২) পুলিশ বিভাগের যে সকল ব্যক্তি জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগ এবং র‌্যাব-এ প্রেষণে নিয়োজিত রহিয়াছেন বা থাকিবেন, তাঁহারা পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এতদসংক্রান্ত আদেশ অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া প্রাপ্য হইবেন।

১৩। **চিকিৎসাভাতা।**—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী মাসিক ৭০০ (সাতশত) টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা মাসিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা এবং অন্যান্য পেনশনারদের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৭০০ (সাতশত) টাকা হইবে।

১৪। **বাড়ি ভাড়া ভাতা।**—(১) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০05 এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে বাড়ি ভাড়া ভাতা পাইবেন। তবে, ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ৩০ জুন ২০১০ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হইলেও জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তন না হইলে যে হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইতেন একই হারে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন বিল হইতে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে হারে কর্তন করা হইত, সেই হারে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে নিম্নলিখিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া কর্তনপূর্বক সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে বিশেষ বেতন টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত) এবং জাতীয় বেত স্কেল, ২০০৯ এর ১নং হইতে ১২ নং স্কেল {টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত) হইতে টাকা ৫৯০০—১৩১২৫} এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৭·৫%;

(খ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৩নং হইতে ১৭নং স্কেল (টাকা ৫৫০০—১২০৯৫ এবং টাকা ৪৫০০—৯০৯৫) এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৫%;

(গ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৮ নং স্কেল টাকা ৪৪০০—৮৫৮০/- হইতে ২০নং স্কেল (টাকা ৪১০০—৭৭৪০) এর আওতাভুক্ত হন, এবং সেই সকল কর্মচারী সরকারি বাসায় বসবাস করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে সরকারকে কোন বাড়িভাড়া প্রদান (কর্তন) করিতে হইবে না; তবে তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঘ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না; তবে তিনি বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঙ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি মোতাবেক যে শ্রেণীর বাড়ি পাইবার অধিকারী, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী কিংবা নিম্নতর শ্রেণীর কোন বাড়ি বরাদ্দ করা হইলে তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন ভাড়া এবং নিম্নতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ির বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য হারে পূর্ববৎ বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি আছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারীকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কাহাকেও কর্মস্থল অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলো কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত আবাসন যাহা সত্যিকারের বাসস্থান নহে (Improvised accommodation), (যেমন—গ্যাং, কুঁড়েঘর, গুদামঘর, মালগাড়ির বগি, কোন স্টিমার বা লঞ্চের বার্থ বাসস্থানের সংস্থান) এ একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন, তবে উক্ত একক সীট বা একক কক্ষ কিংবা Improvised accommodation এর জন্য যদি নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে নিম্ন সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

মূল বেতন	বাড়ি ভাড়া ভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য	নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/ পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৫০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২২৫০/-
টাকা ৫০০১ হইতে টাকা ১০৮০০/- পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৩৩০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-
টাকা ১০৮০১ হইতে টাকা ২১৬০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৫০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০/-
টাকা ২১৬০১ তদূর্ধ	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১১৯০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৭০০/-	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮৫০০/-

(৭) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি/প্রবি-৪/বাড়ি ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তারিখঃ ১-১১-২০০৩ মোতাবেক ঢাকায় বদলিজনিত কারণে দ্বিগুণ হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদানের পদ্ধতি ১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখ হইতে বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **যাতায়াত ভাতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০—১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে তিনি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে তাহার আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা পাইতে থাকিবেন।

(২) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০—১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে মাসিক ১৫০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গাড়ীর ক্রয়মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সুবিধাদি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ প্রদানপূর্বক সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করিবেন।

১৬। **উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা।**—(১) সরকারি আদেশ নং অম/অবি/(বাস্ত)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা প্রদেয় হইবে।

(২) উৎসবভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক (আদেশ) নং-অম/অবি(বাস্ত-৪)এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারীকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। তবে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রদান করা না হইলে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূলবেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।

(৩) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং অম/অবি/বিধি-১/চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

১৭। **টিফিনভাতা।**—সকল নন-গেজেটেড বেসামরিক কর্মচারী মাসিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা টিফিনভাতা প্রাপ্য হইবেন। কিন্তু যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিনভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। **ধোলাইভাতা।**—যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধোলাইভাতা প্রযোজ্য, তাঁহারা মাসিক ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা প্রাপ্য হইবেন।

১৯। **কার্যভারভাতা।**—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী মূল বেতনের ১০% হারে মাসিক সর্বোচ্চ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২০। **ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স।**—ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স মাসিক ১৩০০ (এক হাজার তিনশত) টাকা প্রদেয় হইবে।

২১। **ভ্রমণভাতা।**—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে, বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিঃ মিঃ পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২ (দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

২২। **পাহাড়ি ভাতা।**—পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত পাহাড়ি ভাতা মাসিক বেতনের ৩০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা প্রদেয় হইবে।

২৩। **প্রেষণ ভাতা।**—অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/প্রবিধি-৬/প্রঃমঃ/ভাতা-৬/২০০৭ (অংশ)/৩১, তারিখ-০৭-০৪-২০০৮ মোতাবেক প্রদেয় প্রেষণ ভাতার পূর্বের হার (মাসিক বেতনের ২০%) অব্যাহত থাকিবে।

২৪। **আপ্যায়নভাতা।**—মাসিক আপ্যায়নভাতার প্রচলিত হার নিম্নরূপভাবে প্রদেয় হইবে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	পদবী/পদমর্যাদা	আপ্যায়ন ভাতা
১।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	২০০০/-
২।	মুখ্য সচিব	১২০০/-
৩।	সচিব	১০০০/-
৪।	অতিরিক্ত সচিব	৯০০/-
৫।	যুগ্ম-সচিব/অন্যান্য প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা	৬০০/-

২৫। **শিক্ষা সহায়ক ভাতা।**—সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সন্তানপ্রতি মাসিক ২০০ (দুইশত) টাকা হারে এবং অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদেয় হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবী হইলে সন্তান সংখ্যা যেকোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ হইবে। এই সংক্রান্ত একটি পৃথক নীতিমালা অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারী করিতে হইবে।

২৬। **প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা।**—প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মাসিক বেতনের ৩০% প্রশিক্ষণ ভাতা বহাল থাকিবে। তবে, প্রশিক্ষণ নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ প্রেষণভাতা অথবা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা দুইটির মধ্যে যে কোন একটি প্রাপ্য হইবেন।

২৭। **বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।—(১)** স্ব-আহরণকারী (Self-Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা ফেরতযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(২) বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ন ও ব্যয়ন (Drawing and Desbursing) কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বিলের সহিত বেতন নির্ধারণী বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি কেবল সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক বেতন নির্ধারণ প্রতিপাদনের পরই প্রদেয় হইবে।

(৪) আহরিত অতিরিক্ত বেতন ফেরৎ প্রদানের জন্য লিখিত অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পর কর্মচারীদেরকে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করা যাইবে। আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ এই সকল অঙ্গীকারপত্র তাঁহাদের দপ্তরে যথারীতি রেকর্ডভুক্ত করিবেন এবং বেতন বিলে এই অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

২৮। **আয়কর।**—এই আদেশের অধীনে প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন ভাতাদিসহ তাঁহার আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রিটার্ন তৈরি করিবেন;

(খ) আয়কর রিটার্ন তৈরির পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধ করিবেন;

(গ) আয়কর পরিশোধের পর কেবল সরকার হইতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অর্থ বিলের মাধ্যমে (যেমনটি এ বিল যেভাবে দাখিল করা হয়) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে উত্তোলন করিবেন;

(ঘ) আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সহিত সংযুক্ত করিবেন;

(ঙ) আয়কর সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

২৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১)** চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল;

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির উদ্দেশ্যে উহার বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯
[স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

নং এস, আর, ও ২৫৯ আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-৫/২০০৯/ ২৩৬।— Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ, চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেলসমূহ ২০০৯, ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এই নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে প্রদান করা হইবে। তবে, অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে;

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;

(গ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তাহারা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকার সময় ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তিনি দফা (গ) এর বর্ণনা মোতাবেক ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন; সেই হারে উক্ত মহার্ঘভাতা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল পি আর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাঃ—সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ;

(খ) বাংলাদেশ বিমান করপোরেশন;

(গ) বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন;

(ঘ) ব্যাংকসমূহ ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাঃ—বাংলাদেশ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ করপোরেশন (ICB) এবং বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান করপোরেশন;

(ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) এ সংজ্ঞায়িত æWorker”;

(চ) শিক্ষানবিস (Apprentice) অথবা প্রশিক্ষণার্থী (Trainee) হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ;

(ছ) চুক্তি অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং

(জ) স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেষণে কর্মরত সরকারি ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ঘ) ‘বর্তমান বেতনস্কেল’ অর্থ চাকরী [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর অধীন জাতীয় বেতনস্কেল;

(ঙ) ‘জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯’ অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেল;

(গ) ‘সংস্থা’ বা ‘প্রতিষ্ঠান’ অর্থ স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(ঘ) ‘মূল স্কেল’, ‘সিলেকশন গ্রেড স্কেল’ বা ‘উচ্চতর স্কেল (টাইম- স্কেল)’ অর্থ বর্তমান বেতনস্কেল যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)।

৩। **জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯**।—১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা ঃ

গ্রেড	**বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫)**	**জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ (১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)**
১।	টাকা ২৩০০০ (নির্ধারিত)	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)
২।	টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০	টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০
৩।	টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০	টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
৪।	টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০	টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
৫।	টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০	টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
৬।	টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০	টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
৭।	টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০	টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০

গ্রেড	বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫)	জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ (১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)
৮।	টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০	টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০
৯।	টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০
১০।	টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-ইবি-৩০০×১১-১০৩৬০	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০
১১।	টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-ইবি-২৭০×১১-৮৮২০	টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫
১২।	টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-ইবি-২৫০×১১-৮০৬০	টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫×১১-১৩১২৫
১৩।	টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-ইবি-২৩০×১১-৭৫০০	টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২০৯৫
১৪।	টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-ইবি-২১০×১১-৬৯৪০	টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫
১৫।	টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০
১৬।	টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০	টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫
১৭।	টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-ইবি-১৫০×১১-৫৪১০	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫
১৮।	টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-ইবি-১৩০×১১-৪৮৭০	টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০×১১-৮৫৮০
১৯।	টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-ইবি-১২০×১১-৪৫৯০	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০
২০।	টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-ইবি-১১০-১১-৪৩১০	টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০

৪। **জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ এর প্রাপ্যতা।**— ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যাহারা ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সময়মত উহা প্রদান করা যায় নাই, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুযায়ী এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা ভূতাপেক্ষভাবে প্রাপ্য হইবেন।

৫। **বর্তমান বেতনের সংজ্ঞা।**—এই আদেশে 'বর্তমান বেতন' বলিতে—

(গ) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতন; তৎসহ

(ঘ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে)।

৬। **জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণ।**—(১) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেলে পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ (Corresponding Scale) জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ এ অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ

(ক) বর্তমান বেতনস্কেল অর্থাৎ বিদ্যমান স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন ব্যক্তির বেতন জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমতঃ উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর উক্ত নির্ণীত অঙ্ক অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯) প্রারম্ভিক ধাপের সাথে যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল যদি অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি অনুরূপ স্কেলে উক্ত অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারী ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০ টাকার বর্তমান বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৩০০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৪৭০০/- টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারী মূল বেতন বর্তমান ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকার স্কেলে ৪১২০/- টাকা। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০/- টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ৬০৬০/- টাকা।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৪১২০ − ৩১০০=১০২০ টাকা। ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ১০২০ টাকা অর্থাৎ (৪৯০০ + ১০২০)=৫৯২০ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ ৬০৬০/- টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যে সকল কর্মকর্তার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ অনুযায়ী টাকা ৪০,০০০/- নির্ধারিত তাঁহাদের ক্ষেত্রে দফা ৬ এর (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তির বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রারম্ভ তারিখে **সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে** হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চসীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করা হইবে;

(ঙ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যাঁহারা **উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি** পাইবেন, তাঁহাদের বেতন পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে;

(চ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে কর্মরত আছেন, **প্রেষণে কর্মরত** না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা সংগঠনে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;

(ছ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে **ছুটিতে ছিলেন,** জাতীয় বেতনস্কেলে সেই কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;

(জ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে **সাময়িকভাবে বরখাস্ত** ছিলেন, সে কর্মকর্তা/কর্মচারী পুনর্বহাল না হইলে এবং **বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে** তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারণ করা হইবে না। এইরূপ পুনর্বহালকৃত ব্যক্তির বেতন ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রথমতঃ **বর্তমান বেতন স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে** এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;

(ঝ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যে কর্মকর্তা/কর্মচারী **অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে** ছিলেন, **শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য** তাঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় যদি তাঁহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধি ও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে, তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন।

(ঞ) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে কর্মকর্তা/কর্মচারীর **অবসরপ্রস্তুতি ছুটি শেষ হইবে** এবং যিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে কার্যকর জাতীয় বতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা-প্রাপ্য হইবেন না।

(২) **জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ মোতাবেক সর্বনিম্ন বেতন বৃদ্ধি**।—(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর আওতায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণের ফলে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই ২০০০/- টাকার নিম্নে হইবে না। এ ক্ষেত্রে বেতন নির্ধারণের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ যদি ২০০০/- টাকার কম হয়, তবে, যে পরিমাণ অংক কম হইবে তাহা বার্ষিক বর্ধিত বেতনের হার অনুযায়ী সমন্বয় করিয়া (সমন্বয়ের প্রয়োজন না হইলে অবশিষ্টাংশ সরাসরি ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয়) যদি কোন অংক অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিগত বেতন তাঁহার পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

উদাহরণ ঃ

(১) যদি দেখা যায় যে, ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫ টাকা বেতন স্কেলভুক্ত একজন কর্মচারীর বর্তমান পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় মোট বেতন বৃদ্ধি পায় ১৬৫০/ টাকা। সর্বনিম্ন ২০০০/- টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রথমে মূল বেতনের সহিত একটি বাৎসরিক বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া (১৬৫০ + ২৪০ = ১৮৯০) অবশিষ্ট (২০০০ – ১৮৯০) = ১১০/- টাকা ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যূনতম ২০০০/- টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) এর সমপরিমাণ টাকার কম হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট স্কেলে পিপি হিসাবে প্রাপ্য হইবে এবং এই পিপি পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

(৩) **সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ**।—নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-৭-২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল প্রাপ্ত হইলে ঐ তারিখে প্রথমে ৩০-৬-২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বেতনস্কেলের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে করসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিবার পর নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ হইবে।

উদাহরণ ঃ

৩০-৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনস্কেল ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১=১৩০৯০ টাকার করসপন্ডিং স্কেল ১-৭-২০০৯ তারিখে ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে। অতঃপর, নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতেই প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণকালে অর্থ বিভাগ হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749, ৯-৭-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ এবং ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/ বিবিধ-২৩ (সমতা)/০৮/১৫২ সংখ্যক স্মারকসমূহের কার্যকারিতা ১-৭-২০০৯ তারিখ হইতে **রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে**। তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল স্মারকমূলে ইতোপূর্বে যাহারা যে **আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না।**

(৪) **অবসরভোগীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি।**—অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্ত হইবেন, যথা ঃ—

(ক) পেনশন সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্ধ্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে। বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে।

(গ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদির প্রাপ্য হইবেন;

(ঘ) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের সুবিধা এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি নগদায়নের বিদ্যমান সুবিধাও ভোগ করিবেন।

৭। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড স্কেলের প্রাপ্যতা।**— (১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড) হইতে টাকা ৮০০০—১৬৫৪০/- (১০ নং গ্রেড) বেতনস্কেলবিশিষ্ট পদের আওতাভুক্ত কর্মচারীগণ একই অথবা সমপর্যায়ের পরস্পর বদলিযোগ্য পদে ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকরি পূর্তি এবং চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে ও এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেলে, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতীত সমগ্র চাকরি জীবনে ৩টির অধিক টাইমস্কেল প্রাপ্য হইবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, সিলেকশন গ্রেড স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) যুগপৎভাবে প্রদান সংক্রান্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০-১১-১৯৯৭ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৩)/টাইমস্কেল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) নং স্মারকে বর্ণিত ব্যাখ্যা বলবৎ থাকিবে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের একই অথবা সমপর্যায়ের সমস্কেলে পরস্পর বদলী-যোগ্য পদে ৮ ও ১২ বৎসর চাকরি পূর্তির পর এবং তাহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেলে, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। এই সুবিধা ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে;

তবে, ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্বের চাকরির মেয়াদ শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তবে এই বাবদ কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্য হইবেন না। এক্ষেত্রে স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী স্কেলে টাইমস্কেল প্রদানের বর্তমান **প্রচলিত বিধান রহিত হইবে।** শর্ত থাকে যে, পদোন্নতি ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে ২টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ (এক) বৎসর পর তাঁহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, তাঁহাদের পদের বেতন স্কেলের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং পদোন্নতি ব্যতিরেকে, একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে তাঁহারা ১ (এক)টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না। এইরূপ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] এর ৪র্থ স্কেলের উর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা প্রাপ্য হইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ, যাঁহারা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর বেতনস্কেল টাকা ১১০০০—২০৩০০ (৯নং গ্রেড), টাকা ১২০০০—২১৬০০ (৮ নং গ্রেড) এবং টাকা ১৫০০০-২৬২০০/- (৭ নং গ্রেড) এর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা স্ব-স্ব বেতন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌছার ১ (এক) বৎসর পর জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] এ টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং টাকা ১২০০০—২১৬০০ এবং ১৫০০০—২৬২০০ বেতনস্কেলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি না পাইলে, সেই তারিখে টাকা ১১০০০—২০৩৭০ অথবা টাকা ১২০০০—২১৬০০ স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌছাইতেন, যাহাই পূর্বে ঘটে, সেই তারিখের ১ বৎসর পর উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০ প্রাপ্য হইবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর শর্তাংশে বর্ণিত স্কেলসমূহ ব্যতীত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অধীনে অন্যান্য স্কেলের কর্মকর্তাগণকে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রদেয় হইবে।

(৫) ১ম শ্রেণীর ৯ম গ্রেডভুক্ত যে সকল পদে পদোন্নতির কোন বিধান নাই এবং ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত, সে সকল ৯ম গ্রেডের ব্লক পদে ৪ বছর চাকরি পূর্তিতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড এবং ১ম শ্রেণীর পদে ১০ ও ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রদেয় হইবে। তবে, শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণী সুবিধা ব্যতীত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্বের কোন **বকেয়া প্রাপ্য হইবে না**। শর্ত থাকে যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পদটি ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত হইতে হইবে; আরও শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে বেতন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ (এক) বছর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রদানের **বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইল**।

(৬) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০ স্কেলের কর্মকর্তাগণকে টাকা ১১০০০—২০৩৭০ স্কেলভুক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রবেশ পদে যোগদানের তারিখ থেকে ১০ বৎসর চাকুরি পূর্তিতে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৭) ৯ম গ্রেডভুক্ত সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে ৪ বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, ৭ম গ্রেডের স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৮) সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪ বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির বেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৯) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সুবিধা পূর্বের শর্তাধীনে বলবৎ থাকিবে।

৮। **বেতন নির্ধারণের পর বেতনবৃদ্ধি (Increment)।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] এর যেই স্তরে 'ইবি' বলিয়া উল্লিখিত দক্ষতাসীমা দেখানো হইয়াছে, সেই স্তর অতিক্রম করিবার জন্য যেই সকল বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সকল বিধান অনুসারে উহা অতিক্রমের এবং বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরি অথবা আহরণের জন্য উক্তরূপ বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর বর্তমান বেতনস্কেলে বেতন বৃদ্ধির তারিখেই জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রথম বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হইবে। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পর পদোন্নতি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি পদোন্নতি বা নিয়োগের তারিখ হইতে ১ বৎসর চাকুরি পূর্তিতে পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সমস্কেলে পদোন্নতিতে বেতন ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের কোন পরিবর্তন হইবে না।

(২) যাহার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ ১ জুলাই, ২০০৯, সেই ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯-এ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক প্রথমে বেতন নির্ধারণ করিয়া সেই তারিখে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ জারীর পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখের কারণে সমপদে একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বেতন বৈষম্য হইলে জ্যেষ্ঠের বেতন বৃদ্ধির তারিখ কনিষ্ঠের বেতন বৃদ্ধির তারিখে আনয়ন করিয়া সমতা করিতে হইবে।

৯। **প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।**—(১) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেলে, ২০০৯ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (৩) বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১০০০—২০৩৭০ বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) একজন এম,বি,বি,এস ডিগ্রীধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অথবা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস করার পর ৪ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাসপূর্বক এগ্রিকালচার বা এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স বা এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি বা ভেটেরিনারী সায়েন্স এ যে ডিগ্রী অর্জন করা হয় সেই ডিগ্রীধারীকে বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রীধারীকে ১ (এক)টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(খ) যে সকল ব্যক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা আইনের ডিগ্রী অথবা স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রীসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং-এ ডিগ্রী রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিকে ২টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(গ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থ বিভাগের সহিত আলোচনাক্রমে, নির্দিষ্ট কোন পদে সম্পূর্ণরূপে পরিকল্পনা ও নক্সা কাজে নিয়োজিত সহকারী প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলীকে তাঁহাদের নিজ নিজ বেতন স্কেলে ৩টি বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে। তাঁহারা যতদিন পরিকল্পনা ও নক্সা কাজে সহকারী প্রকৌশলী বা নির্বাহী প্রকৌশলী পদে নিয়োজিত থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত এই বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন। পরিকল্পনা বা নক্সা কাজে বিশেষজ্ঞ, যোগ্য সহকারী প্রকৌশলীদের মধ্যে হইতে পরিকল্পনা বা নক্সার নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হইবে। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন পরিকল্পনা বা নক্সা কাজে নিয়োজিত সহকারী প্রকৌশলীকে জনস্বার্থে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত পদে যোগদানের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে, যতদিন তিনি পরিকল্পনা বা নক্সার সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োজিত থাকিবেন ততদিন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ১৫০০—২৬২০০ তে বেতন আহরণ করিবেন;

(ঘ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ১১০০০—২০৩৭০ স্কেলের কোন পদে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তাকে ২টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইবে, যদি—

(অ) পদটি গবেষণামূলক পদ হিসাবে নির্দিষ্ট থাকে; এবং

(আ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলির মধ্যে কমপক্ষে যে কোন একটি থাকে, যথাঃ—

(১) তিনি শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে ৩য় শ্রেণী বা ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ ১ম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী হইয়া থাকেন;

(২) তিনি শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে ৩য় শ্রেণী বা ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন এবং কৃষিতে ১ম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী (উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের সার্টিফিকেট লাভের পর ৪ বৎসরের কোর্স সম্বলিত) হইয়া থাকেন;

(৩) তিনি শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে ৩য় শ্রেণী বা ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ১ম শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী হইয়া থাকেন;

(৪) তিনি শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে ৩য় শ্রেণী বা ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন এবং ১ম শ্রেণীর সম্মান ডিগ্রীসহ বিজ্ঞান বিষয়ে ২য় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী হইয়া থাকেন;

(৫) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় ১ম বিভাগ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং কমপক্ষে ৬০% নম্বরসহ চিকিৎসা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারী হইয়া থাকেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-অনুচ্ছেদের দফা (ঘ) অনুসারে যাঁহাদেরকে বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইবে, তাঁহারা এই উপ-অনুচ্ছেদের দফা (ক), (খ) ও (গ) অনুসারে কোন বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন না।

(ঙ) কোন ব্যক্তি যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি ঐ লাইসেন্স তাঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নিয়োগলাভের সময় ১টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন।

(২) ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত সময়ে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপে এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধু প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

১০। **পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।**—(১) কোন ব্যক্তি উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	বেতনস্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১।	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)	২০ বৎসর
২।	টাকা ৩৩৫০০—৩৯৫০০	১৭ বৎসর
৩।	টাকা ২৯০০০—৩৫৬০০	১৪ বৎসর
৪।	টাকা ২৫৭৫০—৩৩৭৫০	১২ বৎসর
৫।	টাকা ২২২৫০—৩১২৫০	১০ বৎসর
৬।	টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০	৫ বৎসর
৭।	টাকা ১৫০০০—২৬২০০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদকাল বলিতে ১ম শ্রেণীর চাকরির মেয়াদকাল বুঝাইবে।

১১। **ভাতাদির প্রাপ্যতা।—(১)** জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ অর্থাৎ **১ জুলাই, ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে** এবং ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে বা ক্ষেত্রমত টাকার অংকে ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(৩) ১ জানুয়ারি ২০05 হইতে ৩০ জুন ২০০৯ হইতে পর্যন্ত সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশবলে মহার্ঘভাতা ব্যতীত যে সকল ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই সকল ভাতা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের পরেও **৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অংকেই ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।**

(৪) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্তগণ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে নিয়োগ হইলে যে হারে ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন, ২০১০ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৫) অনুচ্ছেদ ৬ (১) (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে রহিত হইবে।

১২। **চিকিৎসাভাতা।—(১)** চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী মাসিক ৭০০ (সাতশত) টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর ঊর্ধ্ব পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা মাসিক ১০০০/-টাকা এবং অন্যান্য পেনশনারদের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হইবে।

১৩। **বাড়ি ভাড়া ভাতা।—(১)** সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে বাড়িভাড়া ভাতা পাইবেন। তবে, ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ৩০ জুন, ২০১০ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হইলেও জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ প্রবর্তন না হইলে যে হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইতেন একই হারে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন বিল হইতে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে হারে কর্তন করা হইত সেই হারে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত এবং ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে নিম্নলিখিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া কর্তনপূর্বক সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর ১নং স্কেল হইতে ১২ নং স্কেল {টাকা ৪০,০০০ (নির্ধারিত) হইতে টাকা ৫৯০০—১৩১২৫} এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৭.৫%;

(খ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৩নং হইতে ১৭নং স্কেল (টাকা ৫৫০০—১২০৯৫ এবং টাকা ৪৫০০—৯০৯৫) এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৫%;

(গ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ এর ১৮ নং স্কেল টাকা ৪৪০০—৮৫৮০/- হইতে ২০নং স্কেল (টাকা ৪১০০—৭৭৪০) এর আওতাভুক্ত হন এবং সেই সকল কর্মচারী সরকারি বাসায় বসবাস করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে সরকারকে কোন বাড়িভাড়া প্রদান (কর্তন) করিতে হইবে না; তবে তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঘ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না; তবে তিনি বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঙ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি মোতাবেক যে শ্রেণীর বাড়ি পাইবার অধিকারী, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী কিংবা নিম্নতর শ্রেণীর কোন বাড়ি বরাদ্দ করা হইলে তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন ভাড়া এবং নিম্নতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ির বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য হারে পূর্ববৎ বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে উপ-অনুচ্ছেদ (৬)এ উল্লিখিত হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি আছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারীকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কাহাকেও কর্মস্থল অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলা কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত আবাসন যাহা সত্যিকারের বাসস্থান নহে (Improvised accommodation), যেমন- গ্যাং, কুঁড়েঘর, গুদামঘর, মালগাড়ির বগি, কোন স্টিমার বা লঞ্চের ব্যাংকে বাসস্থানের সংস্থান) এ একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন; তবে উক্ত একক সীট বা একক কক্ষ কিংবা (Improvised accommodation এর জন্য যদি নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে নিম্ন সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

মূল বেতন	বাড়ি ভাড়া ভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য	নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/ পৌর এলাকার জন্য	অন্যান স্থানের জন্য
টাকা ৫০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২২৫০/-
টাকা ৫০০১ হইতে টাকা ১০৮০০/- পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৩৩০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-
টাকা ১০৮০১ হইতে টাকা ২১৬০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৫০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০/-
টাকা ২১৬০১ তদুর্ধ	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১১৯০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৭০০/-	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮৫০০/-

(৭) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি/প্রবি-৪/বাড়ি ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তারিখঃ ১-১১-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ঢাকায় বদলিজনিত কারণে দ্বিগুণ হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদানের পদ্ধতি ১ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখ হইতে বাতিল হইল।

১৪। **যাতায়াত ভাতা।—(১)** জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০—১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে তিনি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে তাহার আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা পাইতে থাকিবেন।

(২) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০—১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে মাসিক ১৫০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গাড়ীর ক্রয়মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সুবিধাদি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ প্রদানপূর্বক সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করিবেন।

১৫। **উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা—(১)** সরকারি আদেশ নং অম/অবি/(বাস্ত)-৪ /এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা প্রদেয় হইবে।

(২) উৎসবভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক (আদেশ) নং-অম /অবি(বাস্ত-৪)এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারীকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। তবে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রদান করা না হইলে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূলবেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।

(৩) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং অম/অবি/বিধি-১/চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

১৬। **টিফিনভাতা।**—সকল নন-গেজেটেড বেসামরিক কর্মচারী মাসিক ১৫০/- টাকা টিফিনভাতা প্রাপ্য হইবেন। কিন্তু যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিনভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

১৭। **ধোলাইভাতা।**—যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধোলাইভাতা প্রযোজ্য, তাঁহারা মাসিক ৭৫/- টাকা প্রাপ্য হইবেন।

১৮। **কার্যভারভাতা।**—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী মূল বেতনের ১০% হারে মাসিক সর্বোচ্চ ১৫০০/- টাকা কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১৯। **ভ্রমণভাতা।**—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে, বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিঃ মিঃ পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২.০০ (দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

২০। **পাহাড়ি ভাতা।**—পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত পাহাড়ি ভাতা মাসিক বেতনের ৩০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০/- টাকা প্রদেয় হইবে।

২১। **শিক্ষা সহায়ক ভাতা।**—সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সন্তানপ্রতি মাসিক ২০০/- টাকা হারে এবং অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০/- টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদেয় হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ হইবে। এই সংক্রান্ত একটি পৃথক নীতিমালা অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারী করিতে হইবে।

২২। **বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।—(১)** স্ব-আহরণকারী (Self-Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা ফেরতযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(২) বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ন ও ব্যয়ন (Drawing and Disbursing) কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বিলের সহিত বেতন নির্ধারণী বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি কেবল সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক বেতন নির্ধারণ প্রতিপাদনের পরই প্রদেয় হইবে।

(৪) আহরিত অতিরিক্ত বেতন ফেরৎ প্রদানের জন্য লিখিত অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পর কর্মচারীদেরকে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করা যাইবে। আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ এই সকল অঙ্গীকারপত্র তাঁহাদের দপ্তরে যথারীতি রেকর্ডভুক্ত করিবেন এবং বেতন বিলে এই অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

২৩। **আয়কর।**—এই আদেশের অধীন প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন ভাতাদিসহ তাঁহার আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রিটার্ন তৈরি করিবেন;

(খ) আয়কর রিটার্ন তৈরির পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধ করিবেন;

(গ) আয়কর পরিশোধের পর কেবল সরকার হইতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অর্থ বিলের মাধ্যমে (যেমন-টি এ বিল যেভাবে দাখিল করা হয়) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে উত্তোলন করিবেন;

(ঘ) আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সহিত সংযুক্ত করিবেন;

(ঙ) আয়কর সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১)** চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির উদ্দেশ্যে উহার বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯

(ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **এস, আর, ও ২৫৮ আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-৪/২০০৯/২৩৫।**—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।—**(১) এই আদেশ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেলসমূহ ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এই নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে প্রদান করা হইবে। তবে, অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে ;

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) কার্যকর হইবার তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে ;

(গ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তাহারা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকার সময় ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন ;

ব্যাখ্যা ঃ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন। দফা (গ) এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন; সেই হারে উক্ত মহার্ঘভাতা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত ব্যাংক এবং অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) Ordinance, ১৯৮৫ (XXXIX of ১৯৮৫) এ সংজ্ঞায়িত æWorker";

(খ) শিক্ষানবিস (Apprentice) অথবা প্রশিক্ষণার্থী (Trainee) হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ;

(গ) ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিযুক্ত সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ; এবং

(ঘ) চুক্তি অথবা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে —

(ক) 'অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান' অর্থ —

(১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;
(২) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;
(৩) বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা;
(৪) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;
(৫) বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন;
(৬) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক;
(৭) কর্মসংস্থান ব্যাংক;
(৮) আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক;

(খ) ''ব্যাংক'' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক;

(গ) 'বর্তমান বেতনস্কেল' অর্থ চাকুরী (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) ২০০৫ এর অধীন জাতীয় বেতনস্কেল;

(ঘ) 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) 'জাতীয় বেতনস্কেল' ২০০৯ অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেল;

(চ) 'মূল স্কেল', 'সিলেকশন গ্রেড স্কেল' 'সিনিয়র স্কেল' বা 'উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল)' অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেডস্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)।

৩। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান)**।—১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

গ্রেড	বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫)	বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) (১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)
১।	টাকা ২৩০০০ (নির্ধারিত)	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)
২।	টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০	টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০
৩।	টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০	টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
৪।	টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০	টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
৫।	টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০	টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
৬।	টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০	টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
৭।	টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০	টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
৮।	টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০	টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০
৯।	টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০
১০।	টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-ইবি-৩০০×১১-১০৩৬০	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০
১১।	টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-ইবি-২৭০×১১-৮৮২০	টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫
১২।	টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-ইবি-২৫০×১১-৮০৬০	টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫×১১-১৩১২৫
১৩।	টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-ইবি-২৩০×১১-৭৫০০	টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২০৯৫
১৪।	টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-ইবি-২১০×১১-৬৯৪০	টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫
১৫।	টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০
১৬।	টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০	টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫
১৭।	টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-ইবি-১৫০×১১-৫৪১০	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫
১৮।	টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-ইবি-১৩০×১১-৪৮৭০	টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০×১১-৮৫৮০
১৯।	টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-ইবি-১২০×১১-৪৫৯০	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০
২০।	টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-ইবি-১১০×১১-৪৩১০	টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০

৪। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এর প্রাপ্যতা**।—৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যাহারা ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সময়মত উহা প্রদান করা যায় নাই,তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুযায়ী এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা ভূতাপেক্ষভাবে প্রাপ্য হইবেন।

৫। **বর্তমান বেতনের সংজ্ঞা।**—এই আদেশে 'বর্তমান বেতন' বলিতে —

(ক) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতন; তৎসহ

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে)।

৬। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এ বেতন নির্ধারণ।**—(১) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেল পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ (Corresponding Scale) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বর্তমান বেতনস্কেল অর্থাৎ বিদ্যমান স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন ব্যক্তির বেতন স্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমতঃ উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর নির্ণীত অঙ্ক অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯) প্রারম্ভিক ধাপের সাথে যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল যদি অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি অনুরূপ স্কেলে উক্ত অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে ;

উদাহরণ ১ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারী ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০ টাকার বর্তমান বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৩০০০ টাকা মূলবেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৪৭০০/- টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারীর মূল বেতন বর্তমান ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকার স্কেলে ৪১২০/-টাকা। এই ক্ষেত্রে ১-৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০/-টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ৬০৬০/-টাকা।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৪১২০—৩১০০=১০২০ টাকা। অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ১০২০ টাকা অর্থাৎ (৪৯০০+১০২০)=৫৯২০ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ ৬০৬০ টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যে সকল কর্মকর্তার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী টাকা ৪০,০০০ নির্ধারিত তাঁহাদের ক্ষেত্রে দফা ৬ এর (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তির বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রারম্ভ তারিখে **সর্বোচ্চসীমার উর্ধ্বে** হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এর সর্বোচ্চসীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করা হইবে;

(ঙ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যাঁহারা **উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি** পাইবেন তাঁহাদের বেতন পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে;

(চ) যে ব্যক্তি প্রেষণে কর্মরত আছেন, **প্রেষণে কর্মরত** না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা সংগঠনে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;

(ছ) যে ব্যক্তি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে **ছুটিতে ছিলেন,** জাতীয় বেতনস্কেলে, ২০০৯ এ সে ব্যক্তির বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;

(জ) যে ব্যক্তি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে **সাময়িকভাবে বরখাস্ত** ছিলেন, সে ব্যক্তি পুনর্বহাল না হইলে এবং **বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে** তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেলে-২০০৯ এ নির্ধারণ করা হইবে না। এইরূপ পুনর্বহালকৃত ব্যক্তির বেতন ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রথমতঃ **বর্তমান বেতনস্কেলে নির্ধারণ করা হইবে** এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;

(ঝ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যে ব্যক্তি **অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে** ছিলেন, **শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য** তাঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় যদি তাঁহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধি ও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে তবে, তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন;

(ঞ) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে ব্যক্তির **অবসরপ্রস্তুতি ছুটি শেষ হইবে** এবং যিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(২) **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ মোতাবেক সর্বনিম্ন বেতনবৃদ্ধি।**—(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর আওতায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণের ফলে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই ২০০০/- টাকার নিম্নে হইবে না। এই ক্ষেত্রে বেতন নির্ধারণের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ যদি ২০০০/- টাকার কম হয়, তবে যে পরিমাণ অংক কম হইবে তাহা বার্ষিক বর্ধিত বেতনের হার অনুযায়ী সমন্বয় করিয়া (সমন্বয়ের প্রয়োজন না হইলে অবশিষ্টাংশ সরাসরি ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয়) যদি কোন অংক অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিগত বেতন তাঁহার পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

উদাহরণ ঃ

যদি দেখা যায় যে, ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫ টাকা বেতনস্কেল ভুক্ত একজন কর্মচারী বর্তমান পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় মোট বেতনবৃদ্ধি পায় ১৬৫০/-টাকা, সর্বনিম্ন ২০০০/- টাকা বেতনবৃদ্ধির জন্য প্রথমে মূল বেতনের সহিত একটি বাৎসরিক বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া (১৬৫০+২৪০=১৮৯০) অবশিষ্ট (২০০০-১৮৯০)=১১০/- টাকা ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(খ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যূনতম ২০০০/- টাকা বেতনবৃদ্ধির জন্য একটি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) এর সমপরিমাণ টাকার কম হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট স্কেলে পিপি হিসাবে প্রাপ্য হইবে এবং এই পিপি পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

(৩) **সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ।**—নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ

(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ১-৭-২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল প্রাপ্ত হইলে ঐ তারিখে প্রথমে ৩০-৬-২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বেতনস্কেলের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে করসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ হইবে।

উদাহরণ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনস্কেল ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকার করসপন্ডিং স্কেল ১-৭-২০০৯ তারিখে ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ টাকার স্কেলের বেতন নির্ধারিত হইবে। অতপর, নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণকালে অর্থ বিভাগ হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749, ৯-৭-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ এবং ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ সংখ্যক স্মারকসমূহের কার্যকারিতা ১-৭-২০০৯ তারিখ হইতে রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল স্মারকমূলে ইতোপূর্বে যাহারা যে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) **অবসরভোগীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি।**—অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

(ক) পেনশন সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্ধ্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে। বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে।

(গ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত মৃত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন ;

(ঘ) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের সুবিধা এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি নগদায়নের বিদ্যমান সুবিধাও ভোগ করিবেন।

৭। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড স্কেলের প্রাপ্যতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড) হইতে টাকা ৮০০০—১৬৫৪০ (১০ নং গ্রেড) বেতনস্কেলবিশিষ্ট পদের আওতাভুক্ত কর্মচারীগণ একই অথবা সমপর্যায়ের পরস্পর বদলিযোগ্যপদে ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকরি পূর্তি এবং চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে ও এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেলে, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, একই কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতীত সমগ্র চাকরি জীবনে ৩টির অধিক টাইমস্কেল প্রাপ্য হইবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, সিলেকশন গ্রেড স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) যুগপৎভাবে প্রদান সংক্রান্ত অর্থ বিভাগ. অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০-১১-১৯৯৭ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৩)/টাইম-স্কেল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) নং স্মারকে বর্ণিত ব্যাখ্যা বলবৎ থাকিবে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের একই অথবা সমপর্যায়ের সমস্কেলে পরস্পর বদলীযোগ্য পদে ৮ ও ১২ বৎসর চাকরি পূর্তির পর এবং তাহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেলে, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। এই সুবিধা ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে ;

তবে, ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্বের চাকুরীর মেয়াদ শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এ বাবদ কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না। এক্ষেত্রে স্কেলের সর্ব্বোচ্চসীমায় পৌছার ১ বৎসর পর পরবর্তী স্কেলে টাইম-স্কেল হিসাবে প্রদানের বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইবে। শর্ত থাকে যে, পদোন্নতি ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে ২টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না ;

(৩) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ নিজ বেতন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌছার ১ বৎসর পর তাঁহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, তাঁহাদের পদের বেতনস্কেলের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং পদোন্নতি ব্যতিরেকে, একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে তাঁহারা ১টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না। এইরূপ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) জাতীয় বেতন-স্কেল, ২০০৯ এর ৪র্থ স্কেলের উর্ধ্বের কোন কর্মকর্তা প্রাপ্য হইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ, যাহারা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর বেতনস্কেল টাকা ১১০০০——২০৩৭০ (৯ নং গ্রেড), টাকা ১২০০০——২১৬০০ (৮ নং গ্রেড) এবং টাকা ১৫০০০——২৬২০০ (৭ নং গ্রেড) এর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা স্ব-স্ব বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ বৎসর পর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এ টাকা ১৮৫০০——২৯৭০০, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং টাকা ১২০০০——২১৬০০ এবং ১৫০০০——২৬২০০ বেতন স্কেলে পদোন্নতি প্রাপ্য প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি না পাইলে, যে তারিখে টাকা ১১০০০——২০৩৭০ অথবা টাকা ১২০০০——২১৬০০ স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌছাইতেন, যাহাই পূর্বে ঘটে, সে তারিখের ১ বৎসর পর উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) টাকা ১৮৫০০——২৯৭০০ প্রাপ্য হইবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর শর্তাংশে বর্ণিত স্কেলসমূহ ব্যতীত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অধীন প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রদেয় হইবে।

(৫) ১ম শ্রেণীর ৯ম গ্রেডভুক্ত যে সকল পদে পদোন্নতির কোন বিধান নাই এবং ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত, সে সকল ৯ম গ্রেডের ব্লক পদে ৪ বছর চাকরি পূর্তিতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড এবং ১ম শ্রেণীর পদে ১০ ও ১৫ বছর চাকরি পূর্তিতে চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে প্রদেয় হইবে। তবে, শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণী সুবিধা ব্যতীত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্বের কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পদটি ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত হইতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ বছর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রদানের বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইল।

(৬) ৯ম গ্রেডভুক্ত সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে ৪ বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, ৭ম গ্রেডের স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৭) বিসিএস ক্যাডারসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত স্কেলের বিপরীতে ১ম শ্রেণীর পদে ১০ বছর চাকরি পূর্তিতে ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের যে বিধান রহিয়াছে, তাহা একই নীতিমালার ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত নন-ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে ১ জুলাই,২০০৯ তারিখ থেকে ১০০% প্রদেয় হইবে।

(৮) সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪ বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৯) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সুবিধা পূর্বের শর্তাধীনে বলবৎ থাকিবে।

৮। **বেতন নির্ধারণের পর বেতনবৃদ্ধি (Increment)**।—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর যেই স্তরে 'ইবি' বলিয়া উল্লিখিত দক্ষতাসীমা দেখানো হইয়াছে, সেই স্তর অতিক্রম করিবার জন্য যেই সকল বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সকল বিধান অনুসারে উহা অতিক্রমের এবং বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরি অথবা আহরণের জন্য উক্তরূপ বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর বর্তমান বেতনস্কেলে বেতনবৃদ্ধির তারিখেই জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯, এর প্রথম বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে। যে সকল ব্যক্তি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পর পদোন্নতি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি পদোন্নতি বা নিয়োগের তারিখ হইতে ১ বৎসর চাকরি পূর্তিতে পরবর্তী বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, সমস্কেলে পদোন্নতিতে বেতন ও বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখের কোন পরিবর্তন হইবে না।

(২) যাহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ ১ জুলাই, ২০০৯, সেই ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক প্রথমে বেতন নির্ধারণ করিয়া সে তারিখে বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(৩) বেতনস্কেল, ২০০৯ জারীর পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখের কারণে সমপদে একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বেতন বৈষম্য হইলে জ্যেষ্ঠের বেতনবৃদ্ধির তারিখ কনিষ্ঠের বেতনবৃদ্ধির তারিখে আনয়ন করিয়া সমতা করিতে হইবে।

৯। **প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন**।—(১) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১০০০—২০৩৭০ (৯ম গ্রেড) বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) একজন এম, বি, বি, এস ডিগ্রীধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রীধারীকে ১টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে ;

(খ) যে সকল ব্যক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রীসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং-এ ডিগ্রী রহিয়াছে, অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রহিয়াছে এবং যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে ২টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে ;

(গ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি ঐ লাইসেন্স তাঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নিয়োগলাভের সময় ১টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন।

(ঘ) উক্ত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি কেবলমাত্র চাকরিতে ১ম নিয়োগলাভের সময় প্রাপ্য হইবেন এবং ইহা পরবর্তী অন্য কোন ক্ষেত্রে পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপ এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধুমাত্র প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

১০। **পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।**—(১) কোন ব্যক্তি উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	বেতনস্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১।	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)	২০ বৎসর
২।	টাকা ৩৩৫০০—৩৯৫০০	১৭ বৎসর
৩।	টাকা ২৯০০০—৩৫৬০০	১৪ বৎসর
৪।	টাকা ২৫৭৫০—৩৩৭৫০	১২ বৎসর
৫।	টাকা ২২২৫০—৩১২৫০	১০ বৎসর
৬।	টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০	৫ বৎসর
৭।	টাকা ১৫০০০—২৬২০০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদকাল বলিতে ১ম শ্রেণীর চাকরির মেয়াদকাল বুঝাইবে।

১১। **ভাতাদির প্রাপ্যতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ অর্থাৎ **১ জুলাই, ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে** এবং ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত হারে বা ক্ষেত্রমতে টাকার অংকে ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(৩) ১ জানুয়ারি ২০০৫ হইতে ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশবলে মহার্ঘভাতা ব্যতীত যে সকল ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই সকল ভাতা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের পরেও **৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কেই ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।**

(৪) ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়কালে নবনিয়োগপ্রাপ্তগণ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে নিয়োগ হইলে যে হারে সকল ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন যেই হারে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৫) অনুচ্ছেদ ৬ (১) (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে রহিত হইল।

১২। **চিকিৎসাভাতা।**—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী মাসিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা মাসিক ১০০০/- টাকা এবং অন্যান্য পেনশনারদের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৭০০/-টাকা হইবে।

১৩। **বাড়ি ভাড়া ভাতা।**—(১) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে বাড়িভাড়া ভাতা পাইবেন। তবে, ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ৩০ জুন, ২০১০ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হইলেও জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তন না হইলে যে হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইতেন একই হারে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন বিল হইতে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে হারে কর্তন করা হইত সেই হারে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত এবং ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে নিম্নলিখিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া কর্তনপূর্বক সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে ১নং হইতে ১২ নং স্কেল এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৭·৫%;

(খ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৩নং হইতে ১৭ নং স্কেল (টাকা ৫৫০০—১২০৯৫ এবং টাকা ৪৫০০—৯০৯৫) এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৫% ;

(গ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৮নং স্কেল টাকা ৪৪০০—৮৫৮০ হইতে ২০ নং স্কেল (টাকা ৪১০০—৭৭৪০) এর আওতাভুক্ত হন, এবং সেই সকল কর্মচারী সরকারি বাসায় বসবাস করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে সরকারকে কোন বাড়িভাড়া প্রদান (কর্তন) করিতে হইবে না ; তবে তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঘ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না; তবে তিনি বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঙ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি মোতাবেক যে শ্রেণীর বাড়ি পাইবার অধিকারী, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী কিংবা নিম্নতর শ্রেণীর কোন বাড়ি বরাদ্দ করা হইলে তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন বাড়িভাড়া এবং নিম্নতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ির বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য হারে পূর্ব্বৎ বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি আছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারিকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কাহাকেও কর্মস্থল অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলো কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত আবাসন যাহা সত্যিকারের বাসস্থান নহে (improvised accommodation), (যেমন—গ্যাং, কুঁড়েঘর, গুদামঘর, মালগাড়ির বগি, কোন স্টিমার বা লঞ্চের ব্যাংক বাসস্থানের সংস্থান) এ একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়ি বাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন ; তবে উক্ত একক সীট বা একক কক্ষ কিংবা Improvised accommodation এর জন্য যদি নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে নিম্ন-সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

মূল বেতন	বাড়ি ভাড়াভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য	নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৫০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২২০০
টাকা ৫০০১ হইতে টাকা ১০৮০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৩৩০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০
টাকা ১০৮০১ হইতে টাকা ২১৬০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৫০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ২১৬০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১১৯০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৭০০	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮৫০০

(৭) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি/প্রবি-৪/বাড়ি ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩, তারিখঃ ১-১১-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ঢাকায় বদলিজনিত কারণে দ্বিগুণ হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদানের পদ্ধতি ১ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখ হইতে বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **যাতায়াতভাতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০—১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে তিনি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে তাহার আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা পাইতে থাকিবেন—

(২) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০-১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে মাসিক ১৫০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্য কর্মকর্তাগণ গাড়ীর ক্রয়মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সুবিধাদি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ প্রদানপূর্বক সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করিবেন।

১৫। **উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা**।—(১) সরকারি আদেশ নং অম/অবি(ব্যস্ত)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখঃ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা প্রদেয় হইবে।

(২) উৎসবভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক (আদেশ) নং অম/অবি(ব্যস্ত-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখঃ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। তবে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রদান করা না হইলে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূলবেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।

(৩) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং অম/অবি/বিধি-১/চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখ ঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

১৬। **টিফিনভাতা**।—সকল নন-গেজেটেড বেসামরিক কর্মচারী মাসিক ১৫০ টাকা টিফিনভাতা প্রাপ্য হইবেন। কিন্তু যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিনভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

১৭। **ধোলাইভাতা**।—যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধোলাইভাতা প্রযোজ্য, তাঁহারা মাসিক ৭৫ টাকা প্রাপ্য হইবেন।

১৮। **কার্যভারভাতা**।—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী মূল বেতনের ১০% হারে মাসিক সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১৯। **ভ্রমণভাতা**।—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে, বদলি জনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিঃ মিঃ পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২·০০ টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক পূর্ববৎ বহাল থাকিবে।

২০। **পাহাড়ি ভাতা**।—পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত পাহাড়ি ভাতা মাসিক বেতনের ৩০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা প্রদেয় হইবে।

২১। **শিক্ষা সহায়ক ভাতা**।—সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সন্তানপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে এবং অনধিক ২(দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদেয় হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত একটি পৃথক নীতিমালা অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারী করিতে হইবে।

২২। **বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি**।—(১) স্ব-আহরণকারী (Self-Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা ফেরৎযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(২) বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ন ও ব্যয়ন (Drawing and Disbursing) কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বিলের সহিত বেতন নির্ধারণী বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি কেবল সংশ্লিষ্ট হিবাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক বেতন নির্ধারণ প্রতিপাদনের পরই প্রদেয় হইবে।

(৪) আহরিত অতিরিক্ত বেতন ফেরৎ প্রদানের জন্য লিখিত অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পর কর্মচারীদেরকে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করা যাইবে। আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ এই সকল অঙ্গীকারপত্র তাঁহাদের দপ্তরে যথারীতি রেকর্ডভুক্ত করিবেন এবং বেতন বিলে এই অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

২৩। **আয়কর**।—এই আদেশের অধীনে প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক বৎসর আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন ভাতাদিসহ তাঁহার আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রিটার্ণ তৈরি করিবেন ;

(খ) আয়কর রিটার্ণ তৈরির পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধ করিবেন ;

(গ) আয়কর পরিশোধের পর কেবল সরকার হইতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অর্থ বিলের মাধ্যমে (যেমন টি এ বিল যেভাবে দাখিল করা হয়) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে উত্তোলন করিবেন ;

(ঘ) আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী আয়কর রিটার্ণ দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, রিটার্ণ দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সহিত সংযুক্ত করিবেন ;

(ঙ) আয়কর সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) চাকরি (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল ;

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির উদ্দেশ্যে উহার বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯

(বাংলাদেশ পুলিশ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/২ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **এস, আর, ও ২৫৬ আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-২/২০০৯/২৩৩।**— Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (বাংলাদেশ পুলিশ) নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেলসমূহ ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদে ৬ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এই নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে প্রদান করা হইবে। তবে, অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে;

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে মহার্ঘ ভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;

(গ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তাহারা অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকার সময় ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন;

ব্যাখ্যা ঃ যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তিনি দফা (গ) এর বর্ণনা মোতাবেক ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন; সেই হারে উক্ত মহার্ঘভাতা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল পি আর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি (কর্মকর্তা/কর্মচারী)'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিয়োজিত জুডিসিয়াল কর্মকর্তাগণ;

(খ) যে সকল বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রতিরক্ষা প্রাক্কলন হইতে বেতন প্রদান করা হয় তাঁহারা ব্যতীত প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ;

(গ) বাংলাদেশ রাইফেলস্ এ নিয়োজিত ব্যক্তিগণ;

(ঘ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and conditions of Service) Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) এ সংজ্ঞায়িত "Worker";

(ঙ) শিক্ষানবিস অথবা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং

(চ) চুক্তি অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) 'বর্তমান বেতনস্কেল' অর্থ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর অধীন জাতীয় বেতন স্কেল;

(খ) 'জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯' অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতন স্কেল;

(গ) 'মূল স্কেল, 'সিলেকশন গ্রেড স্কেল' 'সিনিয়র স্কেল' বা 'উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)' অর্থ বর্তমান বেতন স্কেলে যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)।

৩। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯।**—১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

গ্রেড	বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয়স্কেল, ২০০৫)	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)
১।	টাকা ২৩০০০ (নির্ধারিত)	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)
২।	টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০	টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০
৩।	টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০	টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
৪।	টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০	টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
৫।	টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০	টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
৬।	টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০	টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
৭।	টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০	টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
৮।	টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০	টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০
৯।	টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০
১০।	টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-ইবি-৩০০×১১-১০৩৬০	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০
১১।	টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-ইবি-২৭০×১১-৮৮২০	টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫
১২।	টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-ইবি-২৫০×১১-৮০৬০	টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫×১১-১৩১২৫

১৩।	টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-ইবি-২৩০×১১-৭৫০০	টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২০৯৫
১৪।	টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-ইবি-২১০×১১-৬৯৪০	টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫
১৫।	টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০
১৬।	টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০	টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫
১৭।	টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-ইবি-১৫০×১১-৫৪১০	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫
১৮।	টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-ইবি-১৩০×১১-৪৮৭০	টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০×১১-৮৫৮০
১৯।	টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-ইবি-১২০×১১-৪৫৯০	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০
২০।	টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-ইবি-১১০×১১-৪৩১০	টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০

৪। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রাপ্যতা।**—৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতন স্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যাহারা ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সময়মত উহা প্রদান করা যায় নাই, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুযায়ী এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা ভূতাপেক্ষভাবে প্রাপ্য হইবেন।

৫। **বর্তমান বেতনের সংজ্ঞা।**—এই আদেশের 'বর্তমান বেতন' বলিতে—

(ক) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতন; তৎসহ

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে)।

৬। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণ।**—(১) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেলে পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ (Corresponding Scale) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এ অনুচ্ছেদে ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বর্তমান বেতনস্কেল অর্থাৎ বিদ্যমান স্কেলে প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন ব্যক্তির বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুরূপ স্কেলে প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমতঃ উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর উক্ত নির্ণীত অঙ্ক অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯) প্রারম্ভিক ধাপের সাথে যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল যদি অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারন করিতে হইবে। যদি অনুরূপ স্কেলে উক্ত অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারী ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০ টাকার বর্তমান বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৩০০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসেবে ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৪৭০০/- টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারীর মুল বেতন বর্তমান ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকার স্কেলের ৪১২০/- টাকা। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসেবে ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০/- টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ৬০৬০/- টাকা।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ১০২০ টাকা অর্থাৎ (৪৯০০+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ ৬০৬০/- টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যে সকল কর্মকর্তার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী টাকা ৪০,০০০/- নির্ধারিত তাঁহাদের ক্ষেত্রে দফা ৬ এর (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তির বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রারম্ভ তারিখে সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চসীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করা হইবে;

(ঙ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যাঁহারা **উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি** পাইবেন, তাঁহাদের বেতন প্রথমে নিম্নপদে নির্ধারণ করিয়া পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে;

(চ) যে ব্যক্তি প্রেষণে কর্মরত আছেন, **প্রেষণে কর্মরত** না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা সংগঠনে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;

(ছ) যে ব্যক্তি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে **ছুটিতে ছিলেন,** জাতীয় বেতনস্কেলে সে ব্যক্তির বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;

(জ) যে ব্যক্তি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত ছিলেন, সে ব্যক্তি পুনর্বহাল না হইলে এবং বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারণ করা হইবে না। এইরূপ পুনর্বহালকৃত ব্যক্তির বেতন ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রথমতঃ বর্তমান বেতন স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;

(ঝ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যে ব্যক্তি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে ছিলেন, শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় যদি তাঁহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধি ও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে, তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন;

(ঞ) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে ব্যক্তির অবসরপ্রস্তুতি ছুটি শেষ হইবে এবং যিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(২) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ মোতাবেক সর্বনিম্ন বেতন বৃদ্ধি।—জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর আওতায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণের ফলে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই ২০০০/- টাকার নিম্নে হইবে না। এ ক্ষেত্রে বেতন নির্ধারণের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ যদি ২০০০/- টাকার কম হয়, তবে, যে পরিমাণ অংক কম হইবে তাহা বার্ষিক বর্ধিত বেতনের হার অনুযায়ী সমন্বয় করিয়া (সমন্বয়ের প্রয়োজন না হইলে অবশিষ্টাংশ সরাসরি ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয়) যদি কোন অংক অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিগত বেতন তাঁহার পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

উদাহরণ ঃ

(১) যদি দেখা যায় যে, ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫ টাকা বেতন স্কেলভুক্ত একজন কর্মচারীর বর্তমান পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় মোট বেতন বৃদ্ধি পায় ১৬৫০/ টাকা। সর্বনিম্ন ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রথমে মূল বেতনের সহিত একটি বাৎসরিক বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া (১৬৫০ + ২৪০ = ১৮৯০) অবশিষ্ট (২০০০ – ১৮৯০) = ১১০/- টাকা ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যূনতম ২০০০/- টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) এর সমপরিমাণ টাকার কম হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট স্কেলে পিপি হিসাবে প্রাপ্য হইবে এবং এই পিপি পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

(৩) **সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ।**—নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-৭-২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রাপ্ত হইলে ঐ তারিখে প্রথমে ৩০-৬-২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বেতনস্কেলের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেলে বেতন নির্ধারণ হইবে।

উদাহরণ ঃ

৩০-৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনস্কেল ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকার করেসপন্ডিং স্কেল ১-৭-২০০৯ তারিখে ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০/- টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে। অতঃপর, নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতেই প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণকালে অর্থ বিভাগ হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749, ৯-৭-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ এবং ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/ বিবিধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ সংখ্যক স্মারকসমূহের কার্যকারিতা ১-৭-২০০৯ তারিখ হইতে রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল স্মারকমূলে ইতোপূর্বে যাহারা যে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ০১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না;

(গ) ৩১-১২-২০০৪ তারিখে আহরিত বেতনের করেসপন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে সরাসরি **সিলেকশন গ্রেডে নির্ধারিত বেতনধারী কর্মকর্তাগণের** ক্ষেত্রে ৩১-১২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্ত বেতনের ভিত্তিতে প্রথমে ০১-০১-২০০৫ তারিখে করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে নির্ধারিত বেতনের উপর সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হইলে তাঁহারা যেইরূপ সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে ৩০-৬-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত বেতন বিবেচনা করতঃ ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে; যেমন ঃ—

(১) একজন কর্মকর্তার ৩১-১২-২০০৪ তারিখে বি.সি.এস ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত ৭২০০-১০৮৪০ টাকা স্কেলে একজন কর্মকর্তার মূলবেতন ছিল ১০০৬০ টাকা। ঐ কর্মকর্তার ৩১-১২-২০০৪ তারিখে বেতনস্কেল ও মূলবেতনের পার্থক্য ছিল ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। অর্থ বিভাগের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ তারিখ ১৪-৯-২০০৮ এবং অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩ তারিখ ৯-৭-২০০৮ স্মারক মূলে জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৫ অনুযায়ী ৩১-১২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্য বেতনস্কেলের করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ না করিয়া ০১-০১-২০০৫ তারিখে প্রাপ্ত সিলেকশন গ্রেডে সরাসরি বেতন নির্ধারণ করিবার ফলে তাহার বেতন নির্ধারিত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। কিন্তু উক্ত স্তরে কোন ধাপ না থাকার কারণে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে ১৭০৫০ টাকায় বেতন নির্ধারণ করা হয়।

(২) উল্লম্ব সাম্যতা ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে (১) এ বর্ণিত বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি সংশোধনক্রমে সর্বপ্রথম ঐ কর্মকর্তার বেতন তাহার ৩১-১২-২০০৪ তারিখে আহরিত মূলবেতনের ভিত্তিতে করেসপন্ডিং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী ০১-০১-২০০৫ তারিখে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার মূলবেতন দাঁড়াইবে (১০০৬০-৭২০০)=২৮৬০ + ১১০০০=১৩৮৬০ টাকা। উক্ত স্তরে ধাপ না থাকার কারণে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে ১৪৩২৫ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। অতঃপর ০১-০১-২০০৫ তারিখে প্রাপ্য সিলেকশন গ্রেড ৫ম গ্রেডে ১৩৭৫০-১৯২৫০ প্রদান করা হইলে তাহার বেতন দাড়াইবে ১৪৮৫০ টাকা। এইভাবে ৩০-৬-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত বেতন সংশোধন করিয়া নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে সংশোধিত বেতন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ০১-১২-২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উত্তোলিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।

(ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ নং আদেশের প্রেক্ষিতে ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ নং স্মারক দ্বারা যাহারা ইতোপূর্বে **কনিষ্ঠ কর্মকর্তার সহিত বেতন সমতাকরণ করিয়াছেন;** তাহারা বেতন সমতা না করিলে যেইরূপ সুবিধা প্রাপ্য হইতেন; তাহা বিবেচনা করতঃ

উপানুচ্ছেদ (৩) (ক) অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে, বেতন সমতাকরণের ফলে তাঁহারা যে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না। তবে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) (গ) (১) এর কারণে কোন কর্মকর্তা বেতন সমতাকরণ করিয়া থাকিলে উক্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও উপ-অনুচেছদ (৩)(গ)(২) এর পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে সংশোধিত বেতন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ০১-১২-২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উত্তোলিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) **অবসরভোগীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি।**—অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্ত হইবেন, যথা ঃ—

(ক) পেনশন সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্ধ্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে। বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে।

(গ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদির প্রাপ্য হইবেন;

(ঘ) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের সুবিধা এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি নগদায়নের বিদ্যমান সুবিধাও ভোগ করিবেন।

৭। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড স্কেলের প্রাপ্যতা।—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ৪১০০-৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড) হইতে টাকা ৮০০০-১৬৫৪০/- (১০ নং গ্রেড) বেতনস্কেল বিশিষ্ট পদের আওতাভুক্ত **নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারীগণ** একই অথবা সমপর্যায়ের পরস্পর বদলিযোগ্য পদে ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকরি পূর্তি এবং চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে ও এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেলে, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতীত সমগ্র চাকরি জীবনে ৩টির অধিক টাইমস্কেল প্রাপ্য হইবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, সিলেকশন গ্রেড স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) যুগপৎভাবে প্রদান সংক্রান্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০-১১-১৯৯৭ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৩)/টাইমস্কেল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) নং স্মারকে বর্ণিত ব্যাখ্যা বলবৎ থাকিবে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের একই অথবা সমপর্যায়ের সমস্কেলে পরস্পর বদলীযোগ্য পদে ৮ ও ১২ বৎসর চাকরি পূর্তির পর এবং তাহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল, উচ্চতর স্কেলে (টাইমস্কেল) হিসাবে প্রদেয় হইবেন।

তবে, ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্বের চাকরির মেয়াদ শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এই বাবদ কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না। এক্ষেত্রে স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী স্কেলে টাইমস্কেল প্রদানের বর্তমান **প্রচলিত বিধান রহিত হইবে।** শর্ত থাকে যে, পদোন্নতি ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে ২টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না;

৮—

(৩) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর তাঁহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, তাঁহাদের পদের বেতন স্কেলের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং পদোন্নতি ব্যতিরেকে, একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে তাঁহারা ১ (এক)টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না। এইরূপ উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর ৪র্থ স্কেলের উর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা প্রাপ্য হইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ, যাঁহারা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর বেতনস্কেল টাকা ১১০০০-২০৩৭০/-(৯নং গ্রেড), টাকা ১২০০০-২১৬০০/- (৮ নং গ্রেড) এবং টাকা ১৫০০০-২৬২০০/- (৭ নং গ্রেড) এর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা স্ব-স্ব বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার ১ (এক) বৎসর পর জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯-এ টাকা ১৮৫০০-২৯৭০০/-, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং টাকা ১২০০০-২১৬০০/- এবং ১৫০০০-২৬২০০/- বেতন স্কেলে পদোন্নতি প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি না পাইলে, যে তারিখে টাকা ১১০০০-২০৩৭০/- অথবা টাকা ১২০০০-২১৬০০/- স্কেলের সর্বোচ্চ সীমা পৌঁছাইতেন, যাহাই পূর্বে ঘটে, সে তারিখের ১ বৎসর পর উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) টাকা ১৮৫০০-২৯৭০০/- প্রাপ্য হইবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর শর্তাংশে বর্ণিত স্কেলসমূহ ব্যতীত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অধীন প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদেয় হইবে।

(৫) ১ম শ্রেণীর ৯ম গ্রেডভুক্ত যে সকল পদে পদোন্নতির কোন বিধান নাই এবং ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত, সে সকল ৯ম গ্রেডের ব্লক পদে ৪ বছর চাকরি পূর্তিতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড এবং ১ম শ্রেণীর পদে ১০ ও ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে প্রদেয় হইবে। তবে, শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণী সুবিধা ব্যতীত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্বের কোন **বকেয়া প্রাপ্য হইবে না** । শর্ত থাকে যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনমোদিত পদটি ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত হইতে হইবে। আরও শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে বেতন স্কেলের সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার ১ বছর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের **বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইবে।**

(৬) যে সকল ক্যাডারে ৪র্থ গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য পদ নাই সে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তা ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড পদে ৮ (আট) বছর অথবা উপ-সচিব বা সমস্কেলের ক্যাডার পদসহ ১০ বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে বা যে সকল ক্যাডারে ৪র্থ গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য পদ থাকা সত্ত্বেও নিজ ক্যাডারের ৪র্থ গ্রেডে পদোন্নতি (লাইন প্রমোশন) ব্যতিরেকে ৫ম গ্রেডে উপ-সচিব বা সমস্কেলের ক্যাডার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সকল কর্মকর্তা ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড এবং উপ-সচিব পদসহ সাকুল্যে ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে ৪র্থ গ্রেডে টাকা ২৫৭৫০-৩৩৭৫০/- টাইমস্কেল প্রাপ্য হইবেন। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণী সুবিধা ব্যতীত ১-৭-২০০৯ তারিখের পূর্বের কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন ক্যাডার কর্মকর্তা পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে একটির বেশি টাইম স্কেল সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(৭) ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নির্বিশেষে ৯ম গ্রেডভুক্ত সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে ৪ (চার) বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, ৭ম গ্রেডের স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৮) বিসিএস ক্যাডারসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য বেতন স্কেল, ২০০৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত স্কেলের বিপরীতে ১ম শ্রেণীর পদে ১০ (দশ) বছর চাকরি পূর্তিতে ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের যে বিধান রহিয়াছে, তাহা একই নীতিমালার ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত নন-ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে ১০০% প্রদেয় হইবেন।

(৯) সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪ বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে ৫০% সিলেকশন গ্রেড প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(১০) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সুবিধা পূর্বের শর্তাধীনে বলবৎ থাকিবে।

৮। **বেতন নির্ধারণের পর বেতনবৃদ্ধি (Increment)।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর যে স্তরে 'ইবি' বলিয়া উল্লিখিত দক্ষতাসীমা দেখানো হইয়াছে, সেই স্তর অতিক্রম করিবার জন্য যে সকল বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সকল বিধান অনুসারে উহা অতিক্রমের এবং বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরি অথবা আহরণের জন্য উক্তরূপ বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর বর্তমান বেতনস্কেলে বেতন বৃদ্ধির তারিখেই জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রথম বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হইবে। যে সকল ব্যক্তি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পর পদোন্নতি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি পদোন্নতি বা নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর চাকুরি পূর্তিতে পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সমস্কেলে পদোন্নতিতে বেতন ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের কোন পরিবর্তন হইবে না।

(২) যাহার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ ১ জুলাই, ২০০৯, সেই ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯-এ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক প্রথমে বেতন নির্ধারণ করিয়া সে তারিখে বার্ষিক বৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ জারীর পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখের কারণে সমপদে একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বেতন বৈষম্য হইলে জ্যেষ্ঠের বেতন বৃদ্ধির তারিখ কনিষ্ঠের বেতন বৃদ্ধির তারিখে আনয়ন করিয়া সমতা করিতে হইবে।

৯। **প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।**—(১) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেলে, ২০০৯ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ১১০০—২০৩৭০/- (৯ম গ্রেড) বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) একজন এম,বি,বি,এস ডিগ্রীধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রীধারীকে ১ (এক)টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(খ) যে সকল ব্যক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রীসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এ ডিগ্রী রহিয়াছে, অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রহিয়াছে এবং যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে ২টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে;

(গ) কোন ব্যক্তি যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি ঐ লাইসেন্স তাঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নিয়োগ লাভের সময় ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন;

(ঘ) উক্ত অগ্রিম বেতন বৃদ্ধি কেবলমাত্র চাকরিতে ১ম নিয়োগ লাভের সময় প্রাপ্য হইবে এবং ইহা পরবর্তী অন্য কোন ক্ষেত্রে পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) ১ জুলাই,২০০৯ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপ এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধুমাত্র প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

১০। **পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।—(১)** কোন ব্যক্তি কোন উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	**বেতনস্কেল**	**পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ**
১	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)	২০ বৎসর
২	টাকা ৩৩৫০০-৩৯৫০০	১৭ বৎসর
৩	টাকা ২৯০০০-৩৫৬০০	১৪ বৎসর
৪	টাকা ২৫৭৫০-৩৩৭৫০	১২ বৎসর
৫	টাকা ২২২৫০-৩১২৫০	১০ বৎসর
৬	টাকা ১৮৫০০-২৯৭০০	৫ বৎসর
৭	টাকা ১৫০০০-২৬২০০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদকাল বলিতে ১ম শ্রেণীর চাকরির মেয়াদকাল বুঝাইবে।

১১। **ভাতাদির প্রাপ্যতা।**—(১) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ অর্থাৎ **১ জুলাই, ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে** এবং ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে বা ক্ষেত্রমত টাকার অংকে ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(৩) ১ জানুয়ারি ২০০5 হইতে ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশ বলে মহার্ঘভাতা ব্যতীত যে সকল ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই সকল ভাতা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের পরেও **৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অংকেই ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।**

(৪) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্তগণ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে নিয়োগ হইলে যে হারে ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন, ২০১০ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৫) অনুচ্ছেদ ৬ (১) (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে রহিত হইবে।

(৬) ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত পদধারীগণ তাঁহাদের পদের বিপরীত পার্শ্বে উল্লিখিত হারে নিম্নবর্ণিত ভাতাসমূহ প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

পদের নাম		**মাসিক ভাতার হার (টাকা)**
(ক) বিশেষ ভাতা ঃ		
১	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান ঃ	
	এ এস পি (কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে)	২০৮
	এ এস পি (এ্যাডজুটেন্ট হিসাবে)	২০৮
	হেড কনস্টেবল (হাবিলদার মেজর ও কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে)	৪৫
২	জেলা পুলিশ ঃ	
	এ এস পি (সার্কেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত)	২০৮
৩	বিশেষ শাখা এবং জেলা এস, বি ঃ	
	এ এস পি	২৭৫
	পরিদর্শক	২০৮
	এস আই/সার্জেন্ট	২০৮
	এ এস আই/হেড কনস্টেবল	৫৫
	কনস্টেবল	৩৩
	গার্ড কনস্টেবল	৩৩
৪	মেট্রোপলিটন পুলিশ ঃ	
	(এম.পি এলাউন্স)	
	এস আই/সার্জেন্ট	৪৫
	এ এস আই	৪৫
	হেড কনস্টেবল	৪৫
	নায়েক	৪৫
	কনস্টেবল	৪৫
৫	সি আই ডি ঃ	
	এ এস পি	২৭৫
	পরিদর্শক	২০৮
	এস আই	১৪৩
	এ এস আই	৩৩
	হেড কনস্টেবল	৩৩

পদের নাম		মাসিক ভাতার হার (টাকা)
	কনস্টেবল	৩৩
৬	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ	
	*পুলিশ একাডেমী ঃ	
	এ এস পি	২৭৫
	পরিদর্শক	২০৮
	এস আই	১৪৩
	এ এস আই/হেড কনস্টেবল	৫৫
(*শুধু অনুমোদিত ইন্সট্রাকটর পদের বিপরীতে প্রাপ্য)		
৭	ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল ঃ	
	এ এস পি	২৭৫
	পরিদর্শক	২০৮
	এস আই	১৩০
	এ এস আই	৩৩
৮	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান ঃ	
	এস পি	৬৯২
	অতিরিক্ত এ এস পি	৫৫০
	এ এস পি	৪১৯

(খ) ***এ্যাকটিং এলাউন্স ঃ**		
	(আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান এর জন্য)	
	পরিদর্শক	১৪৩
	হেড কনস্টেবল	৩৩
* একজন এস আই যখন একজন পরিদর্শকের স্থলে এবং একজন হেড কনস্টেবল যখন একজন এস আই এর স্থলে ৩০ দিনের অধিক দায়িত্ব পালন করিবেন তখন এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন।		
(গ) **নিঃশর্ত যাতায়াত ভাতা ঃ**		
	(স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং জেলা এস.বি)	
	পরিদর্শক	১৪৩
	এস আই/সার্জেন্ট	১৪৩
*(ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পরিদর্শক এবং এস, আইগণের জন্য যাহাদের কেবল বহিরাঙ্গণ দায়িত্ব দেওয়া হয়)		
	সি আই ডি ঃ	
	পরিদর্শক	১৪৩
	এস আই/সার্জেন্ট	১৪৩
*(ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পরিদর্শক এবং এস, আইগণের জন্য যাহাদের কেবল বহিরাঙ্গণ দায়িত্ব দেওয়া হয়)		
(ঘ) **টেলিকম এলাউন্স ঃ**		
	এ এস পি	২৮৮
	পরিদর্শক	২০৮
	এস আই	১৪৩

পদের নাম		মাসিক ভাতার হার (টাকা)
	এ এস আই	৮৯
	হেড কনস্টেবল	৮৯
	কনস্টেবল	৭৭
(ঙ) **মাউন্টেড পুলিশ এলাউন্স ঃ**		
	মেট্রোপলিটন পুলিশ ঃ	
	হেড কনস্টেবল	৩৩
	কনস্টেবল	৩৩
(চ) **পি, বি, এক্স এলাউন্স ঃ**		
	এ এস আই	৫৫
	কনস্টেবল	৩৩
(ছ) **মোটর সাইকেল ভাতা ঃ**		
	এস আই এবং সকল ইউনিটের সার্জেন্টগণ	১৬৬
(জ) **সশস্ত্র শাখা ভাতা ঃ**		
	সশস্ত্র শাখার কনস্টেবল	১১
(ঝ) **কিট ভাতা** (সকল পোশাকধারী শাখার জন্য) ঃ		
	অতিরিক্ত এ, এস, পি এবং তদূর্ধ্ব ঃ	
	বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরী	২৪৭০
	এ, এস, পি ঃ	
	প্রারম্ভিক মঞ্জুরী	৮২৪০
	বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরী	২৪৭০
	পরিদর্শক (আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের পরিদর্শক ব্যতীত) ঃ	
	প্রারম্ভিক মঞ্জুরী	৪১১৯*
	বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরী	১৬৪৯

ব্যাখ্যা ঃ *(১) একজন কর্মকর্তা সমগ্র চাকরি জীবনে শুধু একবারই প্রারম্ভিক মঞ্জুরী প্রাপ্য হইবেন। একজন কর্মকর্তা যিনি পূর্বে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি পুনরায় উহা প্রাপ্য হইবেন না, তবে যদি একজন কর্মকর্তা পদোন্নতির কারণে উচ্চতর প্রারম্ভিক মঞ্জুরী প্রাপ্য হন, তাঁহা হইলে তিনি উচ্চ ও নিম্ন হারের পার্থক্যটুকু পদোন্নতির পর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) একজন পুলিশ কর্মকর্তা (পরিদর্শক এবং তদূর্ধ্ব) যখন কোন সাধারণ পোশাকধারী শাখায় (ডি,এস,বি এবং এস,বি/সি,আই,ডি) নিযুক্ত হন তখন তিনি—

(ক) সচরাচর প্রাপ্য কিট ভাতা (Kit allowance) যাহা পোশাকধারী শাখায় তাহার সমপর্যায়ের সহকর্মী পাইয়া থাকেন তাহা প্রাপ্য হইবেন; এবং

(খ) পোশাকধারী শাখায় তাঁহার সমপর্যায়ের কর্মকর্তার প্রাপ্য নবায়ন পোশাক ভাতার অর্ধেক তিনি প্রাপ্য হইবেন। তবে যদি বৎসরের যে কোন সময় সাধারণ পোশাক শাখা হইতে পোশাকধারী শাখায় বদলি হন তাহা হইলে পোশাকধারী শাখায় প্রাপ্য নবায়ন ভাতা ও সাধারণ ভাতা ও সাধারণ পোশাকে উত্তোলিত ভাতার পার্থক্যটুকু প্রাপ্য হইবেন।

পদের নাম		মাসিক ভাতার হার (টাকা)
(ঞ) কিট ভাতা ঃ		
	এস, বি/ডি,এস,বি/সি,আই,ডি/ডি,টি,এস	
	এস আই	
	প্রারম্ভিক মঞ্জুরী	১৩৭২
	বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরী	৬৯২
	এ, এস, আই/হেড কনস্টেবল/ সকল ইউনিটের কনস্টেবল	
	প্রারম্ভিক মঞ্জুরী	৯৬৮
	বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরী	৫৪৯
(ট) ধোলাই ও চুল কাটা ভাতা ঃ		
	সকল ইউনিটের এস, আই/সার্জেন্ট হইতে কনস্টেবল পর্যন্ত	৪৫
(ঠ) ট্রাফিক এলাউন্স ঃ		
	ট্রাফিকের হেড কনস্টেবল	৩৩
	ট্রাফিক কনস্টেবল	২৩
(ড) ড্রাইভিং এলাউন্স ঃ		
	সকল ড্রাইভার কনস্টেবল	৪৫
(ঢ) ক্লিনার এলাউন্স ঃ		
	সকল ক্লিনার কনস্টেবল	২৩
(ণ) আর্মরার এলাউন্স ঃ		
	সকল আর্মরার কনস্টেবল	২৩
(ত) বিউগলার এলাউন্স ঃ		
	সকল বিউগলার কনস্টেবল	১১
(থ) নার্সিং এলাউন্স ঃ		
	সকল নার্সিং কনস্টেবল	২৩
(দ) দৈনিক/খোরাকী ভাতা ঃ		
	সিঙ্গেল রেশনপ্রাপ্ত সদস্যদের	
	(এপিবিএন ব্যতিত জনপ্রতি মাসিক)	৩৯০

(ধ) ঝুঁকিপুর্ণ কাজের সম্মানী বাবদ অর্থ প্রদানের ক্ষমতা ঃ (পুলিশ পরিদর্শক হইতে কন্সটেবল পর্যন্ত প্রদেয়)		
	মহা-পুলিশ পরিদর্শক/অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক	(সর্বোচ্চ) ৪৪০০
	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার/অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	(সর্বোচ্চ) ৪০০০
	উপ মহা–পুলিশ পরিদর্শক/অতিরিক্ত উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক	(সর্বোচ্চ) ৪০০০
	পুলিশ সুপার ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	(সর্বোচ্চ) ৩৬০০

১২। বাড়ি ভাড়া (কনস্টেবলদের জন্য)।—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর ১২নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হারে ও শর্তাধীনে কনস্টেবলগণ ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবেন।

(২) যে সকল বিবাহিত কনস্টেবলকে বিবাহিত বাসস্থান বরাদ্দ করা হয় নাই এবং ব্যারাকেও অবস্থান করেন না, তাঁহারা ১ জুলাই, ২০১০ তারিখে নিম্ন সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

মূল বেতন	বাড়ি ভাড়াভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য	নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/ পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৫০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২২৫০/-
টাকা ৫০০১ হইতে টাকা ১০৮০০/- পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৩৩০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-
টাকা ১০৮০১ হইতে তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৫০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০/-

(৩) যে সকল বিবাহিত কনস্টেবলকে সরকারি বাসস্থান বরাদ্দ দেওয়া হয় নই, কিন্তু ব্যারাকে অবস্থান করেন, তাঁহারা মূল বেতনের ৪০% হারে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকের ভিত্তিতে ৩০-০৬-২০১০ তারিখ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন;

(৪) অবিবাহিত কনস্টেবল তাঁহাদের মূল বেতনের ২০% হারে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকের ভিত্তিতে ৩০-০৬-২০১০ তারিখ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১৩। **কনস্টেবলগণ ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য বাড়ি ভাড়াভাতা**।—(১) কনস্টেবল ব্যতীত সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারী, চাকুরী (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০০৫ এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবেন। তবে, ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ৩০ জুন, ২০১০ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হইলেও জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ প্রবর্তন না হইলে যে হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইতেন একই হারে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন বিল হইতে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে হারে কর্তন করা হইত সেই হারে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত এবং ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া কর্তনপূর্বক সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে বিশেষ বেতন টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত) এবং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১নং হইতে ১২নং স্কেল {টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত) হইতে টাকা ৫৯০০-১৩১২৫} এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৭.৫%;

(খ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৩নং হইতে ১৭নং স্কেল (টাকা ৫৫০০-১২০৯৫ এবং টাকা ৪৫০০-৯০৯৫) এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মুল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৫%;

(গ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৮নং স্কেল টাকা ৪৪০০-৮৫৮০/- হইতে ২০নং স্কেল (টাকা ৪১০০-৭৭৪০) এর আওতাভুক্ত হন, এবং সেই সকল কর্মচারী সরকারি বাসায় বসবাস করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে সরকারকে কোন বাড়িভাড়া প্রদান (কর্তন) করিতে হইবে না; তবে তিনি কোন বাড়ীভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঘ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না; তবে তিনি বাড়ীভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(ঙ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি মোতাবেক যে শ্রেণীর বাড়ি পাইবার অধিকারী, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী কিংবা নিম্নতর শ্রেণীর কোন বাড়ি বরাদ্দ করা হইলে তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন ভাড়া এবং নিম্নতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ির বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবি হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য হারে পূর্ববৎ বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি আছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারিকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কাহাকেও কর্মস্থল অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলো কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত আবাসন যাহা সত্যিকারের বাসস্থান নহে (Improvised accommodation), (যেমন-গ্যাং, কুঁড়েঘর, গুদামঘর, মালগাড়ির বগি, কোন স্টিমার বা লঞ্চের বার্থ বাসস্থানের সংস্থান) এ একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন; তবে উক্ত একক সীট বা একক কক্ষ কিংবা (Improvised accommodation) এর জন্য যদি নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে নিম্ন-সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

মূল বেতন	বাড়ি ভাড়াভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য	নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/ পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৫০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২২৫০/-
টাকা ৫০০১ হইতে টাকা ১০৮০০/- পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৩৩০০/-	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ২৮০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ২৫০০/-
টাকা ১০৮০১/- হইতে টাকা ২১৬০০/- পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৫০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০/-
টাকা ২১৬০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১১৯০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৭০০/-	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮৫০০/-

(৭) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং- অম/অবি/প্রবি-৪/বাড়ি ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তারিখঃ ১-১১-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ঢাকায় বদলিজনিত কারণে দ্বিগুণ হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদানের পদ্ধতি ১ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখ হইতে বাতিল হইবে।

১৪। **চিকিৎসাভাতা**।—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী মাসিক ৭০০/- (সাতশত) টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা মাসিক ১০০০/- টাকা এবং অন্যান্য পেনশনারদের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হইবে।

১৫। **যাতায়াতভাতা**।—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০-১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০-৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইতে তিনি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে তাহার আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা পাইতে থাকিবেন।

(২) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১নং হইতে ২০নং স্কেল ভুক্ত (টাকা ৬৪০০-১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০-৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে মাসিক ১৫০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গাড়ীর ক্রয়মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সুবিধাদি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ প্রদান পূর্বক সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করিবেন।

১৬। **উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা**।—(১) সরকারি আদেশ নং অম/অবি(বাস্ত)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এবং Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা প্রদেয় হইবে।

(২) উৎসবভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক (আদেশ) নং-অম/অবি (বাস্ত-৪) এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। তবে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রদান করা না হইলে ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূলবেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।

(৩) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/অবি/বিধি-১/চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

১৭। **টিফিনভাতা।**—সকল নন-গেজেটেড বেসামরিক কর্মচারী মাসিক ১৫০/- টাকা টিফিন ভাতা প্রাপ্য হইবেন। কিন্তু যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিনভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। **কার্যভারভাতা।**—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী মূল বেতনের ১০% হারে সর্বোচ্চ ১৫০০/- টাকা কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১৯। **ভ্রমণ ভাতা।**—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে, বদলি জনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিঃ মিঃ পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২.০০ (দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

২০। **পাহাড়িভাতা।**—পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত পাহাড়ি ভাতা মাসিক বেতনের ৩০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০/- টাকা প্রদেয় হইবে।

২১। **ঝুঁকিভাতা।**—ঝুঁকি ভাতার বিদ্যমান হার বলবৎ থাকিবে।

২২। **বিশেষ ভাতা (পূর্বের র‍্যাপিড একশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) ভাতা)।**—র‍্যাব ভাতার বিদ্যমান হার বলবৎ থাকিবে। তবে শুধুমাত্র বর্ণিত ভাতার নাম পরিবর্তিত আকারে 'বিশেষ ভাতা' নামে অভিহিত হইবে।

২৩। **শিক্ষা সহায়ক ভাতা।**—সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সন্তান প্রতি মাসিক ২০০/- টাকা হারে এবং অনধিক ২(দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০/- টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদেয় হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবি হইলে সন্তান সংখ্যা যেকোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত একটি পৃথক নীতিমালা অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারী করিতে হইবে।

২৪। **বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।**—(১) স্ব-আহরণকারী (Self-Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা ফেরৎযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(২) বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ন ও ব্যয়ন (Drawing and Disbursing) কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বিলের সহিত বেতন নির্ধারণী বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি কেবল সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক বেতন নির্ধারণ প্রতিপাদনের পরই প্রদেয় হইবে।

(৪) আহরিত অতিরিক্ত বেতন ফেরৎ প্রদানের জন্য লিখিত অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পর কর্মচারীদেরকে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করা যাইবে। আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ এই সকল অঙ্গীকারপত্র তাঁহাদের দপ্তরে যথারীতি রেকর্ডভুক্ত করিবেন এবং বেতন বিলে এই অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

২৫। আয়কর।—এই আদেশের অধীন প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রত্যেক বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন ভাতাদিসহ তাঁহার আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রিটার্ন তৈরি করিবেন;

(খ) আয়কর রিটার্ন তৈরির পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধ করিবেন;

(গ) আয়কর পরিশোধের পর কেবল সরকার হইতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অর্থ বিলের মাধ্যমে (যেমন- টি এ বিল যেভাবে দাখিল করা হয়) সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিস হইতে উত্তোলন করিবেন;

(ঘ) আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সহিত সংযুক্ত করিবেন;

(ঙ) আয়কর সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির উদ্দেশ্যে উহার বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯

(বাংলাদেশ রাইফেল্‌স)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

নং এস, আর, ও ২৫৭-আইন/২০০৯/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল ৩/২০০৯/২৩৪।— Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (বাংলাদেশ রাইফেল্‌স) নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত জাতীয় বেতনস্কেলসমূহ ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এই নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই ২০০৯ হইতে প্রদান করা হইবে। তবে, অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখের নির্ধারিত হারে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে ;

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ ১ জুলাই ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে ;

(গ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তাহারা অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকার সময় ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত হারে মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন। অনুচ্ছেদ (গ) এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন সেই হারে উক্ত মহার্ঘভাতা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল পি আর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এ কর্মরত প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) যে সকল বেসামরিক ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষা প্রাক্কলন হইতে বেতন প্রদান করা হয় তাঁহারা ব্যতীত প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ;

(খ) পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ;

(গ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)-এ সংজ্ঞায়িত ‘worker’ ;

(ঘ) শিক্ষানবিস অথবা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ; এবং

(ঙ) চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) ‘বর্তমান বেতনস্কেল’ অর্থ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর অধীনে জাতীয় বেতনস্কেল ;

(খ) ‘জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯’ অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল ;

(গ) ‘মূলস্কেল’ ‘সিলেকশন গ্রেড স্কেল’ ‘সিনিয়রস্কেল’ এবং ‘উচ্চতরস্কেল (টাইম-স্কেল)’ অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)।

৩। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯**।—১ জুলাই ২০০৯ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা ঃ

স্কেল	বর্তমান বেতনস্কেল, (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫)	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (১লা জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)
১।	টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০	টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
২।	টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০	টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
৩।	টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০	টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
৪।	টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০
৫।	টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-ইবি-৩০০×১১-১০৩৬০	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০
৬।	টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-ইবি-৩০০×১১-১০৩৬০	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০
৭।	টাকা ৪৪০০-২৫০×৭-৬১৫০-ইবি-২৭০×১১-৯১২০	টাকা ৬৯০০-৪৩০×৭-৯৯১০-ইবি-৪৬৫×১১-১৫০২৫
৮।	টাকা ৪২০০-২৫০×৭-৫৯৫০-ইবি-২৭০×১১-৮৯২০	টাকা ৬৫০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫
৯।	টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-ইবি-২১০×১১-৬৯৪০	টাকা ৫২০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০
১০।	টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-ইবি-২৩০×১১-৭৫০০	টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২০৯৫
১১।	টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-ইবি-২১০×১১-৬৯৪০	টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫
১২।	টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০
১৩।	টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০
১৪।	টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০	টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫
১৫।	টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-ইবি-১৫০×১১-৫৪১০	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫
১৬।	টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-ইবি-১৫০×১১-৫৪১০	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫
১৭।	টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-ইবি-১৩০×১১-৪৮৭০	টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০×১১-৮৫৮০
১৮।	টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-ইবি-১২০×১১-৪৫৯০	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০
১৯।	টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-ইবি-১২০×১১-৪৫৯০	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০
২০।	টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-ইবি-১১০-১১-৪৩১০	টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০

৪। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রাপ্যতা।**—৩০ জুন ২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যাহারা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সময়মত উহা প্রদান করা যায় নাই, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুযায়ী এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা ভূতাপেক্ষভাবে প্রাপ্য হইবেন।

৫। **বর্তমান বেতনের সংজ্ঞা।**—এই আদেশে ‘বর্তমান বেতন’ বলিতে—

(ক) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতন; তৎসহ

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে)।

৬। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণ।**—(১) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেল পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ (Corresponding Scale) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীন এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বর্তমান বেতনস্কেল অর্থাৎ বিদ্যমান স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে ;

(খ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমতঃ উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর নির্ণীত অঙ্ক অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯) প্রারম্ভিক ধাপের সহিত যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল যদি অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি অনুরূপ স্কেলে উক্ত অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারী ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-ইবি-১৭০×১১-৫৯২০ টাকার বর্তমান বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৩০০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাব ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৪৭০০ টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মচারীর মূল বেতন বর্তমান ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-ইবি-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকার স্কেলে ৪১২০ টাকা। এই ক্ষেত্রে ১-৭-২০০৯ তারিখ ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাব ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০ টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ৬০৬০ টাকা।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৪১২০—৩১০০=১০২০ টাকা। অতএব, অনুরূপ স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ১০২০ টাকা অর্থাৎ (৪৯০০+১০২০)=৫৯২০ টাকায়। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপ অর্থাৎ ৬০৬০ টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ১-৭-২০০৯ তারিখে সর্বোচ্চসীমার ঊর্দ্ধে হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চসীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করা হইবে ;

(ঘ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে যাঁহারা উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি পাইবেন, তাঁহাদের বেতন পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে ;

(ঙ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে কর্মরত আছেন, প্রেষণ কর্মরত না থাকিলে তাঁহার মূল অফিস অথবা সংগঠনে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ;

(চ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে ছুটিতে ছিলেন, জাতীয় বেতনস্কেলে সে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না ;

(ছ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত ছিলেন, সে ব্যক্তি পুনর্বহাল না হইলে এবং বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারণ করা হইবে না। এইরূপ পুনর্বহালকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে প্রথমতঃ বর্তমান বেতনস্কেল নির্ধারণ করা হইবে এবং অতঃপর ঐ নিধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে ;

(জ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে যে কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে ছিলেন, শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতন, দফা (ঝ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেল নির্ধারণ করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় যদি তাঁহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে ঃ তবে, তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন ;

(ঝ) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে কর্মকর্তা/কর্মচারীর অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি শেষ হইবে এবং যিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(২) **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ মোতাবেক সর্বনিম্ন বেতনবৃদ্ধি।**—(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর আওতায় উক্ত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণের ফলে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই ২০০০ টাকার নিম্নে হইবে না। উক্ত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ যদি ২০০০ টাকার কম হয়, তবে যে পরিমাণ অংক কম হইবে তাহা বার্ষিক বর্ধিত বেতনের হার অনুযায়ী সমন্বয় করিয়া যদি কোন অংক অবশিষ্ট থাকে (সমন্বয়ের প্রয়োজন না হইলে অবশিষ্টাংশ সরাসরি ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয়) তবে তাহা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিগত বেতন তাঁহার পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

উদাহরণ ঃ

যদি দেখা যায় যে ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫ টাকা বেতন স্কেলভুক্ত একজন কর্মচারীর বর্তমান পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় তাহার মোট বেতনবৃদ্ধি পায় ১৬৫০ টাকা। তাহার বেতনবৃদ্ধি ২০০০ টাকায় পৌঁছাইতে একটি ইনক্রিমেন্ট যোগ করিলে (১৬৫০+২৪০) = ১৮৯০ টাকা হয়। সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা বেতনবৃদ্ধির জন্য অবশিষ্ট = (২০০০—১৮৯০) = ১১০ টাকা তাহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে।

(খ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যূনতম ২০০০ টাকা বেতনবৃদ্ধির জন্য একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন যোগ করার প্রয়োজন না হয় তবে, সর্বনিম্ন ২০০০ টাকার পৌঁছাইতে সে পরিমাণ অংক তাহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে। তবে পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত উক্ত টাকা সমন্বয় করিতে হইবে।

উদাহরণ ঃ

যদি ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫ টাকা বেতন স্কেলভুক্ত একজন কর্মচারীর বর্তমান পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় তাহার মোট বেতনবৃদ্ধি পায় ১৮৫০ টাকা। এই ক্ষেত্রে তাহার বেতনবৃদ্ধি ২০০০ টাকায় পৌঁছাইতে একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন যোগ করার প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় তাহার বেতন সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা বৃদ্ধির জন্য তাহার নির্ধারিত বেতনের সহিত ১৫০/- যোগ করিতে হইবে, যাহা তাহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে। উক্ত অংক পরবর্তী বৎসরে তাহার বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।

(৩) **সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ।**—জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-৭-২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলপ্রাপ্ত হইলে ঐ তারিখে প্রথমে ৩০-৬-২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বেতনস্কেলের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ হইবে।

উদাহরণ ঃ

৩০-৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনস্কেল ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকার করেসপন্ডিং স্কেল ১-৭-২০০৯ তারিখে ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে। অতপর, নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতেই প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) **অবসরভোগীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি।**—অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

(ক) পেনশন সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্দ্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে। বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে।

(গ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবার (স্বামী/স্ত্রী) পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(ঘ) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের বিধান বলবৎ থাকিবে এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি নগদায়নের বর্তমান বিধানও বলবৎ থাকিবে।

৭। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড স্কেলের প্রাপ্যতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর টাকা ৪১০০—৭৭৪০ (২০ নং গ্রেড) হইতে টাকা ৮০০০—১৬৫৪০ (৫ নং গ্রেড) বেতনস্কেলবিশিষ্ট পদের আওতাভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাহাদের একই অথবা সমপর্যায়ের পরস্পর বদলিযোগ্য পদে ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকরি পূর্তির পর এবং চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রদেয় হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতীত সমগ্র চাকরি জীবনে ৩ (তিন)-টির অধিক টাইম-স্কেল প্রাপ্য হইবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, সিলেকশন গ্রেড স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) যুগপৎভাবে প্রদান সংক্রান্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০-১১-১৯৯৭ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৩)/টাইম-স্কেল-৩/৯৬ (অংশ)/৭২ (২০০) নং স্মারকে বর্ণিত ব্যাখ্যা বলবৎ থাকিবে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের একই অথবা সমপর্যায়ের সমস্কেলে পরস্পর বদলীযোগ্য পদে ৮ ও ১২ বৎসর চাকরি পূর্তির পর এবং তাহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেলে, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। তবে, ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পূর্বের চাকরির মেয়াদ শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে এ বাবদ কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না। এক্ষেত্রে স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১(এক) বৎসর পর পরবর্তী স্কেলে টাইম-স্কেল প্রদানের বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতি ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে ২(দুই)-টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ বৎসর পর তাঁহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, তাঁহাদের পদের বেতনস্কেলের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং পদোন্নতি ব্যতিরেকে, একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে তাঁহারা ১টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ, যাঁহারা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর বেতনস্কেল টাকা ১১০০০—২০৩৭০ (৪ নং গ্রেড) এবং টাকা ১৫০০০—২৬২০০ (৩ নং গ্রেড) এর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা স্ব-স্ব বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১ বৎসর পর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯-এ টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০, উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং ১৫০০০—২৬২০০ বেতনস্কেলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি না পাইলে, যে তারিখে টাকা ১১০০০—২০৩৭০ স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিতেন, যাহাই পূর্বে ঘটে, সে তারিখের ১(এক) বৎসর পর উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০ প্রাপ্য হইবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর শর্তাংশে বর্ণিত স্কেলসমূহ ব্যতীত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অধীনে প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রদেয় হইবে।

(৫) ১ম শ্রেণীর ৪র্থ গ্রেডভুক্ত যে সকল পদে পদোন্নতির কোন বিধান নাই এবং ব্লক পদ হিসাবে ঘোষিত, সে সকল ৪র্থ গ্রেডের ব্লক পদে ৪ বছর চাকরি পূর্তিতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড এবং ১ম শ্রেণীর পদ ১০ ও ১৫ বছর চাকরি পূর্তির পর তাহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রদেয় হইবে ঃ

তবে, শুধূমাত্র বেতন নির্ধারণী সুবিধা ব্যতীত ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পূর্বের কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না ঃ

শর্ত থাকে যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পদটি ব্লক পদ হিসাবে ঘোষণা থাকিতে হইবে। আরও শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছার ১(এক) বছর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রদানের বর্তমান প্রচলিত বিধান রহিত হইল।

(৬) ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নির্বিশেষে এই আদেশের অধীন ৪র্থ গ্রেডভুক্ত সকল কর্মকর্তাকে ৪(চার) বৎসর চাকরি পূর্তি সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, ৩য় গ্রেডের স্কেলে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৭) বর্তমান বেতনস্কেল এর ২য় গ্রেডের (টাকা ১১০০০—১৭৬৫০) বেতনস্কেলভুক্ত পদের বিপরীতে ১ম শ্রেণীর পদে ১০ বছর চাকরি পূর্তিতে সিলেকশন গ্রেড প্রদানে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য যে বিধান রহিয়াছে, তাহা একই নীতিমালার ভিত্তিতে ২য় গ্রেডভুক্ত সকল নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ১০০% প্রাপ্য হইবেন।

(৮) সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪(চার) বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(৯) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সুবিধা পূর্বের শর্তাধীনে বলবৎ থাকিবে।

৮। **বেতন নির্ধারণের পর বেতনবৃদ্ধি (Increment)।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর যে স্তরে 'ইবি' বলিয়া উল্লিখিত দক্ষতাসীমা দেখানো হইয়াছে, সেই স্তর অতিক্রম করিবার জন্য যে সকল বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সকল বিধান অনুসারে উহা অতিক্রমের এবং বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরি অথবা আহরণের জন্য উক্তরূপ বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর বর্তমান বেতনস্কেলে বেতনবৃদ্ধির তারিখই জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রথম বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পর পদোন্নতি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতি বা নিয়োগের তারিখ হইতে ১ বৎসর চাকুরি পূর্তিতে পরবর্তী বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সমস্কেলে পদোন্নতিতে বেতন ও বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখের কোন পরিবর্তন হইবে না।

(২) যাহার ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পর হইবে, সে সকল ক্ষেত্রে প্রথম জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯-এ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক বেতন নির্ধারণ করিয়া সে তারিখে বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ জারীর পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখের কারণে সমপদে একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বেতন বৈষম্য হইলে জ্যেষ্ঠের বেতনবৃদ্ধির তারিখ কনিষ্ঠের বেতনবৃদ্ধির তারিখে আনয়ন করিয়া সমতা করিতে হইবে।

৯। **প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।**—(১) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অথবা উহার পর নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১০০০—২০৩৭০ (৪র্থ গ্রেড) বা তদূর্দ্ধ স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) একজন এম,বি,বি,এস ডিগ্রীধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রীধারীকে ১(এক)টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে ;

(খ) যে সকল কর্মকর্তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা আইনের ডিগ্রী অথবা স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রীসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং-এ ডিগ্রী রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিকে ২(দুই)টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি ঐরূপ ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে ;

(গ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি ঐ লাইসেন্স তাঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নিয়োগলাভের সময় ১(এক)টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন ;

(ঘ) উক্ত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি কেবলমাত্র চাকরিতে ১ম নিয়োগলাভের সময় প্রাপ্য হইবেন এবং ইহা পরবর্তীতে অন্য কোন ক্ষেত্রে পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ;

(ঙ) Finance Ministry's O.M.No. MF (ID)-3/77/522, dated 13th May, 1978, MF(ID) II/P/81/457, dated 16th April, 1981 এবং MF (ID)-II/P-1/81/800, dated 29th June, 1981 তে আরোপিত শর্তসমূহ যাহা বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুরির সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা বলবৎ থাকিবে।

(২) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপ এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধুমাত্র প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

১০। **পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।**—(১) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী উচ্চতর পদ ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

সারণি

ক্রমিক নং	বেতনস্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১।	টাকা ২২২৫০—৩১২৫০	১০ বৎসর
২।	টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০	৫ বৎসর
৩।	টাকা ১৫০০০—২৬২০০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ-(১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদকাল বলিতে ১ম শ্রেণীর চাকরির মেয়াদকাল বুঝাইবে।

১১। **ভাতাদির প্রাপ্যতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে বর্ধিত হারে বা ক্ষেত্রে ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(৩) ১ জানুয়ারি ২০০৫ হইতে ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশবলে মহার্ঘভাতা ব্যতীত যে সকল ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই সকল ভাতা জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের পরেও ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।

(৪) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে যে হারে বেতনপ্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৫) অনুচ্ছেদ ৬(১)(গ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে রহিত হইল।

১২। **চিকিৎসা ভাতা** ।—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি বলবৎসহ যাহা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী মাসিক ৭০০ (সাতশত) টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর ঊর্ধ পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা মাসিক ১০০০ টাকা এবং অন্যান্য পেনশনারদের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৭০০ টাকা হইবে।

১৩। **বাড়ি ভাড়া ভাতা** ।—(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং আদার র‌্যাঙ্কস (JCOs and ORs) ব্যতীত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া ভাতা পাইবেন। তবে, ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ৩০ জুন ২০১০ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক বর্ধিত বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তন না হইলে যে হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইতেন তাহা একই হারে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচেছদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) যে সকল ব্যক্তি সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন বিল হইতে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে হারে কর্তন করা হইত সেই হারে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে নিম্নলিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া কর্তনপূর্বক সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১নং (টাকা ২২২৫০—৩১২৫০) হইতে ৫নং স্কেল (টাকা ৮০০০—১৬৫৪০) এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৭.৫% ;

(খ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১০নং হইতে ১৬নং স্কেল (টাকা ৫৫০০—১২০৯৫ হইতে ৪৫০০—৯০৯৫) এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৫% ;

(গ) যদি তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৭নং টাকা ৪৪০০—৮৫৮০ হইতে ২০নং স্কেল (টাকা ৪১০০—৭৭৪০) এর আওতাভুক্ত হন এবং সে সকল কর্মচারী সরকারি বাসায় বসবাস করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে সরকারকে কোন বাড়ি ভাড়া প্রদান (কর্তন) করিতে হইবে না, তবে তিনি কোন বাড়ি ভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না ;

(ঘ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়ি ভাড়া প্রদান করিতে হইবে না, তবে তিনি বাড়ী ভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না ;

(ঙ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি বিধি মোতাবেক যে শ্রেণীর বাড়ি পাইবার অধিকারী, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী কিংবা নিম্নতর শ্রেণীর কোন বাড়ি বরাদ্দ করা হইলে তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন ভাড়া এবং নিম্নতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ির বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ ভাড়া প্রদান করিতে হইবে। প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাড়ি বরাদ্দ না পাইলে নিম্ন শ্রেণীর বাড়ি বরাদ্দের জন্য নিম্ন শ্রেণীর বাড়ীর সিলিং-এর উপর স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট কর্তন করিয়া বাকী বেতনের উপর বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদেয় হইবে;

(চ) উপ-সহকারী পরিচালক এবং তদূর্দ্ধ পদের কর্মকর্তাগণের মধ্যে যাঁহাদেরকে সরকার কর্তৃক আবাসিক বাসস্থান বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাঁহাদেরকে ঐ বাসস্থান বরাদ্দের জন্য সরকারকে কোন ভাড়া প্রদান করিতে হইবে না। তবে তিনি বাড়ী ভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ করা হয়, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য হারে পূর্ববৎ বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে উপ-অনুচ্ছেদ (৯) এ উল্লেখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি আছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারিকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

(৬) যে সকল বিবাহিত জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং আদার র‌্যাঙ্কস-কে বিনা ভাড়ায় বাসস্থান বরাদ্দ করা হয় নাই এবং যাহারা ব্যারাকেও অবস্থান করেন না, তাহারা এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (৯) মোতাবেক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৭) যে সকল বিবাহিত জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং আদার র‌্যাঙ্কসকে বিনা ভাড়ায় বাসস্থান বরাদ্দ করা হয় নাই কিন্তু তাঁহারা ব্যারাকে অবস্থান করেন, তাঁহারা মূল বেতনের ৫০% হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৮) অবিবাহিত জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং আদার র‌্যাঙ্কস তাঁহাদের মূল বেতনে ৩০% হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং আদার র‌্যাঙ্কস (JCOs and ORs) ব্যতীত সকল ব্যক্তি ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে নিম্ন-সারণিতে উল্লেখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

সারণি

মূল বেতন	বাড়ি ভাড়া ভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য	নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/ পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৫০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হার ন্যূনতম টাকা ২৮০০	মূল বেতনের ৫৫% হার ন্যূনতম টাকা ২৫০০	মূল বেতনের ৫০% হার ন্যূনতম টাকা ২২৫০
টাকা ৫০০১ হইতে টাকা ১০৮০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হার ন্যূনতম টাকা ৩৩০০	মূল বেতনের ৫০% হার ন্যূনতম টাকা ২৮০০	মূল বেতনের ৪৫% হার ন্যূনতম টাকা ২৫০০
টাকা ১০৮০১ হইতে টাকা ২১৬০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হার ন্যূনতম টাকা ৬৫০০	মূল বেতনের ৪৫% হার ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪০% হার ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ২১৬০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হার ন্যূনতম টাকা ১১৯০০	মূল বেতনের ৪০% হার ন্যূনতম টাকা ৯৭০০	মূল বেতনের ৩৫% হার ন্যূনতম টাকা ৮৫০০

১৪। **কতিপয় শ্রেণীর অফিসার, জেসিও এবং আদার র‌্যাঙ্কস-এর জন্য ভাতাসমূহ।**—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর অনুচ্ছেদ ১৪ (২৮ মে ২০০৫ তারিখের এস আর ও নং ১২৩-আইন/২০০৫-এর সংশোধনীসহ) তে যে সকল ভাতা বহাল রাখা হইয়াছে সেই সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কেই এবং একই শর্তাধীনে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে। ১ জুলাই ২০১০ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভাতাদির বর্ধিত হার কার্যকর হইবে।

(২) ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে উপ-সহকারী পরিচালক এবং তদূর্ধ্ব মর্যাদার কর্মকর্তাগণ নিম্নলিখিত ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

বিবরণ	টাকা
আউটফিট ভাতা (চাকরিতে ১ম নিয়ুক্তিতে)	৯৬১৩.০০
কিট ভাতা	৩৫৩.০০ প্রতি মাসে
বিশেষ ভাতা	২১১.০০
ব্যাটম্যান ভাতা	৪১৯.০০

(৩) ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে জেসিও এবং ওআর (আদার র‌্যাঙ্কস)-গণ নিম্নলিখিত মাসিক ভাতাসমূহ প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

বিবরণ		টাকা
ক. নিযুক্তি ভাতা ঃ		
১	কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার, হেডকোয়ার্টার বিডিআর, সেক্টর ব্যাটেলিয়ান এবং আরটিসি এন্ডএস	৫৫.০০
	কোম্পানি সিগন্যাল এবং হাসপাতাল	৪৫.০০
২	হাবিলদার মেজর, হেডকোয়ার্টার বিডিআর, সেক্টর, ব্যাটেলিয়ান এবং আরটিসি এন্ডএস	৭৮.০০
	কোম্পানি সিগন্যাল এবং হাসপাতাল	৪৬.০০
৩	পে-হাবিলদার/নায়েক	৩৩.০০
খ. বিশেষ ভাতা ঃ		
১	ভেহিকেল মেকানিক এবং ইলেকট্রেশিয়ান ঃ (সকল ইউনিট)	
	সিপাই এবং ল্যান্স নায়েক	৫৫.০০
	নায়েক এবং হাবিলদার	৮৯.০০
	হেডকোয়ার্টার ঃ	
	নায়েব সুবেদার	৯৯.০০
	সুবেদার	১১১.০০
২ আরমরার স্টাফ ঃ		
	সিপাই/ল্যান্স নায়েক	৫৫.০০
	নায়েক	৮৯.০০
	হাবিলদার	৯৯.০০
	নায়েব সুবেদার/সুবেদার	১১১.০০
	ইন্সপেক্টর অব স্মল আর্মস (সুবেদার)	২১১.০০
৩	**রেডিও মেকানিক এবং ফিটার ঃ** গ্রেড-১ গ্রেড-২ গ্রেড-৩	২১১.০০ ১৮৬.০০ ১১১.০০
৪	**অপারেটর ঃ** গ্রেড-১ গ্রেড-২ গ্রেড-৩	 ১৩৩.০০ ১১১.০০ ৯৯.০০
৫	ড্রাফটসম্যান/সার্ভেয়ার	৫৫.০০
৬	ব্যান্ড ইনচার্জ (হাবিলদার এবং জেসিও পদমর্যাদার নিচে নয়) ঃ	১৩৩.০০

বিবরণ		টাকা
৭ **তালিকাভুক্ত সহকারী**		
	সিপাই/ল্যান্স নায়েক *(যাঁহারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস শুধু তাঁহাদের জন্য প্রযোজ্য)	*৭৮.০০
	নায়েক এ্যাসিসট্যান্ট	৮৯.০০
	হাবিলদার এ্যাসিসট্যান্ট	১৩৩.০০
	নায়েব সুবেদার এ্যাসিসট্যান্ট	১৩৩.০০
	সুবেদার এ্যাসিসট্যান্ট	১৩৩.০০
	সুবেদার-মেজর এ্যাসিসট্যান্ট	১৩৩.০০
৮	**সাঁটলিপিকার ঃ**	*১৩৩.০০
*(সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সাঁটলিপিকারদের জন্য প্রযোজ্য নয়, এনরোলড এ্যাসিস্ট্যান্ট যাহারা সাঁটলিপিকার হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্ত হইয়াছেন তাঁরা এনরোলড এ্যাসিস্ট্যান্ট এলাউন্স প্রাপ্য হইবেন না)।		
৯	**ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ঃ** গ্রেড-১ গ্রেড-২ গ্রেড-৩	 ২১১.০০ ১৮৬.০০ ১৪৩.০০
১০	**অপারেশন থিয়েটার এ্যাসিসট্যান্ট ঃ** গ্রেড-১ গ্রেড-২ গ্রেড-৩	 ২১১.০০ ১৮৬.০০ ১১১.০০
১১	**রেডিওগ্রাফার ঃ** গ্রেড-১ গ্রেড-২ গ্রেড-৩	 ১১১.০০ ৮৯.০০ ১১১.০০
১২	**ইন্সট্রাকশনাল এলাউন্স ঃ**	
	নায়েক/হাবিলদার/নায়েব সুবেদার/সুবেদার/সুবেদার মেজর	*৮৯.০০
*(এই ভাতা শুধু ইন্সট্রাকটর এর সুনির্দিষ্ট খালি পদের বিপরীতে নিয়োজিত ইন্সট্রাকটরগণই পাইবেন। যাঁহারা ইন্সট্রাকটর হিসাবে নিযুক্ত/ তালিকাভুক্ত হইয়াছেন তাহারা এই ভাতা পাইবেন না)।		
গ. **এ্যাকটিং এলাউন্স ঃ**		
	জেসিও	১৪৩.০০
	হাবিলদার	৪৫.০০
(বিডিআর-এর স্টাফ অফিসারদের শূন্য পদের জন্য এ্যাকটিং এলাউন্স প্রদেয় নহে)।		

বিবরণ		টাকা
ঘ. **ব্যাটম্যান ভাতা ঃ**		
	জেসিও	৪১৯.০০
ঙ. **চুলকাটা এবং ধোলাই ভাতা**		
	(জেসিও, এনসিও এবং সিপাইদের জন্য)	৮৯.০০
চ. **ছুটিকালীন রেশন মানি**		১২.০০
(প্রতিদিন যখন অর্জিত ছুটিতে থাকিবেন)		
ছ. **যাতায়াত ভাতা ঃ**		১১১.০০
জেসিও এবং অন্যান্য পদবীধারী যখন কর্মস্থল হইতে দুই মাইলের অধিক দূরত্বে বাস করিবেন এবং যখন কোন ভাড়ামুক্ত যানবাহন দেওয়া হইবে না।		
জ	রাইফেল পুলিশ ভাতা	৩৩.০০
ঝ	পারিবারিক রেশন ভাতা, জ্বালানী কাঠ ভাতা, কমপেনসেশন ফর ডিয়ারনেস অব প্রভিশন	প্রচলিত বিধি মোতাবেক
ঞ	**জ্বালানী কাঠ ভাতা** (সীমান্ত ফাঁড়িতে কর্মরত বিডিআর সদস্যের জন্য)	৫২.০০

১৫। **বেসামরিক কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা।**—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০—১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬ টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে তিনি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে তাহার আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা পাইতে থাকিবেন।

(২) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১ নং হইতে ২০ নং স্কেলভুক্ত (টাকা ৬৪০০—১৪২৫৫ হইতে টাকা ৪১০০—৭৭৪০ পর্যন্ত) কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬ টি সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌরসভা এলাকায় কর্মস্থল হইলে মাসিক ১৫০/-টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গাড়ীর ক্রয়মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সুবিধাদি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ প্রদানপূর্বক সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধাভোগ করিবেন।

১৬। **উৎসব ভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা।**—(১) সরকারি আদেশ নং-অম/অবি (বাস্তঃ)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসব ভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদেয় হইবে। তবে এই সকল ভাতা ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য মাসিক মূল বেতনের ভিত্তিতে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে উহার পরবর্তী সময়ের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা এবং শ্রান্তি ও চিত্ত-বিনোদন ভাতা প্রদেয় হইবে।

(২) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রদান করা না হইলে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখের পরে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রাপ্ত হইলে সেক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রাপ্ত হইবেন তাহার পূর্ববর্তী মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।

(৩) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অম/অবি/বিধি-১/চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯ তারিখ ১০-৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৬-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসব ভাতা বলবৎ থাকিবে।

১৭। **টিফিন ভাতা।**—সকল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য প্রদত্ত টিফিন ভাতা ১৫০ টাকা প্রাপ্য হইবেন, তবে যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চ ভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিন ভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। **৪র্থ শ্রেণীর ধোলাই ভাতা।**—যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধোলাই ভাতা প্রযোজ্য, তাঁহাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭৫/-টাকা ধোলাই ভাতা প্রদেয় হইবে।

১৯। **স্টাফ নার্সদের পোষাক ও ধৌত ভাতা।**—বর্তমানে প্রচলিত শর্তাধীনে বলবৎ থাকিবে।

২০। **কার্যভার ভাতা।**—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী মূল বেতনের ১০% হারে সর্বোচ্চ ১৫০০/-টাকা কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২১। **বদলিজনিত মালামাল পরিবহন ব্যয়।**—ভ্রমণ ভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তবে বদলিজনিত মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিঃ মিঃ পরিবহনের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

২২। **পাহাড়ি ভাতা।**—পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত পাহাড়ি ভাতা মাসিক বেতনের ৩০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০/-টাকা প্রদেয় হইবে।

২৩। **সীমান্তভাতা।**—৩০ মাঘ ১৪১২/১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে জারিকৃত এসআরও নং-৩৩-আইন/২০০৪ অনুযায়ী প্রদেয় সীমান্ত ভাতা ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত বর্তমান হারে বলবৎ থাকিবে এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে প্রচলিত হারের ৩০% বৃদ্ধি করা হইল।

২৪। **মসলা ভাতা।**—মসলা ভাতার বর্তমান হার ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে প্রচলিত হারের ৩০% বৃদ্ধিপূর্বক প্রদেয় হইবে।

২৫। **প্রেষণ ভাতা।**—অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/প্রবিধি-৬/প্রঃমঃ/ভাতা-৬/২০০৭ (অংশ)/ ৩১, তারিখ-০৭-০৪-২০০৮ মোতাবেক প্রদেয় প্রেষণ ভাতার পূর্বের হার (মাসিক বেতনের ২০%) অব্যাহত থাকিবে।

২৬। **শিক্ষা সহায়ক ভাতা।**—সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সন্তানপ্রতি মাসে ২০০ টাকা হারে এবং অনধিক ২(দুই) সন্তানের জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা কার্যকর হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবী হইলে সন্তানসংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত একটি পৃথক নীতিমালা অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারী করিতে হইবে।

২৭। **বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।**—(১) স্ব-আহরণকারী (Self Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা ফেরৎযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(২) বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ন ও ব্যয়ন (Drawing and Disbursing) কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বিলের সহিত বেতন নির্ধারণী বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন।

(৩) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি কেবল সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক বেতন নির্ধারণ প্রতিপাদনের পরই প্রদেয় হইবে।

(৪) আহরিত অতিরিক্ত বেতন ফেরৎ প্রদানের জন্য লিখিত অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পর কর্মচারীদেরকে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করা যাইবে। আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ এই সকল অঙ্গীকারপত্র তাঁহাদের দপ্তরে যথারীতি রেকর্ডভুক্ত করিবেন এবং বেতন বিলে এই অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

২৮। **আয়কর।**—এই আদেশের অধীনে প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন ভাতাদিসহ তাঁহার আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রিটার্ন তৈরী করিবেন ;

(খ) আয়কর রিটার্ন তৈরির পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধ করিবেন ;

(গ) আয়কর পরিশোধের পর কেবল সরকার হইতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অর্থ বিলের মাধ্যমে (যেমন—টি এ বিল যেইভাবে দাখিল করা হয়) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে উত্তোলন করিবেন ;

(ঘ) আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে ;

(ঙ) আয়কর সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

২৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) চাকুরী (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির উদ্দেশ্যে উহার বিধানাবলীর সহিত সংগতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

নং এস, আর, ও ২৬০-আইন/২০০৯/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/বাঃ জুঃ সাঃ বেতনস্কেল-৬/২০০৯/২৩৭।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৪(৭) বিধিমূলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন-ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত বেতনস্কেলসমূহ, ২০০৯, ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এই নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই ২০০৯ হইতে প্রদান করা হইবে। তবে, অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে ;

(খ) বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই ২০০৯ হইতে মহার্ঘ-ভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে ;

(গ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে যে সকল কর্মকর্তা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তাহারা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকার সময় ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন। তিনি দফা (গ) এর বর্ণনা মোতাবেক ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন; সেই হারে উক্ত মহার্ঘভাতা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল পি আর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) শিক্ষানবিস অথবা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং

(খ) চুক্তি অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা** ঃ—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) 'বর্তমান বেতনস্কেল' অর্থ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর অধীন জাতীয় বেতনস্কেল;

(খ) 'বেতনস্কেল, ২০০৯' অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯;

(গ) 'মূল স্কেল', 'সিলেকশন গ্রেড স্কেল', 'সিনিয়র স্কেল' বা 'উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)' অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল)।

৩। **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯।—১** জুলাই ২০০৯ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা ঃ—

ক্রঃ নং	বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫)	বেতনস্কেল, ২০০৯ (০১ জুলাই ২০০৯ হইতে কার্যকর)
১।	টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০	টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
২।	টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০	টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
৩।	টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০	টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
৪।	টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০	টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
৫।	টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০	টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
৬।	টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫× ১১-১৩০৯০	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০

৪। **বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রাপ্যতা।**—৩০ জুন ২০০৯ তারিখে কোন জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যাহারা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সময়মত উহা প্রদান করা যায় নাই, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুযায়ী এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা ভূতাপেক্ষভাবে প্রাপ্য হইবেন।

৫। **বর্তমান বেতনের সংজ্ঞা।**—এই আদেশে বর্তমান বেতন বলিতে—

(ক) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতন; তৎসহ

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে)।

৬। **বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণ।**—(১) যে জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তা বর্তমান বেতনস্কেলে পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ (Corresponding Scale) বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বর্তমান বেতনস্কেল অর্থাৎ বিদ্যমান স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন কর্মকর্তার বেতন বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন কর্মকর্তার মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমতঃ উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর উক্ত নির্ণীত অঙ্ক অনুরূপ বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রারম্ভিক ধাপের সহিত যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল যদি অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি অনুরূপ স্কেলে উক্ত অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০, টাকার বর্তমান বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে অর্থাৎ ৬৮০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ টাকার স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ১১০০০ টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২ ঃ

৩০-০৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তার বেতনস্কেল ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকা এবং এই স্কেলে মূলবেতন ৭৪৫০ টাকা। এই ক্ষেত্রে ১-৭-২০০৯ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ১১৯৮০/- টাকা।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৭৪৫০—৬৮০০=৬৫০ টাকা। অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ ১১০০০+৬৫০ টাকা অর্থাৎ (১১০০+৬৫০)=১১৬৫০/- টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ (১১০০০+৪৯০+৪৯০)=১১৯৮০/- টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যদি কোন কর্মকর্তার বর্তমান বেতন, বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রারম্ভ তারিখে **সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে** হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চ সীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং সংশ্লিষ্ট বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করা হইবে ;

(ঘ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে যাঁহারা **উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি** পাইবেন, তাঁহাদের বেতন পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে;

(ঙ) যে কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন, প্রেষণে কর্মরত না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা সংগঠনে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ;

(চ) যে কর্মকর্তা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে **ছুটিতে ছিলেন,** জাতীয় বেতনস্কেলে সেই কর্মকর্তার বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির জন্য প্রাপ্য হইবেন না ;

(ছ) যে কর্মকর্তা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে **সাময়িকভাবে বরখাস্ত** ছিলেন, সেই কর্মকর্তা পুনর্বহাল না হইলে এবং **বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে** তাঁহার বেতন বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারণ করা হইবে না। এইরূপ পুনর্বহালকৃত কর্মকর্তার বেতন ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে প্রথমতঃ **বর্তমান বেতনস্কেলে নির্ধারণ করা হইবে** এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে ;

(জ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে যে কর্মকর্তা **অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে** ছিলেন, **শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য** তাঁহার বেতন দফা (ঝ) এর বিধান সাপেক্ষে, বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় যদি তাঁহার বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে, তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন ;

(ঝ) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে কর্মকর্তার **অবসর প্রস্তুতি ছুটি শেষ হইবে** এবং যিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে কার্যকর বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(২) **সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ।**—নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারিত হইবে, যথাঃ—

(ক) বেতনস্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-৭-২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল প্রাপ্ত হইলে ঐ তারিখে প্রথমে ৩০-৬-২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বেতন স্কেলের ভিত্তিতে বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিবার পর নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ হইবে।

উদাহরণ ঃ

৩০-৬-২০০৯ তারিখে একজন কর্মকর্তার বেতনস্কেল ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকার করেসপন্ডিং স্কেল ১-৭-২০০৯ তারিখে ১১০০০-৪৯০× ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০/- টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে। অতপর, নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতেই প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বেতন নির্ধারণকালে অর্থ বিভাগ হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749, ৯-৭-২০০৮ তারিখের অম/ অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধি-১৬/০৭/১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)বিবিধি-১৬/০৭/১৫১ এবং ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)বিবিধি-২৩ (সমতা)/০৮/১৫২ সংখ্যক স্মারকসমূহের কার্যকারিতা ১-৭-২০০৯ তারিখ হইতে **রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে**। তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল স্মারকমূলে ইতোপূর্বে যাহারা যে **আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ০১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না।**

(গ) ৩১-১২-২০০৪ তারিখে আহরিত বেতনের করেসপন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে নির্ধারিত বেতনধারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৩১-১২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্ত বেতনের ভিত্তিতে প্রথমে ০১-০১-২০০৫ তারিখে করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে নির্ধারিত বেতনের উপর সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হইলে তাঁহারা যেইরূপ সুবিধাপ্রাপ্ত হইতেন, তাহার ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে ৩০-৬-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত বেতন বিবেচনাকরতঃ ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে; যেমন—

(১) ৩১-১২-২০০৪ তারিখে বিসিএস ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত (জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯৭) ৭২০০—১০৮৪০ টাকা স্কেলে একজন কর্মকর্তার মূলবেতন ছিল ১০০৬০ টাকা। ঐ কর্মকর্তার ৩১-১২-২০০৪ তারিখে বেতনস্কেল ও মূলবেতনের পার্থক্য ছিল ১০০৬০—৭২০০=২৮৬০ টাকা। অর্থ বিভাগের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১ তারিখ ১৪-৯-২০০৮ এবং অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩ তারিখ ৯-৭-২০০৮ স্মারকমূলে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী ৩১-১২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্য বেতনস্কেলের করেসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ না করিয়া ০১-০১-২০০৫ তারিখে প্রাপ্ত সিলেকশ গ্রেডে সরাসরি বেতন নির্ধারণ করিবার ফলে তাহার বেতন নির্ধারিত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। কিন্তু উক্ত স্তরে কোন ধাপ না থাকিবার কারণে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে ১৭০৫০ টাকায় বেতন নির্ধারণ করা হয়।

(২) উল্লম্ব সাম্যতা ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত **বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি সংশোধনক্রমে সর্বপ্রথম ঐ কর্মকর্তার বেতন তাহার ৩১-১২-২০০৪ তারিখে আহরিত মূলবেতনের ভিত্তিতে করেসপন্ডিং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী ০১-০১-২০০৫ তারিখে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার মূলবেতন দাঁড়াইবে (১০০৬০—৭২০০)=২৮৬০+১১০০০=১৩৮৬০ টাকা। উক্ত স্তরে ধাপ না থাকার কারণে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে ১৪৩২৫ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। অতঃপর ০১-০১-২০০৫ তারিখে প্রাপ্য সিলেকশন গ্রেড (৫ম গ্রেড ১৩৭৫০—১৯২৫০) প্রদান করা হইলে তাহার বেতন দাঁড়াইবে ১৪৮৫০ টাকায়। এইভাবে ৩০-৬-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত বেতন সংশোধন করিয়া নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। সংশোধিত বেতন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ০১-১২-২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উত্তোলিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।**

(ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিধির-১৬/০৭/১৫১ নং আদেশের প্রেক্ষিতে ১৫-৯-২০০৮ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ ২৩(সমতা)/০৮/১৫২ নং স্মারক দ্বারা যাহারা ইতোপূর্বে **কনিষ্ঠ কর্মকর্তার সহিত বেতন সমতাকরণ করিয়াছেন,** তাহারা বেতন সমতা না করিলে যেইরূপ সুবিধা প্রাপ্য হইতেন; তাহা বিবেচনাকরতঃ উপ-অনুচ্ছেদ (২) (ক) অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে, বেতন সমতাকরণের ফলে তাঁহারা যে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ১-১২-২০০৯ তারিখ হইতে আর প্রাপ্য হইবেন না। তবে উপ-অনুচ্ছেদ (২) (গ) (১) এর কারণে কোন কর্মকর্তা **বেতন সমতাকরণ করিয়া থাকিলে উক্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও** উপ-অনুচ্ছেদ (২) (গ) (২) এর পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে সংশোধিত বেতন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ০১-১২-২০০৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত উত্তোলিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।

(৩) **অবসরভোগীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি।**—অবসরভোগী কর্মকর্তাগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

(ক) পেনশন সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে।

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব কর্মকর্তার নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে। বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে।

(গ) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত কর্মকর্তার পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(ঘ) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের সুবিধা এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি নগদায়নের বিদ্যমান সুবিধাও ভোগ করিবেন।

(ঙ) জুডিসিয়াল সার্ভিস এর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং কর্মরত সদস্যগণ কর্তৃক বর্তমানে আহরিত সাধারণ (Common) ভাতাসমূহ এবং ভবিষ্যতে প্রযোজ্য ভাতাসমূহ অন্যান্য বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় একই হারে/পরিমাণে পরিবর্তিত হইবে।

৭। **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড স্কেলের প্রাপ্যতা।**—(১) প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল কর্মকর্তাগণ নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছাইবার ১ বৎসর পর তাঁহাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, তাঁহাদের পদের বেতনস্কেলের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং পদোন্নতি ব্যতিরেকে, একই পদে সমগ্র চাকরি জীবনে তাঁহারা ১টির অধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রাপ্য হইবেন না। এইরূপ উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর ২ নং ক্রমিকের স্কেলের ঊর্ধ্বে কোন কর্মকর্তা প্রাপ্য হইবেন না—

তবে প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল কর্মকর্তাগণ, যাঁহারা বেতনস্কেল, ২০০৯ এর বেতনস্কেল টাকা ১১০০০—২০৩৭০/- (৬নং ক্রমিকের স্কেল), টাকা ১৫০০০—২৬,২০০/- (৫নং ক্রমিকের স্কেল) টাকা ১৮,৫০০—২৯,৭০০/- (৪নং ক্রমিকের স্কেল) এবং টাকা ২২২৫০—৩১২৫০/- (৩নং ক্রমিকের স্কেল) এর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা স্ব স্ব বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছাইবার ১ বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(২) বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর ৬ নং স্কেলভুক্ত সকল জুডিসিয়াল কর্মকর্তা ৪ বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ৫ম ক্রমিক স্কেলে ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হইবেন।

(৩) বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর ৪নং ক্রমিকের স্কেলভুক্ত সকল জুডিসিয়াল কর্মকর্তা ১০ বছর চাকরি পূর্তিতে ৩নং ক্রমিকের স্কেলে বা টাকা ২২,২৫০—৩১,২৫০/- স্কেলে ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হইবেন।

৮। **বেতন নির্ধারণের পর বেতনবৃদ্ধি (Increment)।**—(১) অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর বর্তমান বেতনস্কেলে বেতন বৃদ্ধির তারিখেই বেতনস্কেল, ২০০৯ এর প্রথম বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হইবে। যে সকল কর্মকর্তা ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের পর পদোন্নতি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল কর্মকর্তা পদোন্নতি বা নিয়োগের তারিখ হইতে ১ বৎসর চাকুরি পূর্তিতে পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সমস্কেলে পদোন্নতিতে বেতন ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের কোন পরিবর্তন হইবে না।

(২) যাহার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ ১ জুলাই ২০০৯, সেই ক্ষেত্রে বেতনস্কেল, ২০০৯ এ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক প্রথমে বেতন নির্ধারণ করিয়া সেই তারিখে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(৩) বেতনস্কেল, ২০০৯ জারীর পর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের কারণে সমপদে একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বেতন বৈষম্য হইলে জ্যেষ্ঠের বেতন বৃদ্ধির তারিখে কনিষ্ঠের বেতন বৃদ্ধির তারিখ আনয়ন করিয়া সমতা করিতে হইবে।

৯। **প্রথমে নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।**—(১) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য বেতনস্কেল, ২০০৯ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১১০০০—২০৩৭০/- (৬নং ক্রমিকে) বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) সহকারী জজ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ১টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে, যদি সহকারী জজ পদে নিয়োগলাভের পূর্বে তিনি আইনজীবী হিসাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হইতে সনদপ্রাপ্ত হইয়া কোন বার এ তালিকাভুক্ত হইয়া থাকেন।

(খ) উক্ত অগ্রিম বেতন বৃদ্ধি কেবলমাত্র চাকরিতে ১ম নিয়োগলাভের সময় প্রাপ্য হইবে এবং ইহা পরবর্তী অন্য কোন ক্ষেত্রে পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার বেতন প্রথমে বেতনস্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপ এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধুমাত্র প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

১০। **পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।**—(১) কোন কর্মকর্তা কোন উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	বেতনস্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১।	টাকা ২৯০০০—৩৫৬০০	১৪ বৎসর
২।	টাকা ২৫৭৫০—৩৩৭৫০	১২ বৎসর
৩।	টাকা ২২২৫০—৩১২৫০	১০ বৎসর
৪।	টাকা ১৮৫০০—২৯৭০০	৫ বৎসর
৫।	টাকা ১৫০০০—২৬২০০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদ বলিতে জুডিসিয়াল সার্ভিসে চাকরির মেয়াদকাল বুঝাইবে।

১১। **ভাতাদির প্রাপ্যতা**।—(১) বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ অর্থাৎ **১ জুলাই ২০০৯ হইতে মহার্ঘভাতা অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে** এবং ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) জুডিসিয়াল সার্ভিসের সার্বক্ষণিক বিচার কাজে নিয়োজিত সদস্যগণ মূল বেতনের শতকরা ৩০ ভাগ হারে 'বিশেষ ভাতা' প্রাপ্য হইবেন। এই ভাতা ১লা জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৩) ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে বর্ধিত হারে অন্যান্য ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(৪) ১ জানুয়ারি ২০০৫ হইতে ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশবলে মহার্ঘভাতা ব্যতীত যে সকল ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই সকল ভাতা বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের পরেও **৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কেই ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।**

(৫) ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্তগণ বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে নিয়োগ হইলে যে হারে বেতনপ্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

১২। **চিকিৎসাভাতা**।—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল জুডিসিয়াল কর্মকর্তা মাসিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর ঊর্ধ্ব পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা মাসিক ১০০০/-টাকা এবং অন্যান্য পেনশনারদের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হইবে।

১৩। **বাড়িভাড়া ভাতা**।—(১) সকল জুডিসিয়াল কর্মকর্তা চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫ এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে বাড়িভাড়া ভাতা পাইবেন। তবে, ১ জুলাই ২০০৯ হইতে ৩০ জুন ২০১০ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হইলেও বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তন না হইলে যে হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইতেন একই হারে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে সকল জুডিসিয়াল কর্মকর্তা সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) যে সকল জুডিসিয়াল কর্মকর্তা সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন বিল হইতে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে যে হারে বাড়িভাড়া কর্তন করা হইত সেই হারে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হইতে নিম্নেবর্ণিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া কর্তনপূর্বক সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি তিনি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১নং হইতে ৬নং ক্রমিকের স্কেল এর আওতাভুক্ত হন, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক প্রাপ্য বেতনের ৭.৫%;

(খ) যে জুডিসিয়াল কর্মকর্তা সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না; তবে তিনি বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(গ) কোন জুডিসিয়াল কর্মকর্তা সরকারি বিধি মোতাবেক যে শ্রেণীর বাড়ি পাইবার অধিকারী, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী কিংবা নিম্নতর শ্রেণীর কোন বাড়ি বরাদ্দ করা হইলে তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন ভাড়া এবং নিম্নতর শ্রেণীর বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণীর বাড়ির বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের চাকরজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য হারে পূর্ববৎ বাড়ি ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং ১ জুলাই ২০১০ তারিখ উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এ উল্লিখিত হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) যে সকল জুডিসিয়াল কর্মকর্তা নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি আছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারীকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কাহাকেও কর্মস্থল অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেসে, হোস্টেল, রেস্টহাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলো কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত আবাসন যাহা সত্যিকারের বাসস্থান নহে (Improvised accommodation). এমন একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বাড়ি ভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন; তবে উক্ত একক সীট বা একক কক্ষ কিংবা Improvised accommodation এর জন্য যদি নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, জুডিসিয়াল কর্মকর্তা নিম্ন-সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া ভাতা ১ জুলাই ২০১০ হইতে প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

মূল বেতন	বাড়িভাড়া ভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য	নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ১১০০০ হইতে টাকা ২১৬০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৫০০/-	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০/-
টাকা ২১৬০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১১৯০০/-	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৭০০/-	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮৫০০/-

(৭) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/প্রবি-৪/বাড়ী ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তারিখঃ ১-১১-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ঢাকায় বদলিজনিত কারণে দ্বিগুণ হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রদানের পদ্ধতি ১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখ হইতে বাতিল হইল।

১৪। **যাতায়াত ভাতা।**—সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গাড়ীর ক্রয়মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সুবিধাদি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ প্রদানপূর্বক সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করিবেন।

১৫। **উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা**।—(১) সরকারি আদেশ নং-অম/অবি(বাস্ত-৪)/ এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা প্রদেয় হইবে।

(২) উৎসবভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক (আদেশ) নং-অম/অবি(বাস্ত-৪) এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। তবে, বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রদান করা না হইলে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখের পর কোন কর্মকর্তা বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূলবেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।

(৩) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/অবি/বিধি-১/চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

১৬। **পোষাক ভাতা**।—অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/প্রবিধি-৩/ছুটি-০১/২০০৬/১৩৮, তারিখ-০২-০৯-২০০৮ ইং মূলে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকা পোষাক ভাতা সমগ্র চাকুরী জীবনে ৫ (পাঁচ) বার প্রাপ্যতার বিধান বহাল থাকিবে।

১৭। **কার্যভার ভাতা**।—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল বেতনের ১০% হারে মাসিক সর্বোচ্চ ১৫০০/- টাকা কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১৮। **ভ্রমণ ভাতা**।—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে, বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিঃ মিঃ পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২.০০(দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

১৯। **পাহাড়ি ভাতা**।—পার্বত্য জেলাসমূহে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত পাহাড়ি ভাতা মাসিক বেতনের ৩০% হারে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০০/-টাকা প্রদেয় হইবে।

২০। **প্রেষণ ভাতা**।—অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/প্রবিধি-৬/প্রঃমঃ/ভাতা-৬/২০০৭ (অংশ)/৩১, তারিখ ০৭-০৪-২০০৮ মোতাবেক প্রদেয় প্রেষণ ভাতার পূর্বের হার (মাসিক বেতনের ২০%) অব্যাহত থাকিবে।

২১। **আপ্যায়ন ভাতা**।—প্রাধিকারভুক্ত জেলাজজ/সমপর্যায়ের জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তা ৬০০/- টাকা আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২২। **শিক্ষা সহায়ক ভাতা**।—সকল কর্মকর্তার জন্য সন্তানপ্রতি মাসিক ২০০/-টাকা হারে এবং অনধিক ২(দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০/-টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদেয় হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত একটি পৃথক নীতিমালা অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারী করিতে হইবে।

২৩। **প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা**।—প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মাসিক বেতনের ৩০% প্রশিক্ষণ ভাতা বহাল থাকিবে। তবে, প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ প্রেষণ ভাতা অথবা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ভাতা দুইটির মধ্যে যে কোন একটি প্রাপ্য হইবেন।

২৪। **বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।**—(১) স্ব-আহরণকারী (Self Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক বেতনস্কেল, ২০০৯ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা ফেরৎযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(২) বেতনস্কেল, ২০০৯ এ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি কেবল সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক বেতন নির্ধারণ প্রতিপাদনের পরই প্রদেয় হইবে।

২৫। **আয়কর।**—এই আদেশের অধীন প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক বৎসর আয়কর রির্টান দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন-ভাতাদিসহ তাঁহার আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারিণ করিয়া রিটার্ন তৈরি করিবেন;

(খ) আয়কর রিটার্ন তৈরির পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধ করিবেন;

(গ) আয়কর পরিশোধের পর কেবল সরকার হইতে প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অর্থ বিলের মাধ্যমে (যেমন—টি এ বিল যেভাবে দাখিল করা হয়) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে উত্তোলন করিবেন;

(ঘ) আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সহিত সংযুক্ত করিবেন;

(ঙ) আয়কর সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৫, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির উদ্দেশ্যে উহার বিধানাবলীর সহিত সংগতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১ লা চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৫ই মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৩-আইন/২০১০/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৪/২০১০।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) সরকারি আদেশ নং অম/অবি (বাস্ত)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।"

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ৭ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২০ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১১২-আইন/২০১০/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল ১/২০১০/৮৩।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর Section 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯, চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান), চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (বাংলাদেশ পুলিশ), চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (বাংলাদেশ রাইফেল্‌স) এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশসমূহের অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "তাঁহার পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।" শব্দগুলি ও দাঁড়ির পরিবর্তে "পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাইতে থাকিবেন।" শব্দগুলি ও দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।" শব্দগুলি ও দাঁড়ির পরিবর্তে "পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাইতে থাকিবেন।" শব্দগুলি ও দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১ লা চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৫ই মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৪-আইন/২০১০/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৫/২০১০ ।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) সরকারি আদেশ নং অম/অবি (বাস্ত)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।"

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১ চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৫ই মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৭৯-আইন/২০১০/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৪/২০১০ ।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (সরকারি-বেসামরিক) এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশ এর অনুচ্ছেদ ২৪ এর টেবিলের কলাম ১ এর ক্রমিক নং ২ এর বিপরীতে কলাম ৩ এ উল্লিখিত "১২০০/-" সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "২০০০/-" সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-১৭/৯৪/১৮০ তারিখ ঃ ২৯-১২-১৯৯৪ ইং / ১৫-০৯-১৪০১ বাং

বিষয় ঃ **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি প্রদান প্রসংগে।**

সরকার সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাহাদের ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতনের ১০% বেতনবৃদ্ধি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বেতনবৃদ্ধির সুবিধা নিম্নলিখিতভাবে প্রদেয় হইবে ঃ—

(ক) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া ১০% বেতন বৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(খ) উক্ত ১০% বেতনবৃদ্ধির সুবিধার অর্ধেক ০১-০১-১৯৯৫ তারিখ হইতে এবং পূর্ণ আর্থিক সুবিধা ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(গ) ০১-০১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-০৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ থাকিলে উহা তাহারা যথারীতি প্রাপ্য হইবেন।

(ঘ) ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের উপরে যে ১০% বেতনবৃদ্ধি ঘটিবে তাহা যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ নিজ বেতনস্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে ঐ ধাপেই তাহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। আর যদি ধাপে না মিলে তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। অতঃপর ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতন এবং ১০% বৃদ্ধি ও ধাপের সুবিধাসহ ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে নির্ধারিত বেতনের পার্থক্যের অর্ধেক ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে এবং পূর্ণ আর্থিক সুবিধা ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে প্রাপ্য হইবে। ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে উক্ত বেতনবৃদ্ধির অর্ধেক সুবিধা প্রদান করার কারণে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্য বেতন তাহার নিজ স্কেলের কোন ধাপে না মিলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কেলের নিম্নতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিয়া পার্থক্যটুকু ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে যাহা ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে পূর্ণ আর্থিক সুবিধা প্রদানের সময় সমন্বয় করিতে হইবে।

(ঙ) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এই বেতনবৃদ্ধি প্রদানের পূর্বেই নিজ নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়াছেন, তাহারা উক্ত বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া উপরোল্লিখিত উভয় তারিখে অর্থাৎ ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে অর্ধেক এবং ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে বাকী অর্ধেক বেতনবৃদ্ধির সুবিধা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(চ) ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে অর্ধেক বেতনবৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহার নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়া যান বা সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করেন, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার বেতন সর্বোচ্চসীমায় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং সর্বোচ্চ সীমার উপরের বেতনের অংশটুকু তাহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(ছ) যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে তাহাদের নিজ নিজ বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় থাকিবেন, তাহারা উক্ত তারিখে অবশিষ্ট অর্ধেক বর্দ্ধিত বেতনের সুবিধা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(জ) যে সকল পদের বেতন নির্দিষ্ট (Fixed) রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উক্ত নির্দিষ্ট বেতনের ভিত্তিতে এই আর্থিক সুবিধা উভয় তারিখে এই আদেশের আওতায় ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(ঝ) ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে অর্ধেক বেতনবৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজ বেতন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়া যান বা সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করেন, তবে তিনি ০১-০১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-০৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত কোন তারিখে প্রাপ্য সাধারণ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট (একটির অধিক নহে) যথারীতি ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(ঞ) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১-০১-১৯৯৫ ও ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকিবেন তাহারা উপরোক্ত বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধুমাত্র পেনশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য হইবেন।

(ট) সকল পেনশনভোগীগণ তাহাদের ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখে "নীট পেনশন" এর উপর ১০% অবসর ভাতা বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন যাহার অর্ধেক ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে প্রদেয় হইবে।

(ঠ) অন্য আদেশে যাহাই থাকুক না কেন এই আদেশের মাধ্যমে বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করার ফলে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন নিজ নিজ স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় নির্ধারিত হওয়ার পর যে অংশ ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে, সেই ব্যক্তিগত বেতনও বাড়ী ভাড়া ভাতা, উৎসব ভাতা/উৎসব বোনাস, পেনশন ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বেতন হিসাবে গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে এই আদেশ কার্যকর হওয়ার পূর্বে যাহারা নিজ নিজ বেতনস্কেলে সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়াছেন এবং/ অথবা এই আদেশের মাধ্যমে বেতনবৃদ্ধি প্রদান করার ফলে যে অংশটুকু ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে পাইয়াছেন তাহাদের ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তিগত বেতন মূল বেতন হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদানুসারে উপরে বর্ণিত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি পাইবেন।

(দবির উদ্দিন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-১৭/৯৪ (অংশ-২)/৩১ তারিখ ঃ ২৫-০২-১৯৯৫ ইং / ১৩-১১-১৪০১ বাং

বিষয় ঃ **সরকারি / আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি প্রদান প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ হইতে ২৯-১২-১৯৯৪ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি (বাস্ত-১)/বিবিধ-১৭/৯৪/১৮০, ১৯-০১-১৯৯৫ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি/(বাস্ত-১)বেতনবৃদ্ধি-১/৯৫/০৯ এবং সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ৩১-০১-১৯৯৫ তারিখের স্মারক নং পে-৯/৯১ ডি-১৯/অংশ-২/২০ জারী করিবার পর অডিট অফিসসহ বিভিন্ন অফিস/সংস্থা/ব্যক্তি কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সেইগুলির উপরে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। বিস্তারিত পর্যালোচনার পর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত উত্তর প্রদান করা হইল ঃ—

১।	প্রশ্ন ঃ	যাহারা ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখে এল, পি, আর, এ ছিলেন কিন্তু ১-১-১৯৯৫ তরিখে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই ১০% বেতনবৃদ্ধির সুবিধা কিভাবে প্রাপ্য হইবেন ?
	উত্তর ঃ	যেহেতু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁহাদের ১-১-১৯৯৫ তারিখে বেতন নির্ধারণের কোন সুযোগ নাই, সেহেতু তাঁহারা ১০% বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না। তবে ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখে মূল বেতনের উপর পেনশন নির্ধারণের পর পেনশনভোগীদের ন্যায় ১-১-১৯৯৫ তারিখে নীট পেনশনের উপর ১০% বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন, যাহার অর্ধেক ১-১-১৯৯৫ তারিখে এবং বাকী অর্ধেক ১-৭-১৯৯৫ তারিখে প্রাপ্য হইবেন।
২।	প্রশ্ন ঃ	১-১-১৯৯৫ তারিখে ১০% বেতনবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ী ভাড়া ভাতা কিভাবে নির্ধারণ/কর্তন করা হইবে ?
	উত্তর ঃ	১-১-১৯৯৫ তারিখে ১০% বেতনবৃদ্ধির কারণে প্রাপ্য মূল বেতন ও ব্যক্তিগত বেতনের উপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং একই নিয়মে বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হইবে।
৩।	প্রশ্ন ঃ	১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত পদোন্নতি/টাইম-স্কেল/সিলেকশন গ্রেড বা অন্য কোন কারণে বেতনস্কেলের পরিবর্তন হইলে কিভাবে বেতন নির্ধারণ করা হইবে ?

	উত্তর ঃ	১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত পদোন্নতি/টাইম-স্কেল/সিলেকশন গ্রেড বা অন্য কোন কারণে স্কেলের পরিবর্তন হইলে উচ্চতর স্কেল প্রাপ্য হওয়ার তারিখে তাহার বেতন ১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে। উক্ত তারিখে তাহাদের বেতনের সাথে ব্যক্তিগত বেতন থাকিলে উহা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবেই বহাল থাকিবে এবং ১-৭-১৯৯৫ তারিখে তাহার মূল বেতন+ব্যক্তিগত বেতন+৫% ভাগ বর্দ্ধিত বেতনের সমষ্টির ভিত্তিতে পদোন্নতি/টাইম-স্কেল/সিলেকশন গ্রেড স্কেলের পরবর্তী ধাপে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।
৪।	প্রশ্ন ঃ	১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে নূতন নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এই বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন কিনা ? হইলে, কিভাবে প্রাপ্য হইবেন।
	উত্তর ঃ	১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত নূতন নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ চাকুরীতে যোগদানের তারিখে মূল বেতনের ১০% বেতনবৃদ্ধির সুবিধা সংশ্লিষ্ট আদেশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী প্রাপ্য হইবেন। যাহারা ১-৭-১৯৯৫ তারিখ হইতে নূতনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন তাহারা চাকুরীতে যোগদানের তারিখে ১০% বেতনবৃদ্ধি সুবিধা পরবর্তী ধাপসমেত প্রাপ্য হইবেন।
৫।	প্রশ্ন ঃ	৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতন+১০% বর্দ্ধিত বেতনের সমষ্টি যদি স্ব-স্ব বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করে সেই ক্ষেত্রে বেতন কিভাবে নির্ধারণ করা হইবে ?
	উত্তর ঃ	১-১-১৯৯৫ তারিখে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বেতন+১০% বর্ধিত বেতনের আর্থিক সুবিধার সমষ্টি যদি স্ব-স্ব বেতন স্কেলের সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করে, সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপ প্রদান করা যাইবে না। কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপ প্রদানের সুযোগ নাই। তাঁহারা ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতনের উপর ১০% বর্ধিত বেতনের সুবিধার অর্ধেক ১-১-১৯৯৫ তারিখে এবং বাকী অর্ধেক ১-৭-১৯৯৫ তারিখে মূল বেতনের সাথে প্রাপ্য হইবেন। ১-১-১৯৯৫ তারিখে উক্ত বেতনবৃদ্ধির অর্ধেক সুবিধা প্রদান করার কারণে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্য বেতন তাঁহার নিজ স্কেলের কোন ধাপে না মিলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কেলের নিম্নতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিয়া পার্থক্যটুকু ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে। ১-৭-১৯৯৫ তারিখে পূর্ণ আর্থিক সুবিধা প্রদানের সময় স্ব-স্ব বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপে বেতন নির্ধারণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে।
৬।	প্রশ্ন ঃ	২-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত যাহারা অবসর গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে বর্ধিত বেতনের সুবিধা কিভাবে প্রদান করা হইবে ?

	উত্তর ঃ	অবসর প্রস্তুতি ছুটি থাকা অবস্থায় ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মধ্যে বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে উক্ত বর্ধিত বেতনের সুবিধাসমেত ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের প্রাপ্য বেতনের উপর অন্যান্যদের মত ১-১-১৯৯৫ তারিখে তাঁহাদের বেতন নির্ধারিত হইবে। ১-১-১৯৯৫ তারিখে প্রাপ্য ৫% বর্ধিত বেতনের সুবিধাসমেত অবসর গ্রহণের তারিখে তাঁহাদের পেনশন নির্ধারণ করা হইবে। ২-১-১৯৯৫ হইতে ৩০-৬-১৯৯৫ পর্যন্ত অবসর গ্রহণের পূর্বে কোন বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে তাহাও পেনশন-নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণ্য হইবে। ১-৭-১৯৯৫ তারিখ হইতে পেনশন ভোগীদের ন্যায় তিনিও নীট পেনশনের ৫% আর্থিক সুবিধা পেনশনের সাথে প্রাপ্য হইবেন।
৭।	প্রশ্ন ঃ	অবসর গ্রহণের পর চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ১০% হারে বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন কিনা ?
	উত্তর ঃ	জাতীয় বেতন স্কেলের অর্ন্তভুক্ত পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নিয়োজিত পদের বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে এবং তদানুসারে ধারণাগত গ্রস পেনশন উক্ত বেতন হইতে যথানিয়মে বাদ যাইবে। অন্যদিকে তিনি নীট পেনশনের বর্ধিত সুবিধা যথানিয়মে প্রাপ্য হইবেন।
৮।	প্রশ্ন ঃ	সরকারি/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই বেতনবৃদ্ধির সুবিধাপ্রাপ্য হইবেন কি-না ? হইলে, কিভাবে প্রাপ্য হইবেন ?
	উত্তর ঃ	স্ব-বেতনের চাকুরীরত অবস্থায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত থাকিলে তাহারা যথানিয়মে বর্ধিত বেতনের সুবিধাপ্রাপ্য হইবেন।
৯।	প্রশ্ন ঃ	৩১-১২-১৯৯৪ তারিখে যাহারা চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত আছেন তাঁহারা বর্ধিত বেতনের সুবিধাপ্রাপ্য হইবেন কি না ?
	উত্তর ঃ	সাময়িকভাবে কর্মচ্যুতির আগের দিনের মূল বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া ১-১-১৯৯৫ তারিখে নিয়মানুযায়ী বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। নির্ধারিত মূল বেতনের যথানিয়মে ৫০% খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।
১০।	প্রশ্ন ঃ	১০% বেতনবৃদ্ধির কারণে ১-১-১৯৯৫ তারিখে অথবা ১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৯৫ তারিখের মধ্যে বর্দ্ধিত বেতন প্রাপ্য থাকিলে এবং ১-৭-১৯৯৫ তারিখে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে দক্ষতাসীমার ধাপ থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে বেতন নির্ধারণ করা হইবে ?
	উত্তর ঃ	এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা না থাকিলে আপনা-আপনি দক্ষতাসীমা অতিক্রান্ত হইবে। তবে যাহাদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় মামলা বা অন্য কোন কারণে বার্ষিক বর্ধিত বেতন/দক্ষতাসীমা অতিক্রম করার বিষয় স্থগিত রহিয়াছে, তাহারা এই বর্ধিত বেতনের আর্থিক সুবিধা মূল বেতনের সহিত ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

১১।	প্রশ্ন ঃ	যাহারা conslidated বেতন প্রাপ্য হন (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ) তাহারা এই বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন কি না ?
	উত্তর ঃ	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা কনসলিডেটেড বেতন প্রাপ্ত হন তাঁহারা নিয়োজিত পদের নির্ধারিত বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক মূল বেতনের উপরে বর্ণিত আদেশের আর্থিক সুবিধা যথানিয়মে প্রাপ্য হইবেন।

স্বা ঃ—

(দবির উদ্দিন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন শাখা-১

www.mof.gov.bd

নং ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-১৭৫ তারিখ ঃ ১৭-০৬-২০১০

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

সূত্র ঃ **নং সিজিএ/পদ্ধতি-১/ জাঃ বেঃ স্কেঃ/২০০৮/৫৪৭/৭৮৮ তাং ২১-০৩-১০।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে অর্থ বিভাগের সুনির্দিষ্ট মতামত (ছকে প্রদত্ত) নিম্নরূপভাবে কার্যকর হবে ঃ

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
১।	অনুচ্ছেদঃ ৬(২) (ক) অনুযায়ী ১-৭-২০০৯ তারিখের পূর্বে নূতন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী, যিনি কোন বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির সুবিধা পাননি, তিনিও কি সর্বনিম্ন ২০০০ টাকার সুবিধা প্রাপ্য হবেন ?	তাদের ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা প্রযোজ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
২।	অনুচ্ছেদঃ ৬(৩) (খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ৫ম গ্রেডে ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন	এ ক্ষেত্রে স্মারক নং ১০১ তারিখ ০৫-০৭-২০০৭	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬(৩) (খ) এ বর্ণিত ১১৩, ১৫১, ১৫২ সংখ্যক

	গ্রেড স্কেলপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৫১ নং এবং বেতন সমতাকরণ সংক্রান্ত ১৫২ নম্বর স্মারকসমূহের কার্যকারিতা ০১-০৭-০৯ তারিখ হতে রহিত করা হয়েছে। ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৯ম গ্রেডে ০১-০১-০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৫-৭-২০০৭ তারিখের ১০১ নম্বর স্মারকের কার্যকারিতা রহিত করার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ০১-০৭-০৯ তারিখের বেতন নির্ধারণ কিভাবে হবে ?	আদেশটি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ নং ৬ (৩) (গ) অনুযায়ী রহিত করা যেতে পারে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	স্মারকসমূহের সূত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বেতন ৬(৩) (গ) অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। ৬(৩) (গ)-তে কর্মকর্তাগণ বলতে ১১৩, ১৫১ ও ১৫২ নং স্মারকে সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকেই বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট উদাহরণও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ৫-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ১০১ নম্বর স্মারক অনুযায়ী সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অর্থ বিভাগের ২৮-৩-২০১০ তারিখের ২৬ নং স্মারকে করসপেন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে ০১-০১-২০০৫ তারিখে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণের সুবিধা ছিল মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৫ এ উক্ত সুবিধা ছিল কিন্ত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উল্লিখিত সুবিধা রাখা হয়নি। সুতরাং ইতোমধ্যে সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৫-৭-২০০৭ তারিখের ১০১ নম্বর স্মারকের কার্যকারিতা বহাল আছে।
৩।	অনুচ্ছেদঃ ৬(৩) গ (১) অনুচ্ছেদ ৫ম গ্রেডে ০১-০১-০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণের উদাহরণে উচ্চধাপ দেখানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, যে সকল কর্মকর্তা ০১-০১-২০০৫ তারিখে ৫ম গ্রেড স্কেল সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে তাদেরকে উচ্চধাপে পুনঃবেতন নির্ধারণপূর্বক বকেয়া প্রদান করা যাবে কি না ?	এ ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬(৩)(গ)(১) অনুযায়ী উচ্চধাপে বেতন নির্ধারণ করে পুনরায় বকেয়া বেতন প্রদান করা যেতে পারে।	মতামত পরবর্তীতে জানানো হবে।
৪।	অনুচ্ছেদ ঃ ৭(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ ০১-০৭-০৯ তারিখের	চাকুরীর সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।

	পূর্বের চাকুরীর মেয়াদের ভিত্তিতে ৮ ও ১২ বৎসর পূর্তিতে ১ম ও ২য় টাইমস্কেলের সুবিধা শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মঞ্জুরীর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না ?	এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে টাইমস্কেল প্রাপ্য হওয়ার কথা উল্লেখ থাকায় এক্ষেত্রেও প্রশাসনিক মঞ্জুরীর আবশ্যকতা রয়েছে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	
৫।	অনুচ্ছেদ ঃ ৬(৩) ১, ২ উপ-অনুচ্ছেদের পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় ৩০-০৬-০৯ তারিখের বেতন নির্ধারিত হয় ১৬,৫০০ টাকা। উক্ত সময়ে উত্তোলন করেন ১৭,৬০০ টাকা। ০১-০৭-০৯ তারিখে মূল বেতন ২৫,৮৫০ টাকা। এক্ষেত্রে ০১-০৭-০৯ হতে ৩০-১১-০৯ এর বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে ২৫,৮৫০ টাকা থেকে ১৬,৫০০ টাকা অথবা ১৭,৬০০ টাকা এর কোন্ অংকটি বিয়োগ করতে হবে ?	এক্ষেত্রে ২৫,৮৫০/- থেকে ১৬,৫০০/- টাকা বিয়োগ করে বকেয়া প্রদান করতে হবে। কারণ ৩০-১১-০৯ তারিখের পূর্বে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
৬।	সাকুল্য বেতনের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রদান করা যাবে কি না ?	সর্বসাকুল্য বেতন ০১-৭-০৯ তারিখ হতে নতুনভাবে প্রবর্তনের ফলে মহার্ঘভাতা প্রাপ্য নয়।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
৭।	স্কেল ভিত্তিক আনুষংগিক কর্মচারীদের জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর আওতায় আনা হবে কি-না?	স্কেলভিত্তিক আনুষংগিক কর্মচারীদের জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর আওতায় আনা যাবে না মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	মতামত পরবর্তীতে জানানো হবে।
৮।	জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪ (খ) এ মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছরের উর্ধ্বে কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশনার ও	এ কার্যালয়ের মতে পারিবারিক পেনশনার ও প্রতিবন্ধী পেনশনারগণের বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে হলেই ৫০% পেনশন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হবেন।	জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর ৬(৪)(খ) উপানুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী চাকুরে নিজে পেনশনার হলে তাঁর ক্ষেত্রে ৫০% পেনশন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৪০% বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কাজেই শুধুমাত্র মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্দ্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের

	প্রতিবন্ধী পেনশনারগণের পেনশন বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০% হবে নাকি ৫০% হবে ?		পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পারিবারিক পেনশনভোগী ও প্রতিবন্ধী পারিবারিক পেনশনভোগীগণের পেনশন বৃদ্ধি হয়েছে ৪০%।
৯।	০১-৭-২০০৯ এর পরে পেনশনারদের বয়স যখন ৫০ বছর বা তদুর্ধ হবে তারা ৫০% বৃদ্ধি পাবে কি-না?	এ কার্যালয়ের মতে ০১-০৭-২০০৯ এর পর পেনশনারদের বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে হলে ৫০% বৃদ্ধির সুবিধা পাবে।	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর ৬ (৪) (খ) উপানুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী ০১-৭-২০০৯ তারিখের পর পেনশনারগণের বয়স যখন ৬৫ বছর উর্দ্ধ হবে তখনই তাঁদের পেনশন ৫০% বৃদ্ধি পাবে। তবে ৬৫ বৎসরের নিম্নে থাকাবস্থায় ৪০% বৃদ্ধির সুবিধাপ্রাপ্তদের উক্ত ৪০% এর সাথে ১০% যোগ করে মোট ৫০% বৃদ্ধি পাবে।
১০।	জাতীয় বেতনস্কেল/০৯ এর ৩(ক) ও ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০-৬-০৯ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০-৬-১০ জুন পর্যন্ত প্রদান করা হবে। অপরদিকে জাতীয় বেতনস্কেল/০৯ এর ১৪ অনুচ্ছেদে বাড়িভাড়া ভাতা ০১-৭-০৯ হতে ৩০-৬-১০ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হলেও জাতীয় বেতনস্কেল/০৯ প্রবর্তন না হলে যে হারে বাড়ীভাড়া প্রাপ্য হতে, একই হারে ৩০-৬-১০ পর্যন্ত প্রাপ্য হবেন বলে উল্লেখ থাকায় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।	জাতীয় বেতনস্কেল/০৫ অনুযায়ী ০১-৭-০৯ হতে ৩০-৬-১০ পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হলে যে হারে বাড়ীভাড়া প্রাপ্য হতেন সে হারে বাড়ীভাড়া ভাতা হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
১১।	০১-০১-০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত জাতীয় বেতনস্কেল/০৯ এর ৬(৩)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণকারীদের বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। কিন্তু কি হারে ০১-১২-০৯ তারিখ হতে বাড়িভাড়া প্রাপ্য হবে তা সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ফলে বাড়ীভাড়া প্রাপ্যতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৪(১) অনুযায়ী জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ প্রবর্তন না হলে যে বেতন প্রাপ্য হতেন উহার উপর বাড়ীভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।

১২।	কোন অবসর ভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে উপনীত হয়ে নীট পেনশনের ৫০% বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার পারিবারিক পেনশন উক্ত ৫০% বৃদ্ধির সুবিধাসহ নীট পেনশন প্রাপ্য হবেন কি-না?	মূল পেনশনার ৫০% বৃদ্ধিসহ যে নীট পেনশন গ্রহণ করেছেন উহাই পারিবারিক নীট পেনশন হিসেবে প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	পেনশনারের মৃত্যুর সময় নীট পেনশনের পরিমাণ যা হবে পারিবারিক পেনশনভোগীগণ সম্মিলিতভাবে তা-ই পাবে। এ ক্ষেত্রে কমানোর কোন সুযোগ নেই। কাজেই অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে উপনীত হয়ে নীট পেনশনের ৫০% বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলে তার পারিবারিক পেনশনভোগীগণ সম্মিলিতভাবে উক্ত ৫০% বৃদ্ধির সুবিধাসহ নীট পেনশন প্রাপ্য হবেন।
১৩।	পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স কিভাবে কিসের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হবে।	যে সকল পারিবারিক পেনশনভোগীদের এসএসসি পাসের সনদ রয়েছে উহার ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পেনশন কেইস দাখিল করার সময় যে বয়স দেখানো হয়েছে উহার ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে। যদি সে সময় বয়স না দেখানো থাকে তাহলে জাতীয় পরিচয় পত্রের উল্লিখিত বয়সের ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে।	জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত বয়সের ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে। তবে যে সকল পারিবারিক পেনশনভোগীগণের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই তাদের ক্ষেত্রে এসএসসি পাশের সনদে উল্লেখিত বয়সের ভিত্তিতে এবং যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও এসএসসি সনদ নেই, তাদের ক্ষেত্রে পেনশন কেইস দাখিল করার সময় যে বয়স দেখানো হয়েছে তার ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশনভোগীগণের বয়স নিরূপণ করতে হবে।

১৪।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৬(২) ধারা অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখের পর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হলে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হবে। সে অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ-পূর্বক বেতনের বকেয়া প্রদানের সময় ইতিপূর্বে ইনক্রিমেন্টসহ প্রদত্ত উৎসব ভাতা হতে অতিরিক্ত প্রদত্ত অংশ কেটে বিভিন্ন কার্যালয় হতে বকেয়া প্রদান করা হচ্ছে। ইহা সঠিক কি-না ?	জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ এর ১৬(২) অনুযায়ী উৎসব ভাতার সাথে ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব ভাতা প্রদত্ত হলে ইনক্রিমেন্ট এর অংশ কর্তনযোগ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ ঘোষণা না করা হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যে হারে উৎসব ভাতা পেতেন তার অতিরিক্ত প্রদত্ত হলে তা কর্তনযোগ্য।
১৫।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ নং-১৩ তে চিকিৎসা ভাতা ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনারদের মাসিক ১০০০ টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ আদেশে উল্লিখিত সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত পারিবারিক পেনশনভোগীর বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে গণনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মৃত চাকুরিজীবির বয়স গণনা করা হবে, না কি পারিবারিক পেনশনভোগীর বয়স গণনা করা হবে তা স্পষ্ট নয় বিধায় বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।	উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ বর্তমানে যিনি পেনশন ভোগ করেছেন তার বয়স গণনা করে চিকিৎসা ভাতার সুবিধা প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৩(২) অনুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী পেনশনার বলতে যারা বর্তমানে পেনশন ভোগ করেছেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পেনশনার হবার সুযোগ নেই। অতএব ৬৫ বৎসরের উর্ধ্ব পেনশনার এবং ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বের পারিবারিক পেনশনভোগী উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে যিনি পেনশন ভোগ করছেন তাঁর বয়স গণনা করে চিকিৎসা ভাতার সুবিধা প্রদান করতে হবে।
১৬।	০১-৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-১০ তারিখের মধ্যে কোন কর্মচারী/ কর্মকর্তা টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পদোন্নতি ও নবনিয়োগপ্রাপ্ত হলে সে ক্ষেত্রে তারা বাড়ী ভাড়া ভাতা কিভাবে পাবেন বা কোন তারিখের Basic এর উপর বাড়ীভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন ?	এক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ প্রবর্তন না হলে, যে স্কেলে টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পদোন্নতি ও নবনিয়োগ-প্রাপ্ত হতেন সে স্কেলের মূল বেতনের উপর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৪(১) অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।

১৭।	জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ এ যদি পদোন্নতি না হত ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণের বিধান না থাকায় জুনিয়র কর্মচারী/কর্মকর্তা, সিনিয়র কর্মচারী/কর্মকর্তার চেয়ে বেতন বেশী পাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৫ এর অনুচ্ছেদ নং ৬(১)(ঙ) এর ন্যায় যদি পদোন্নতি না হত ভিত্তিতে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে বেতন নির্ধারণ করা যাবে কি-না ?	জুনিয়র/সিনিয়র কর্মচারী/কর্মকর্তার বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ৬(১) (ঙ) এর ন্যায় যদি পদোন্নতি না হত ভিত্তিতে ০১-০৭-২০০৯ তারিখেও বেতন নির্ধারণ করা যায় মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	যদি পদোন্নতি না হতো এসব বিষয় Case to Case নথি পর্যালোচনা করে নিস্পত্তি করা যেতে পারে (বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২৮-৩-১০ তারিখের ২৬ নং স্মারক অনুযায়ী)।
১৮।	যে সকল ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১১৩ তাং-০৯-০৭-২০০৮ স্মারক নং ১৫১, তাং ১৪-০৯-২০০৮ এবং স্মারক নং ১৫২, তাং ১৫-০৯-২০০৮ অনুযায়ী এখনও কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন নাই তারাও এ সুবিধা ৩০-১১-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য হবেন কি-না ?	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬(৩) (গ) (২) অনুযায়ী যারা এখন পর্যন্ত এ সুবিধা গ্রহণ করেননি তারাও ৩০-১১-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
১৯।	জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৬(২) এ উল্লেখ রয়েছে যে, জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ প্রদান করা না হলে ৩০ জুন/২০০৯ তারিখের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হলে সে ক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হবে। তবে শ্রান্তি-বিনোদন ভাতার ক্ষেত্রে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।	শ্রান্তি ও বিনোদন উৎসব ভাতার ন্যায় প্রাপ্য। তবে জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ জারীর পূর্বে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১-০৭-২০০৯ তারিখ বা তার পরে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা গ্রহণ করেছেন তাদের নিকট হতে উক্ত ইনক্রিমেন্ট জনিত বর্ধিত টাকা আদায়যোগ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ ঘোষণা না করা হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যে হারে বেতন পেতেন সে হারে শ্রান্তি-বিনোদনভাতা প্রাপ্য হবেন।

২০।	০১-০১-২০০৫ তারিখ হতে ৩০-১১-২০০৯ তারিখের মধ্যে ৬ষ্ঠ গ্রেডে স্কেল প্রাপ্ত যে সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, সে সকল কর্মকর্তাগণের মধ্যে যাদের প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ০১-০১-২০০৫ তারিখে অর্থ বিভাগের ১৪-০৯-২০০৮ তারিখের স্মারক নং ১৫১ এবং ১৫-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ১৫২ মোতাবেক ৫ম গ্রেডে সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হয়নি। বেতন নির্ধারণে বিলম্ব হয়েছে সে ক্ষেত্রে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেল বেতন নির্ধারণীর ভিত্তিতে তারা আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন কি-না ?	৩০-১১-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত যারা সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণ প্রাপ্য ছিলেন তারা সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণ করে পেনশন ও আনুতোষিক গ্রহণ করতে পারবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	বর্ণিত ১৫১ ও ১৫২ নং স্মারকের বিষয়ে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের পর বিষয়টিতে মতামত প্রদান করা হবে।
২১।	অর্থ বিভাগের ০৯-০৭-২০০৮ তারিখের স্মারক নং ১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তারিখের স্মারক নং ১৫১ এবং ১৫-০৯-২০০৮ তারিখের স্মারক নং ১৫২ মোতাবেক ৫ম গ্রেডে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণীর ভিত্তিতে তারা আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন কি-না?	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ নং ৬(৩)(গ) অনুযায়ী সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করে ৩০-১১-২০০৯ পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান করা যেতে পারে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	বর্ণিত ১৫১ ও ১৫২ নং স্মারকের বিষয়ে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের পর বিষয়টিতে মতামত প্রদান করা হবে।

(মফিজ উদ্দীন আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-১৭/৯৪(অংশ-১)/২০১ তারিখ ঃ ৩০-০৯-১৯৯৫ ইং / ১৫-০৬-১৪০২ বাং

"অফিস আদেশ"

বিষয়ঃ **সরকারি/অধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১-০১-৯৫ তারিখ হইতে ৩০-০৬-৯৫ তারিখ এবং তৎপরবর্তী সময়ে পদোন্নতি পাইবেন বা নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন তাহাদেরকে মূল বেতনের উপর ১০% বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের স্মারক নং বাসককস/প্রশা-১/বেঃ ভাঃ-১৫/৯৫/২৮২০-তারিখ ০২-০২-১৯৯৫।**

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের স্মারক নং সিজিএ/প্রশা-৭/এফ-৮১৬/১৩৪০, তারিখ- ১৮-০৬-১৯৯৫।

উপরোক্ত বিষয়ে এবং সূত্রে অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি (বাস্ত-১)/বিবিধ-১৭/৯৪ (অংশ-২)/৩১, তারিখ ২৫-০২-১৯৯৫ এর ৩ ও ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক পুনরায় স্পষ্টিকরণ করা যাইতেছে যে, ০১-০১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-০৬-১৯৯৫ তারিখ এবং তদপরবর্তী সময়ে যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পদোন্নতি পাইয়াছেন/পাইবেন, তাঁহাদের বেতন যদি স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ৩০-০৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত বেতন নির্ধারণী সুবিধাসহ ৫% বেতনবৃদ্ধির সুবিধা এবং ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখ হইতে ১০% বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন। একজন নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনও তাহার চাকুরীতে যোগদানের তারিখে একইভাবে নির্ধারিত হইবে বিধায় একই স্কেলে/পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাইতে কম বেতন পাইবেন না।

২। আরও উল্লেখ্য যে, ১০% বেতনবৃদ্ধি করার ফলে প্রতিটি বেতন স্কেলের নিম্নতম ধাপে ১০% বেতন যোগকরতঃ এতদসংক্রান্ত আদেশের বিধান অনুযায়ী যে ধাপ নির্ধারিত হইবে উহাই হইবে ঐ স্কেলের নিম্নতম ধাপ।

স্বা ঃ—

(মোঃ ফারুক শিকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বেতন বৃদ্ধি-১/৯৫/০৯ তারিখ ঃ ১৯-০১-১৯৯৫ ইং / ০৬-১০-১৪০১ বাং

বিষয়ঃ **আধা-সরকারি/স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি প্রদান প্রসংগে।**

সরকার আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক/অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাহাদের ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতনের ১০% বেতনবৃদ্ধি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বেতনবৃদ্ধির সুবিধা নিম্নলিখিতভাবে প্রদেয় হইবে ঃ—

(ক) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া ১০% বেতনবৃদ্ধি প্রদেয় হইবে।

(খ) উক্ত ১০% বেতনবৃদ্ধির সুবিধার অর্ধেক ০১-০১-১৯৯৫ তারিখ হইতে এবং পূর্ণ আর্থিক সুবিধা ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(গ) ০১-০১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-০৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি তারিখ থাকিলে উহা তাহারা যথারীতি প্রাপ্য হইবেন।

(ঘ) ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের উপরে যে ১০% বেতন বৃদ্ধি ঘটিবে তাহা যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ নিজ বেতনস্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ০১-০১ ১৯৯৫ তারিখে ঐ ধাপেই তাহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। আর যদি ধাপে না মিলে তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। অতঃপর ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখের মূল বেতন এবং ১০% বৃদ্ধি ও ধাপের সুবিধাসহ ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে নির্ধারিত বেতনের পার্থক্যের অর্ধেক ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে এবং পূর্ণ আর্থিক সুবিধা ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে প্রাপ্য হইবে। ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে উক্ত বেতনবৃদ্ধির অর্ধেক সুবিধা প্রদান করার কারণে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্য বেতন তাহার নিজ স্কেলের কোন ধাপে না মিলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কেলের নিম্নতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করিয়া পার্থক্যটুকু ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে যাহা ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে পূর্ণ আর্থিক সুবিধা প্রদানের সময় সমন্বয় করিতে হইবে।

(ঙ) যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এই বেতনবৃদ্ধি প্রদানের পূর্বেই নিজ নিজ বেতন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়াছেন, তাহারা উক্ত বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া উপরোল্লিখিত উভয় তারিখে অর্থাৎ ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে অর্ধেক এবং ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে বাকী অর্ধেক বেতনবৃদ্ধির সুবিধা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(চ) ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে অর্ধেক বেতনবৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহার নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়া যান বা সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করেন, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার বেতন সর্বোচ্চসীমায় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং সর্বোচ্চসীমার উপরের বেতনের অংশটুকু তাহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(ছ) যে সকর কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে তাহাদের নিজ নিজ বেতন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় থাকিবেন, তাহারা উক্ত তারিখে অবশিষ্ট অর্ধেক বর্দ্ধিত বেতনের সুবিধা ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(জ) যে সকল পদের বেতন নির্দ্দিষ্ট (Fixed) রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উক্ত নির্দ্দিষ্ট বেতনের ভিত্তিতে এই আর্থিক সুবিধা উভয় তারিখে এই আদেশের আওতায় ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(ঝ) ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে এই বেতনবৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজ নিজ বেতনস্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়া যান বা সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করেন, তবে তিনি ০১-০১-১৯৯৫ তারিখ হইতে ৩০-০৬-১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত কোন তারিখে প্রাপ্য সাধারণ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট (একটির অধিক নহে) যথারীতি ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(ঞ) যে সকল কর্মকর্ত/কর্মচারী ০১-০১-১৯৯৫ ও ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে অবসর প্রস্ত্ততিমূলক ছুটিতে থাকিবেন তাহারা উপরোক্ত বেতনবৃদ্ধির সুবিধা শুধুমাত্র পেনশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য হইবেন।

(ট) সকল পেনশনভোগীগণ তাহাদের ৩১-১২-১৯৯৪ তারিখে "নীট পেনশন"(যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এর উপর ১০% অবসর ভাতা বৃদ্ধি সুবিধা প্রাপ্য হইবেন যাহার অর্ধেক ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক ০১-০৭-১৯৯৫ তারিখে প্রদেয় হইবে।

(ঠ) অন্য আদেশে যাহাই থাকুক না কেন এই আদেশের মাধ্যমে বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করার ফলে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন নিজ নিজ স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় নির্ধারিত হওয়ার পর যে অংশ ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে প্রদেয় হইবে, সেই ব্যক্তিগত বেতন ও বাড়ী ভাড়া ভাতা, উৎসব ভাতা/উৎসব বোনাস, পেনশন ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলবেতন হিসাবে গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে এই আদেশ কার্যকর হওয়ার পূর্বে যাহারা নিজ নিজ বেতনস্কেলে সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছিয়াছেন এবং/অথবা এই আদেশের মাধ্যমে বেতনবৃদ্ধি প্রদান করার ফলে যে অংশটুকু ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে পাইয়াছেন তাহাদের ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তিগত বেতন মূল বেতন হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদানুসারে উপরে বর্ণিত আনুসঙ্গিক সুবিধাদি পাইবেন।

স্বাঃ-

(দবির উদ্দিন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩/০৭, তাং ২৫-০৮-১৪০০ বাং/০৮-০১-১৯৯৪ ইং

বিষয় ঃ **চাকুরী (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১।**

১৯৮৯ সালে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ উপ-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কয়েকটি ক্যাডারের কতিপয় পদের বেতন স্কেল টাকা ২৮০০—৪৪২৫ হইতে ৩৭০০—৪৮২৫ (বর্তমানে টাকা ৬৩০০—৮০৫০)তে উন্নীত করার ফলে অন্যান্য ক্যাডারের সমপর্যায়ের পদের বেতনস্কেলে কোন অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইয়াছে কি না তাহা পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ পেশ করার নিমিত্তে সরকার সংস্থাপন সচিব-কে সভাপতি করিয়া ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন।

২। কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক তাঁহাদের সুপারিশ যথাসময়ে সরকারের নিকট পেশ করেন। উক্ত কমিটির সুপারিশসমূহ বিবেচনাপূর্বক, সরকার “The Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-এর ৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত ক্যাডারভুক্ত পদসমূহের জাতীয় বেতন স্কেল, **১৯৯১** নিম্নলিখিতভাবে পুনঃনির্ধারণ করিয়াছেন ঃ—

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	বর্তমান জাতীয় বেতনস্কেল, **১৯৯১**	পুনঃ নির্ধারিত জাতীয় বেতনস্কেল, **১৯৯১**	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বি সি এস (গণপূর্ত)	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
২।	বি সি এস (সড়ক ও জনপথ)	ঐ	ঐ	ঐ	-
৩।	বি সি এস (জনস্বাস্থ্য)	ঐ	ঐ	ঐ	-
৪।	বি সি এস (টেলি কমিউনিকেশন)	বিভাগীয় প্রকৌশলী	ঐ	ঐ	-
৫।	বি সি এস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং)	নির্বাহী প্রকৌশলী/বিভাগীয় প্রকৌশলী	ঐ	ঐ	-

১	২	৩	৪	৫	৬
৬।	বি সি এস (রেলওয়ে এন্ড ট্রান্সপোর্ট কমার্শিয়াল)	বিভাগীয় ট্রান্সপোর্টেশন/কমাশিয়াল অফিসার	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
৭।	বি সি এস (বন)	বিভাগীয় বন অফিসার/উপ-বন সংরক্ষক	ঐ	ঐ	-
৮।	বি সি এস (পশুসম্পদ)	জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	ঐ	ঐ	-
৯।	বি সি এস (পশুসম্পদ)	উপ-পরিচালক	৬৩০০—৮০৫০	৭১০০—৮৭০০	নিম্ন পদ জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার বেতন স্কেল টাকা ৬৩০০—৮০৫০ পুনঃ নির্ধারিত করায়।

৩। বি সি এস (বিচার) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের কাজের প্রকৃতি ও স্বাতন্ত্রের প্রেক্ষিতে সরকার বি সি এস বিচার ক্যাডারের নিম্নে পদসমূহের বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ নিম্নলিখিতভাবে পুনঃনির্ধারণ করিয়াছেন ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	বর্তমান জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯১	পুনঃ নির্ধারিত জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯১	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	সাব-জজ	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
২।	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রাজজ	৬৩০০—৮০৫০	৭১০০—৮৭০০	-
৩।	জেলা ও দায়রা জজ	৭১০০—৮৭০০	৭৮০০—৯০০০	জেলা ও দায়রা-জজ পদের সিলেকশন গ্রেড ২০% বর্তমানে জাতীয় বেতন স্কেল টাকা ৮৬০০—৯৫০০ তে অপরিবর্তিত থাকিবে।

৪। বি, সি, এস (গণপূর্ত), বি, সি, এস (জন স্বাস্থ্য), বি, সি, এস (সড়ক ও জনপথ), বি সি এস (টেলিকমিউনিকেশন) এবং বি, সি, এস (বন) ক্যাডারের টাঃ ৪১০০—৬৫০০ বেতনক্রমভুক্ত দ্বিতীয় স্তরের পদসমূহের কর্মকর্তাগণ প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা (সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) সম্পন্ন করিলে টাকা ৪৮০০—৭২৫০ বেতনক্রম প্রাপ্য হইবেন। যে সকল ক্যাডারের টাকা ৪১০০—৬৫০০ বেতনক্রম প্রমোশন পদ নাই, সেই সকল ক্যাডারের প্রথম স্তরের (1st tier) কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) সম্পন্ন করিলে দ্বিতীয় স্তরের (2nd tier) পদে (পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে) টাকা ৪৮০০—৭২৫০/- বেতনক্রমে পদোন্নতি পাইবেন। উপরোক্ত টাকা ৪১০০—৬৫০০ বেতনক্রমভুক্ত বর্তমান পদধারীগণ যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর পদে ৫ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন করেন নাই এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই তাঁহারা বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১-এর টাঃ ৪১০০—৬৫০০ বেতনস্কেলেই বেতন আহরণ করিবেন। সরকারি নন-ক্যাডারভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৌশলীগণের ক্ষেত্রেও একই শর্তাদি প্রযোজ্য হইবে।

৫। বি, সি, এস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং বি, সি, এস (রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমার্শিয়াল) এই দুটি ক্যাডারের টাকা ৪১০০—৬৫০০ বেতনস্কেলে প্রমোশন পদ নাই বিধায় ইহার প্রথম স্তরের কর্মকর্তাগণ প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) সম্পন্ন করিলে দ্বিতীয় স্তরের (2nd tier) পদে (পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে) টাকা ৪৮০০—৭২৫০ বেতনক্রম প্রাপ্য হইবেন।

৬। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাধীন সরকারি দপ্তরের নন-ক্যাডারসহ স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের টাকা ৪৮০০—৭২৫০ (জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১) স্কেলভুক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি পদের বেতনক্রম টাকা ৬৩০০—৮০৫০ তে উন্নীত করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি পদের পদধারী কর্মকর্তাগণ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম ১০ বৎসর চাকুরী পূর্তি করিয়াছেন, শুধুমাত্র তাঁহারাই উক্ত উন্নীত জাতীয় বেতনক্রম টাকা ৬৩০০—৮০৫০ প্রাপ্য হইবেন।

৭। এই আদেশ, জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(মোতাহার হোসেন)

অতিরিক্ত অর্থ সচিব (প্রশাসন)
অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩/২১৮, তারিখ ঃ ১৮-০৭-১৪০২ বাং/০২-১১-১৯৯৫ইং।

বিষয় ঃ **বিভিন্ন ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতনস্কেলের অসামঞ্জস্য নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত বেতন বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসংগে।**

সরকার বিগত ১৯-০৩-১৯৯৪ ইং তারিখের সম/(বিধি-৫)/৮৭/৯৪/১৪ প্রজ্ঞাপন বিভিন্ন ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন স্কেলের কোন অসামঞ্জস্য আছে কি-না এবং থাকিলে তাহা নিরসনের লক্ষ্যে সার্বিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া পূর্ণাংগ সুপারিশমালা পেশ করিবার জন্য ৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা উপ-কমিটি গঠন করেন।

২। কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক একটি অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করেন। উক্ত কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশসমূহ বিবেচনাপূর্বক, সরকার "The Services (Re-organization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত ক্যাডারভুক্ত পদসমূহের জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ নিম্নলিখিতভাবে পুনঃ নির্ধারণ করিয়াছে ঃ

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	বর্তমান জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯১	পুনঃ নির্ধারিত জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯১	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বিসিএস (গণপূর্ত)	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
২।	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
৩।	বিসিএস (জন স্বাস্থ্য)	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
৪।	বিসিএস (টেলি কমিউনিকেশন)	বিভাগীয় প্রকৌশলী	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
৫।	বিসিএস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং)	নির্বাহী প্রকৌশলী/বিভাগীয় প্রকৌশলী	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-

১	২	৩	৪	৫	৬
৬।	বিসিএস (রেলওয়ে এন্ড ট্রান্সপোর্ট কমার্শিয়াল)	বিভাগীয় ট্রান্সপোর্টেশন/কমার্শিয়াল অফিসার	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
৭।	বিসিএস (বন)	বিভাগীয় বন অফিসার/উপ-বন সংরক্ষক	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
৮।	বিসিএস (পশুসম্পদ)	জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	৪৮০০—৭২৫০	৬৩০০—৮০৫০	-
৯।	বিসিএস (পশুসম্পদ)	উপ-পরিচালক	৬৩০০—৮০৫০	৭১০০—৮৭০০	নিম্নপদ জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার বেতনস্কেল টাঃ ৬৩০০—৮০৫০ পুনঃ নির্ধারিত করায়।
১০।	বিসিএস (বিচার)	সাব-জজ	৪৮০০—৭২৫০	৪৮০০—৭২৫০	৫ বৎসর সিনিয়র স্কেলে সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদে ১০ বৎসর চাকুরীর পর জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে ৫০% হারে সিলেকশন গ্রেড (৬৩০০—৮০৫০) প্রাপ্য।
১১।	বিসিএস (বিচার)	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ	৬৩০০—৮০৫০	৬৩০০—৮০৫০	২ বৎসর ৫ম গ্রেডে স্কেলে সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদে ১২ বৎসর চাকুরীর পর জ্যৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে ৫০% হারে সিলেকশন গ্রেড (৭১০০—৮৭০০) প্রাপ্য।
১২।	বিসিএস (বিচার)	জেলা ও দায়রাজজ	৭১০০—৮৭০০	৭৮০০—৯০০০	জেলা ও দায়রাজজ পদে সিলেকশন গ্রেড ২০% বর্তমান জাতীয় বেতনস্কেলে ৮৬০০—৯৫০০ তে অপরবর্তিত থাকিবে।

৩। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিনিয়র সহকারী সচিব, ইত্যাদি ও ক্যাডারের সমপর্যায়ের অন্যান্য পদধারী ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদে ১০ (দশ) বৎসর চাকুরী পূর্তি ও সিনিয়র স্কেলে কর্মরত কর্মকর্তাগণ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মোট সিনিয়র স্কেল পদের ৫০% সিলেকশন গ্রেড হিসাবে ৬৩০০—৮০৫০ টাকার বেতন স্কেল প্রাপ্য হইবেন।

৪। পারস্পরিক বদলীযোগ্য একই পদ হওয়ায় বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের বর্তমান ৬ষ্ঠ (টাকা ৪৮০০—৭২৫০) ভুক্ত ৫৪টি এস, পি/সমমানের পদকে (যথা এ আই, জি ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার, ইত্যাদি) প্রশাসনিক জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে ৫ম গ্রেডে (টাকা ৬৩০০—৮০৫০) উন্নীত করা হইল।

৫। বিসিএস (গণপূর্ত), বিসিএস (জনস্বাস্থ্য), বিসিএস (সড়ক ও জনপথ), বিসিএস (টেলিকমিউনিকেশন) এবং বিসিএস (বন) ক্যাডারের টাকা ৪১০০—৬৫০০ বেতনক্রমভুক্ত দ্বিতীয় স্তরের পদসমূহের কর্মকর্তাগণ প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা (সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) সম্পন্ন করিলে টাকা ৪৮০০—৭২৫০ বেতনক্রম প্রাপ্য হইবেন। যে সকল ক্যাডারে টাকা ৪১০০—৬৫০০ বেতনক্রমে প্রমোশন পদ নাই, সেই সকল ক্যাডারের প্রথম স্তরের (1^{st} tier) কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) সম্পন্ন করিলে দ্বিতীয় স্তরের (2^{nd} tier) পদে (পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে) টাকা ৪৮০০—৭২৫০ বেতনক্রমে পদোন্নতি পাইবেন। উপরোক্ত টাকা ৪১০০—৬৫০০ বেতনক্রমভুক্ত বর্তমান পদধারীগণ যাহারা প্রথম শ্রেণীর পদে ৫ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন করেন নাই এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, তাঁহারা বর্তমান জাতীয় স্কেল, ১৯৯১ এর টাকা ৪১০০-৬৫০০ বেতন স্কেলেই বেতন আহরণ করিবেন।

৬। বিসিএস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং বিসিএস (রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমার্শিয়াল) এই দুইটি ক্যাডারে টাকা ৪১০০—৬৫০০ বেতনস্কেলে প্রমোশন পদ নাই বিধায় ইহার প্রথম স্তরের কর্মকর্তাগণ প্রচলিত সরকারি বিধি বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) সম্পন্ন করিলে দ্বিতীয় স্তরের (2^{nd} tier) পদে (পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে) টাকা ৪৮০০—৭২৫০ বেতনক্রম প্রাপ্য হইবেন।

৭। এই আদেশ ০৮-০১-১৯৯৪ তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

৮। বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ হইতে জারীকৃত স্মারক নং অম/অবি (বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩/০৭, তারিখ ০৮-০১-১৯৯৪ (যাহা স্থগিত ছিল) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(শামসুজ্জামান চৌধুরী)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

বাস্তবায়ন-১

নং অম/অবি (বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩/২২৫, তারিখ ঃ ২৮-০৭-১৪০২ বাং/১২-১১-১৯৯৫ইং।

বিষয় ঃ **বিভিন্ন ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনস্কেলের অসামঞ্জস্য নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত বেতন বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির অন্তবর্তীকালীন সুপারিশ বাস্তবায়ন।**

"বিভিন্ন ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতনস্কেলের অসামঞ্জস্য নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত বেতন বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসংগে" বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ হইতে ০২-১১-১৯৯৫ তারিখে জারীকৃত অম/অবি (বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩/২১৮ নম্বর আদেশটি সরকার নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

(ক) উপরে বর্ণিত ০২-১১-১৯৯৫ তারিখের আদেশের বিষয়টি এই আদেশের বিষয় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) বর্ণিত আদেশের অনুচ্ছেদ নং ৫ এর শেষে নিম্নোক্ত কথাগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ— "সরকারি নন-ক্যাডারভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৌশলীগণের ক্ষেত্রেও একই শর্তাদি প্রযোজ্য হইবে।"

(গ) বর্ণিত আদেশের অনুচ্ছেদ নং ৬-এর পরে নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ নং ৭ সংযোজিত হইবে ঃ—

"বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় বেতনস্কেলের আওতাধীন সরকারি দপ্তরের নন-ক্যাডারসহ স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের টাকা ৪৮০০—৭২৫০ (জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১) স্কেলভুক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি পদের বেতনক্রম টাকা ৬৩০০—৮০৫০-তে উন্নীত করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান স্থপতি পদের পদধারী কর্মকর্তাগণ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম ১০ (দশ) বৎসর চাকুরী পূর্তি করিয়াছেন, শুধুমাত্র তাঁহারই উক্ত উন্নীত জাতীয় বেতনক্রম টাকা ৬৩০০—৮০৫০ প্রাপ্য হইবেন।

(ঘ) বর্ণিত আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮ যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ৮ ও ৯ হিসাবে গণ্য হইবে।

(শামসুজ্জামান চৌধুরী)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি (বাস্ত-১)/বৈঃ স্কেঃ উঃ (প. বন)-৮/২০০৭/১৪ তারিখ ঃ ১৩ মাঘ ১৪১৫ / ২৬ জানুয়ারি ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী/জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট পদের বেতনস্কেল নিম্নরূপভাবে ও শর্তে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

পদের নাম	বিদ্যমান বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী	উন্নীত বেতনস্কেল
বন প্রহরী/জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট	টাঃ ২৫০০-৪৫৯০ (১৯ নং স্কেল)	টাঃ ২৮৫০-৫৪১০ (১৭ নং স্কেল)

শর্ত ঃ

১। এ উন্নীত বেতনস্কেল আদেশ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। উন্নীত বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণকালে BSR Part-1 এর ধারা 42(1) (ii) এর বিধান অনুযায়ী ধাপে মিললে ধাপে, ধাপে না মিললে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা পিপি (Personal Pay) হিসেবে প্রদান করতে হবে। উক্ত পিপি (Personal Pay) পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

(রাজিয়া বেগম এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অধিশাখা-৩

নং অম/অবি/বাস্ত-৩/বৈঃ স্কেঃ নিঃ (বিমান-২১)/২০০৬/২২ তারিখ ঃ ১৩ মাঘ ১৪১৫ / ২৬ জানুয়ারী ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

সরকার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী পদের বেতনস্কেল নিম্নরূপে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

পদের নাম	বিদ্যমান বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী)	উন্নীত বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী)
সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী	টাঃ ২৫০০-৪৫৯০ (১৯ নং স্কেল)	টাঃ ২৮৫০-৫৪১০ (১৭ নং স্কেল)

শর্ত ঃ

১। এ উন্নীত বেতনস্কেল আদেশ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। আরও শর্ত থাকে যে, উন্নীত বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণকালে BSR Part-1 এর ধারা 42(1) (ii) এর বিধান অনুযায়ী ধাপে মিললে ধাপে, ধাপে না মিললে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা পিপি (Personal Pay) হিসেবে প্রদান করতে হবে। উক্ত পিপি (Personal Pay) পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

(রাজিয়া বেগম এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা

নং অম/অবি (বাস্ত-৪)/প্রম-৯(বেতন সমতা)/২০০৬/১৩৭ তারিখ ঃ ৩ আশ্বিন ১৪১৪ / ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭

প্রজ্ঞাপন

সরকার জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এন এস আই) এর ফিল্ড অফিসার, জুনিয়র ফিল্ড অফিসার এবং ওয়াচার কনস্টেবল ও পিজি কনস্টেবল পদের বেতনস্কেল নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

পদের নাম	বিদ্যমান বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী)	পুনঃ নির্ধারিত বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল, ২০০৫ অনুযায়ী)
ফিল্ড অফিসার	৩৭০০—৮০৬০	৪১০০—৮৮২০
জুনিয়র ফিল্ড অফিসার	৩১০০—৬৩৮০	৩৩৩০—৬৯৪০
ওয়াচার কনস্টেবল এবং পিজি	২৬০০—৪৮৭০	২৮৫০—৫৪১০

কনস্টেবল

২। এই পুনঃনির্ধারিত বেতনস্কেল নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে কার্যকর হবে ঃ

(ক) নুতন নিয়োগের ক্ষেত্রে এনএসআই'র পিজি কনষ্টেবল/ওয়াচার কনষ্টেবলগণ এসএসসি পাশ হতে হবে এবং তদানুযায়ী নিয়োগবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করতে হবে;

(খ) পিজি কনষ্টেবল/ওয়াচার কনষ্টেবল একই পদে ১২ ও ১৫ বছর চাকুরী পূর্তির পরে সন্তোষজনক চাকুরী রেকর্ডের ভিত্তিতে যথাক্রমে ১ম ও ২য় পরবর্তী উচ্চতর বেতনস্কেল টাইমস্কেল হিসেবে (সর্বোচ্চ ২টি) প্রাপ্য হবেন;

(গ) এই পুনঃ নির্ধারিত বেতনস্কেলের আর্থিক সুবিধা আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

(রাজিয়া বেগম এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ ও প্রবিধি)।
ফোন-৯৫৬৫৭৩৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অধিশাখা-৪

নং **অম/অবি (বাস্ত-৪)/বেঃ স্কেঃ নিঃ (কারিগরী)-৯০/২০০৪/১৬২** তারিখ, ২৫ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **The Services (Grades, Pay And Allowances) Order, 1977**

সূত্র ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শাঃ ১৫/বেতন স্কেল-৬/৯৭/৪৮৪, তারিখ-২২-৮-২০০৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ৩১-৭-৭৮ তারিখের এম. এফ. (আইডি)-১১/১(জি)-৭/৭৮ (পিটি)/৮৬৯, ১৫-৯-৭৯ তারিখের এম. এফ. (আইডি)-১৩/৭৭/১০১৩, ১৭-১২-১৯৮০ তারিখের এম. এফ. (আইডি)-১১/আর/(জি)-৬/৭৮/১৭১৫, ২৭-৬-৬৪ তারিখের ১ ইউ-১১৮/৬৩/১৬৪ ও ৭-৯-৭৩ তারিখের এম. এফ. (আইসি)-২/৭৩/১নং অফিস স্মারক সমূহের নির্দেশাবলীর আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন

পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটসমূহের ড্রাফটসম্যান পদের বেতনস্কেল, জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৭৭ অনুযায়ী নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারণে নির্দেশক্রমে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হল ঃ

অফিসের নাম	পদের নাম	অর্থ বিভাগ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত ৩০-৬-৭৩ তারিখের বেতনস্কেল (আরপিএস)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত ১-৭-৭৩ তারিখের বেতনস্কেল (এনপিএস)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত ১-৭-৭৭ তারিখের নতুন জাতীয় বেতনস্কেল (এনএনপিএস)	বেতন স্কেল নির্ধারণের শর্ত/ভিত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬
কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটসমূহ	ড্রাফটসম্যান	টাঃ ২১০-৪০০/-	টাঃ ৩১০-৬৭০/-	টকাঃ ৪৭০-১১৩৫/- (১১ নং স্কেল) টাঃ ৬২৫-১৩১৫/- (১০ নং স্কেল) সিলেকশন গ্রেড	The East Pakistan Local Council Services Rules. 1968 অনুযায়ী ঃ Passed Draftsmanship Overseer/Diploma holder.

শর্তাদি ঃ

(১) উপরের ছকের ৫নং কলামে নির্ধারিত বেতনস্কেল ১/৭/৭৭ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

(২) জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৭৭ অনুযায়ী প্রদত্ত সিলেকশন গ্রেড corresponding জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ৫১০০-১০৩৬০/- টাকা ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এতদসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে মোট মঞ্জুরীকৃত পদের ৫০% পদে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হবে। সিলেকশন গ্রেডের এই সুবিধা আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটসমূহের ড্রাফটসম্যান পদে সরাসরি নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা-ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের যোগ্যতা সন্নিবেশ পূর্বক যথাশীঘ্র নিয়োগবিধি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে হবে।

(৪) অর্থ বিভাগের ৬-৮-২০০৭ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বেঃ স্কেঃ নিঃ (কারিগরী)-৯০/২০০৪/১১৪ নং স্মারকটি এতদ্বারা সংশোধন করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(রাজিয়া বেগম, এনডিসি**)**
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অধিশাখা-৪

নং **অম/অবি (বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩** তারিখ ঃ ২৫ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ৯ জুলাই ২০০৮ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৫ এর আওতায় সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ।**

সূত্র ঃ নং-সিজিএ/পদ্ধতি-১/জাঃ বেঃ স্কেঃ/৫৩৫/খণ্ড-২/৩৩৩ তারিখ ঃ ২২-৬-২০০৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকের তথ্য অনুযায়ী অর্থ বিভাগের ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749 নং স্মারকের ধারাবাহিকতায় তৎকালীন মহা হিসাব রক্ষক (সিভিল) কার্যালয়ের ২৫-০১-১৯৮২ তারিখের নিঃ/সমন্বয়/৫৩/৪৩/১১৮ নং স্মারক জারী করা হয়।

২। পরবর্তীতে হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে ১৫-০৩-২০০৬ তারিখের সিজিএ/পদ্ধতি-১/জাঃবেঃস্কেঃ/৫৩৫/২০০৫/৪৮ নং পত্র জারী এবং পুনরায় ২৪-০৪-২০০৬ তারিখের সিজিএ/পদ্ধতি-১/জাঃবেঃস্কেঃ/৫৩৫/২০০৫/২৬৪৩ (১০০) নং স্মারক দ্বারা বর্ণিত ৪৮ নং পত্র বাতিল করায় সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

৩। উদ্ভুত জটিলতা নিরসনকল্পে অর্থ বিভাগের ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749 নং স্মারক এবং মহা হিসাব রক্ষক (সিভিল) কার্যালয়ের ২৫-০১-১৯৮২ তারিখের নিঃ/সমন্বয়/৫৩/৪৩/১১৮ নং স্মারক অনুযায়ী জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৫ বাস্তবায়নের তারিখ অর্থাৎ ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড বেতন নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অর্দ্ধেন্দু শেখর রায়
উপ-সচিব।
ফোন ঃ ৯৫৬৫৭৩৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অধিশাখা-৪

নং অম/অবি/(বাস্তঃ-৪)/বিবিধ-২৩ (সমতা)/০৮/১৫২ তারিখ ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বিষয় ঃ **একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ সিজিএ/পদ্ধতি-১/৫০৯/খণ্ড-১/সিএন্ডও/সিএন্ডএজি/৩৮৭, তারিখ ঃ ২১-০৮-২০০৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর আওতায় একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বেতন সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নির্ধারণের কারণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বেতন বৈষম্য নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বেতন কনিষ্ঠ কর্মকর্তার ০১-০১-২০০৫ তারিখে প্রাপ্ত বেতনের সাথে সমতা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

ড. অর্দ্ধেন্দু শেখর রায়
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অধিশাখা-৪

নং **অম/অবি/(বাস্তঃ-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১৫১** তারিখ ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর আওতায় সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ।**

সূত্র ঃ সিজিএ/পদ্ধতি-১/জাঃ বেঃ স্কেঃ/৫৩৫/খণ্ড-২/২০০৫/৩৮৯, তারিখ ঃ ২৫-০৮-২০০৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ বিভাগের ০৯-৭-২০০৮ তারিখের অম/অবি/(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১৬/০৭/১১৩ নং স্মারকে অর্থ বিভাগের ২৬-১২-১৯৮০ তারিখের MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749 নং স্মারক এবং মহা হিসাব রক্ষক (সিভিল) কার্যালয়ের ২৫-১০-১৯৮২ তারিখের নিঃ/সমন্বয়/৫৩/৪৩/১১৮ নং স্মারক অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৫ বাস্ত-বায়নের তারিখে অর্থাৎ ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতন সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নির্ধারণের নির্দেশনা দেয়া হয়। অন্যদিকে সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের ১০-০৫-৮৩ তারিখের ৭৪ নং বিজ্ঞপ্তির (ক) অনুচ্ছেদ বিদ্যমান থাকায় বেতন নির্ধারণে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে সূত্রোক্ত স্মারকে অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে।

২। সে প্রেক্ষিতে ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত ক্যাডার অফিসারদের বেতন সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া হলো ঃ

(ক) সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বেতন সিলেকশন গ্রেডের সমতুল্য ধাপে নির্ধারণ হবে;

(খ) যদি সমতুল্য ধাপ না থাকে তাহলে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট অংক ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) হিসেবে গণ্য হবে। এই ব্যক্তিগত বেতন পরবর্তী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এর সাথে সমন্বয় হবে।

ড. অর্দ্ধেন্দু শেখর রায়
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং **অম/অবি/(বাস্তঃ-১)বেঃ সমতা-৪/৯৪/৫৩,** তারিখ ঃ ২০ চৈত্র ১৪০১ /৩ এপ্রিল ১৯৯৫

বিষয় ঃ **একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত একই পদে ও একই স্কেলে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ প্রসংগে।**

উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রবর্তনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত একই পদে ও একই স্কেলে একজন জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা জাতীয় বেতন স্কেল আদেশ, ১৯৯১ জারীর পূর্বে এবং/বা পরে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী হিসাবে একই পদে ৮/১২ বৎসর চাকুরী পূর্তির ভিত্তিতে ১টি বা ২টি উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে নিম্ন ও পদোন্নতি প্রাপ্ত উভয় পদে তাঁহার কনিষ্ঠ কর্মকর্তা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী হিসাবে জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ আদেশ জারীর পূর্বে এবং/বা পরে ১২ ও ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির ভিত্তিতে ২টি বা ৩টি উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্তির কারণে বেশী বেতন পাইতেছেন/পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণী পদে পদোন্নতি প্রাপ্তির পূর্বে নিম্ন পদ অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর পদে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) কম/বেশী পাওয়ার কারণে এই বেতন বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

২। উপরোক্ত কারণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার মধ্যে সৃষ্ট বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে সব ক্ষেত্রে একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত একই পদে ও একই স্কেলে নিম্নপদ ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত উভয় পদে জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা তাঁহার কনিষ্ঠ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হইতে একই স্কেলে বেতন কম পাইতেছেন/পাইবেন, সে সব ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, কনিষ্ঠ কর্মকর্তা হইতে বেতন কম পাইতেছেন/পাইবেন, সেই তারিখে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনের সাথে সমান করা যাইতে পারে এবং পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বেতনের অসমতা যাহাতে পুনরায় না দেখা দেয় সেই জন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের সাথে একই করা যাইতে পারে।

৩। চাকুরী রেকর্ড সন্তোষজনক না থাকার কারণে বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে সেক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে না।

৪। এই আদেশ ০১-৭-১৯৯১ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(মোঃ ফারুক শিকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং **অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/আর-১৮/৮৯/১১,** তারিখঃ ২৬-২-১৯৯২ ইং / ১৩-১১-১৩৯৮ বাং

অফিস আদেশ

সরকার ১-৭-৯১ ইং হইতে সকল সরকারি/স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ প্রবর্তন করিয়াছেন। জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১-তে বেতন নির্দ্ধারণ করার পর দেখা যাইতেছে যে, একই ক্যাডার/পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখের ভিন্নতার কারণে, কোন কোন ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী হইতে অধিক বেতন প্রাপ্য হইতেছেন।

২। উপরোক্ত কারণে একই ক্যাডার/পদে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য দূরীকরণের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, একই ক্যাডার/পদে সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী যাহার বেতন ৩০-৬-১৯৯১ইং তারিখে কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনের কম ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তির কারণে, কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন হইতে বেশী হইয়াছে, এইরূপ ক্ষেত্রে একই ক্যাডার/পদে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ, কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির তারিখে আগাইয়া আনিয়া কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখে নির্ধারিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা অন্য কোন প্রকার বেতন প্রদানের কারণে যদি কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী হইতে বেশী বেতন প্রাপ্য হন তবে সেই ক্ষেত্রে বেতনের সমতা আনয়নের ব্যাপারে উপরোক্ত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে না।

৩। এই আদেশ ১-৭-১৯৯১ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাঃ
(মোঃ ফারুক সিকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা

নং **অম/অবি/(বাস্তঃ-৪)/বিবিধ-২৩(সমতা)/২০০৮/৫৭** তারিখ ঃ ২২-৭-২০০৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **বেতন সমতাকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **নং সিজিএ/পদ্ধতি-১/জাঃ বেঃ স্কেঃ/৫৩৫/খণ্ড-২/৬১৩,** তারিখ ঃ ০৭-০৬-২০০৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন বিসিএস (পশু সম্পদ) ক্যাডারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ডাঃ ফনী ভূষণ মন্ডল, উপ-পরিচালক, বিভাগীয় পশু

সম্পদ দপ্তর, ঢাকা এবং কনিষ্ঠ কর্মকর্তা জনাব নিরঞ্জন কুমার সরকার, জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, শেরপুর এর মধ্যে বেতন সমতাকরণের বিষয়টি পরীক্ষান্তে দেখা যায় জাতীয় বেতনস্কেল/০৫ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ১৫০০০-১৯৮০০/- (৪র্থ স্কেল) এবং কনিষ্ঠ কর্মকর্তা ১৩৭৫০-১৯২৫০/- (৫ম স্কেল) টাকার স্কেলে বেতন আহরণ করছেন। বেতন সমতাকরণের ক্ষেত্রে একই পদে সমস্কেলে বেতন আহরণ করা পূর্ব শর্ত। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তা ভিন্ন ভিন্ন বেতনস্কেলে বেতন আহরণ করছেন।

২। এমতাবস্থায়, আলোচ্য জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তাগণ ২টি ভিন্ন বেতনস্কেলে বেতন আহরণ করছেন বিধায় তাদের মধ্যে বেতন সমতা করণের কোন সুযোগ নেই।

মতিউর রহমান
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অধিশাখা-২

নং **অম/অবি/(বাস্তঃ-২) বেঃবৈঃদুঃ(সংস্থাপন)-৩/২০০৬/২২০** তারিখ ঃ ১২-৯-২০০৭ খ্রিঃ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **শর্টহ্যান্ড ও টাইপিংয়ে দক্ষতা প্রদর্শন হেতু অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তিতে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী কনিষ্ঠ কর্মচারী অপেক্ষা কম বেতন পাওয়ার প্রেক্ষিতে তা সমতাকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নথি নং-সম (প্রঃ৩)-বিবিধ-২০/২০০৭ এর মাধ্যমে প্রেরিত প্রস্তাব।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল জ্যেষ্ঠ কর্মচারী জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ জারীর পূর্বে শর্টহ্যান্ড ও টাইপিংয়ে দক্ষতা প্রদর্শন হেতু ২টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন, তাঁরা, যে সকল কনিষ্ঠ কর্মচারী জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ জারীর পর উল্লিখিত ২টি ইনক্রিমেন্টের সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের থেকে কম বেতন পাচ্ছেন। এর কারণ হলো জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ জারীর পর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের হার জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯৭ এর ইনক্রিমেন্টের হারের চেয়ে বেশী। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

২। উপর্যুক্ত কারণে অর্থ বিভাগের ৩০-৮-১৯৯৯ তারিখের অম/অবি/বাস্ত-৬/শিল্প-১/৯৯/৮০ নং স্মারকের ধারাবাহিকতায় জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীর সৃষ্ট বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যেসব ক্ষেত্রে একই স্কেলে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী, কনিষ্ঠ কর্মচারী থেকে বেতন কম পাচ্ছেন বা পাবেন, সেসব ক্ষেত্রে যে তারিখ হতে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী কনিষ্ঠ কর্মচারী অপেক্ষা কম বেতন পাচ্ছেন বা প্রাপ্য হবেন, সে তারিখে জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বেতন কনিষ্ঠ কর্মচারীর বেতনের সাথে সমান করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীর মধ্যে যাতে বেতনের অসমতা দেখা না দেয়, সে জন্য জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখ কনিষ্ঠ কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখের সাথে এক করা যেতে পারে।

৩। এ আদেশ ১-১-২০০৫ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

(বিমান বিহারী বড়ুয়া)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা।

নং **অম/অবি/(বাস্তঃ-৪)বেঃস্কেঃনিঃ(রাকা)-৩/২০০৯/৬১** তারিখ ঃ ০২-৮-২০০৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকালীন সময় মোট চাকুরীকাল থেকে বাদ যাবে কিনা এবং পেনশন মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেও উক্ত বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকালীন সময় মোট চাকুরীকাল থেকে বাদ যাবে কিনা সে বিষয়ে মতামত সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ **রাকা(আপন)/প্রশাঃ- ১এ ১৫-৮৮-০৫-২০০৯/২১৫৫ তারিখ ঃ ১২-৫-২০০৯ খ্রিঃ**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের, আপন বিভাগের কতিপয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিতে স্থগিত টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে চাকুরীকাল গণনার বিষয়ে অর্থ বিভাগের অম/অবি (বাস্ত-২)বেঃস্কেঃনিঃ (রাকা)-৪৪/০৭/২৬৭ তারিখ ঃ ২৬-১১-০৭ স্মারকে টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক চাকুরীকাল গণনা করে টাইমস্কেল প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। আলোচ্য টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রেও জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ৭(১) এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের চাকুরী সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে টাইমস্কেল প্রাপ্য হবেন।

মতিউর রহমান
উপ-সচিব।
ফোন-৭১৬১৪৩৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা।

নং **অম/অবি/(বাস্তঃ-৪)বেঃস্কেঃনিঃ(শিক্ষা-৯)/০৭/১৮৩** তারিখ ঃ ০৩-১২-২০০৭

বিষয় ঃ **সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কর্মরত সহকারী শিক্ষক (টেকনিক্যাল/কৃষি শিক্ষা) পদের বেতনস্কেল ২১০০-৪৩১৫ টাকা হতে ৩৪০০—৬৬২৫ টাকার স্কেলে উন্নীতকরণের প্রেক্ষিতে টাইমস্কেল প্রাপ্তগণের বেতন নির্ধারণ।**

সূত্র ঃ **সিজিএ/পদ্ধতি-১/৪৭৯/১১১** **তারিখ ঃ ১১-১০-২০০৭**

অর্থ বিভাগের ২২-৫-২০০৪ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-২)বেঃস্কেঃনিঃ(শিক্ষা-৬১)/২০০৩/৫১৮ নং স্মারকের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৬২টি ডাবল শিফটভুক্তসহ ৩১৬টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কর্মরত কৃষি বিষয়ে তিন বছর মেয়াদী দ্বিতীয় বিভাগে ডিপ্লোমাধারী সহকারী শিক্ষক (টেকনিক্যাল/কৃষি শিক্ষা) এর ৩৭৮টি পদের উন্নীত বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার নিম্মোক্ত নীতিমালা অনুসরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) বর্ণিত পদসমূহের বেতনস্কেল উন্নীত হওয়ার পূর্বে যিনি যে সংখ্যক টাইমস্কেল পেয়েছেন/প্রাপ্য হয়েছেন, উন্নীত স্কেলের উপরে সেই সংখ্যক টাইমস্কেল গণনা করে বেতনস্কেল উন্নীত করার অব্যবহিত পূর্বে তার সর্বশেষ আহরিত/প্রাপ্য মূলবেতনের ভিত্তিতে স্কেল উন্নীতকরণের তারিখে এভাবে সরাসরি নির্ণীত সর্বশেষ স্কেলের কোন ধাপে মিললে ঐ ধাপে, ধাপে না মিললে বি, এস, আর ১ম খণ্ডের ৪২ (1) (ii) বিধি অনুসরণে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা পি.পি (Personal Pay) হিসেবে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত পি, পি (Personal Pay) পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিতে সমন্বয় হবে। উক্ত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণকালে মাঝখানে কোন বেতন স্কেলে/গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা যাবে না।

(খ) যিনি কোন টাইমস্কেল পাননি তার সর্বশেষ আহরিত/প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে বেতনস্কেল উন্নীতকরণের তারিখে উন্নীত স্কেলের কোন ধাপে মিললে ঐ ধাপে, ধাপে না মিললে বি, এস, আর ১ম খণ্ডের ৪২ (1) (ii) বিধি অনুসরণে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা পি.পি (Personal Pay) হিসেবে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত পি, পি (Personal Pay) পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিতে সমন্বয় হবে। তবে সর্বশেষ আহরিত/প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণকালে যদি দেখা যায় কারো বেতন সর্বশেষ স্কেলের নিম্নধাপের চেয়ে কম সেক্ষেত্রে তার বেতন সর্বনিম্ন ধাপে নির্ধারণ করতে হবে।

২। উন্নীত বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণের সময় যে সকল ক্ষেত্রে পূর্বে প্রাপ্ত/প্রাপ্য বেতন হ্রাস পেয়েছে/পাবে, সে সকল ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২৩-৯-১৯৯৬ তারিখের অম/অবি (বাস্ত-৪)/বেঃ নিঃ-১১/৯৩/৪৮ নং স্মারক অনুযায়ী পূর্বে প্রাপ্ত/প্রাপ্য বেতন সংরক্ষিত হবে।

স্বাক্ষর/-
৩-১২-২০০৭
(রাজিয়া বেগম, এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ ও প্রবিধি)।
অর্থ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

www.mof.gov.bd

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, শাখা-১

নং অম/অবি/(বাস্তঃ-১)জাঃবেঃস্কেল-১/২০০৯/২৬১

তারিখ ঃ ০৯/১২/২০০৯ খ্রিঃ / ২৫/০৮/১৪১৬ বাং

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রসঙ্গে।**

সরকার বেসামরিক ক্ষেত্রে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত ডিপ্লোধারীদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ন্যায় একই ধরনের/স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে একই বেতনস্কেল এবং সুবিধাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সরকারের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার লক্ষ্যে নার্সিং সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মফিজ উদ্দীন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের অফিস স্মারকের পুনঃ স্থলাভিষিক্ত হইবে]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-১

নং অম/অবি/(বাস্তঃ-১)স্কেল-২/৯১/৯২ তারিখ ঃ ১৯/০১/৯২ ইং / ২৭/৯/৯৮ বাং

অফিস স্মারক

জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ প্রবর্তনের পূর্বে অর্থাৎ ০১-০৭-১৯৯১ তারিখের পূর্বে পদোন্নতি/বিভাগীয় প্রার্থী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত/উদ্বৃত্ত হইয়া আত্মীকৃত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১তে নির্ধারিত বেতন, পদোন্নতি/বিভাগীয় প্রার্থী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত/উদ্বৃত্ত হইয়া আত্মীকৃত না হইলে, নিম্নতর পদের বেতন স্কেল/উচ্চতর (টাইম স্কেল)/সিলেকশন গ্রেড স্কেল/সিনিয়র স্কেল/ব্যক্তিগত বেতন স্কেল এর ভিত্তিতে তাঁহার জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ তে যে বেতন নির্ধারিত হইত, যদি তাহা অপেক্ষা কম হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন, ০১-০৭-১৯৯১ তারিখে জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ তে প্রথমে নিম্ন পদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে এবং অতঃপর উক্ত একই তারিখে অর্থাৎ ০১-০৭-১৯৯১ তারিখে তাঁহার বেতন, জাতীয় বেতন স্কেল আদেশ ১৯৯১ এর অনুচ্ছেদ ৬(২) অনুযায়ী পদোন্নতি/বিভাগীয় প্রার্থী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত/উদ্বৃত্ত হইয়া আত্মীকৃত পদের সংশ্লিষ্ট বেতন স্কেলে পুনঃ নির্ধারিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে পদোন্নতি/বিভাগীয় প্রার্থী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত/উদ্বৃত্ত হইয়া আত্মীকৃত পদের বেতন স্কেল, যদি নিম্নতর পদের বেতন স্কেলের সমান বা কম হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে নিম্নপদের বার্ষিক বর্ধিত বেতনের তারিখ অপরিবর্তিত থাকিবে।

২। এই আদেশ ০১-০৭-১৯৯১ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাঃ/-
(মোঃ ফারুক সিকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-৩

নং অম/অবি/(বা)-৩-সমতা-১/৯১/৩৬ তারিখ ঃ ২৪/০১/১৪০১ বাং / ০৭/০৫/১৯৯৪ ইং

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীগণের মধ্যে সৃষ্ট বেতন স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত।**

মন্ত্রণালয়/বিভাগের (উচ্চমান সহকারী এবং শাখা সহকারী) নিয়োগবিধি, ১৯৮৪ থেকে দেখা যায় ৩টি উৎস যথাঃ (১) পুল 'এ', (২) পুল 'বি' ও (৩) পুল 'সি' হতে উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী পদে পদোন্নতির বিধান রাখা হয়েছে। পুল 'এ' তে এলডিএ এবং এলডিএ-কাম-টাইপিস্ট, পুল 'বি' তে টাইপিস্ট এবং টাইপিস্ট-কাম-এলডিএ, পুল 'সি' তে রয়েছে স্টেনোটাইপিস্ট।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী যিনি নিম্নপদে (স্টেনোটাইপিস্ট পদে) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির পর উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী যিনি নিম্ন পদে (স্টেনোটাইপিস্ট পদে) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির পর পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁর (কনিষ্ঠ) থেকে ১টি বেতন স্কেল কম পাচ্ছেন। অনুরূপ একজন জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী যিনি নিম্ন পদে (টাইপিস্ট পদে) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির পর উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী যিনি নিম্ন পদে (টাইপিস্ট পদে) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির পর পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁর (কনিষ্ট) থেকে ১টি বেতন স্কেল কম পাচ্ছেন।

৩। পুল 'এ' হতে অর্থাৎ নিম্নমান সহকারী হতে উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীদের মধ্যে অনুরূপভাবে সৃষ্ট বেতন স্কেল বৈষম্য ইতিমধ্যে অর্থ বিভাগের ০১-০৪-৯২ ইং তারিখের স্মারক নং অম/অবি(বা)-৩-সমতা-১/৯১/৩২ এর মাধ্যমে দূরীকরণ করা হয়েছে। একইভাবে উপরের ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পুল 'বি' ও পুল 'সি' হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীদের মধ্যে সৃষ্ট বেতন স্কেল বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিষয়টি বিবেচনার পর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তি জনিত কারণে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী, একই পুল হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী থেকে ১টি বেতন স্কেল বেশী প্রাপ্ত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে একই পুল হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী যে তারিখ হতে ১টি বেতন স্কেল বেশী পেয়েছেন/প্রাপ্য হবেন, সে তারিখে জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীকে ১টি উচ্চতর স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল হিসেবে প্রদান করে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীর বেতন স্কেলের সমতা আনয়ন করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত স্কেলের ভিত্তিতে টাইম স্কেল প্রদেয় নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ উচ্চমান সহকারী পদের মূল বেতন স্কেলের ভিত্তিতেই উচ্চমান সহকারী পদে টাইম স্কেল প্রাপ্য হবেন, ব্যক্তিগত স্কেলের ভিত্তিতে নয়।

৪। পুল 'বি' হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বেতন স্কেল শুধুমাত্র পুল 'বি' হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত কনিষ্ঠ কর্মচারীর বেতন স্কেলের সমতাকরণের ক্ষেত্রে এবং পুল 'সি' হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বেতন স্কেল শুধুমাত্র পুল 'সি' হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত কনিষ্ঠ কর্মচারীর বেতন স্কেলের সমতাকরণের ক্ষেত্রে 'এ' আদেশ প্রযোজ্য হবে।

স্বাঃ-
মানিক লাল সমদ্দার
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, শাখা-৩

নং **অম/অবি/(বা)-৩-সমতা-১/৯১/৩২** তারিখ ঃ ০১/০৪/১৯৯২ ইং / ১৮/১২/১৩৯৮ বাং

বিষয় ঃ **জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীগণের মধ্যে বেতন স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত।**

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজন জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী যিনি নিম্ন পদে (নিম্নমান সহকারী পদে) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির পর উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী, যিনি নিম্ন পদে (নিম্নমান সহকারী পদে) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির পর পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁর (কনিষ্ঠ) থেকে ১টি বেতন স্কেল কম পাচ্ছেন।

২। উপরোক্ত কারণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীগণের মধ্যে বেতন স্কেলের যে বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তা দূরীকরণের জন্য বিষয়টি বিবেচনার পর, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তিজনিত কারণে যে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী তাঁর, জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী থেকে ১টি বেতন স্কেল বেশী প্রাপ্য হচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারী যে তারিখ হতে ১টি বেতন স্কেল বেশী পেয়েছেন/প্রাপ্য হবেন, সে তারিখে জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীকে ১টি উচ্চতর স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল হিসাবে প্রদান করে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/শাখা সহকারীর বেতন স্কেলের সমতা আনয়ন করা হবে।

মানিক লাল সমদ্দার
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-আর(জি)-৪/৮৭/১৬, তারিখ ঃ ০৭-০২-১৯৯৩ ইং / ২৫-১০-১৩৯৯ বাং

বিষয় ঃ **শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং-এ দক্ষতা প্রদর্শনহেতু অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তিতে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী কনিষ্ঠ কর্মচারী অপেক্ষা কম বেতন পাওয়ার প্রেক্ষিতে তা সমতাকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ১৪-৯-৮৬ ইং তারিখের এমএফ-এফডি(ইম্প)-৩-আর (জি)-১৬-৮৩(অংশ-১)/১৬১ এবং ১২-১১-৮৬ইং তারিখের এম এফ-এফডি(ইম্প)-৩-আর(জি)-১৬-৮৩(অংশ-১)/১৮০ নং স্মারক।

শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং-এ দক্ষতা প্রদর্শনহেতু ২টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদানের ফলে যে সব ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী, জাতীয় বেতন স্কেল '৯১ জারীর পূর্বে অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন, তাঁরা যে সব কনিষ্ঠ কর্মচারী, জাতীয় বেতন স্কেল, '৯১ জারীর পর অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন, তাঁদের অপেক্ষা কম বেতন পাচ্ছেন। এর কারণ হচ্ছে জাতীয় বেতন স্কেল, '৯১তে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হার, ১৯৮৫ সালের সংশোধিত নতুন বেতন স্কেলের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের হার অপেক্ষা বেশী। এতে করে কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীদের বেতন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

২। উপরোক্ত কারণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীর বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যে সব ক্ষেত্রে একই স্কেলে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী, কনিষ্ঠ কর্মচারী থেকে বেতন কম পাচ্ছেন/পাবেন, সে সব ক্ষেত্রে, যে তারিখ হতে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী, কনিষ্ঠ কর্মচারী থেকে বেতন কম পাচ্ছেন/প্রাপ্য হবেন, সেই তারিখে জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বেতন, কনিষ্ঠ কর্মচারীর বেতনের সাথে সমান করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বেতনের অসমতা যাতে পুনরায় না দেখা দেয়, সে জন্য জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখ, কনিষ্ঠ কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখের সাথে একই করা যেতে পারে।

৩। এ আদেশ ০১-০৭-১৯৯১ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

মানিক লাল সমদ্দার
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-আর(জি)-৪/৮৭/১৭, তারিখ ঃ ০৭-০২-১৯৯৩ ইং / ২৫-১০-১৩৯৯ বাং

বিষয় ঃ **সিলেকশন গ্রেড স্কেল-এর সাথে অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তিতে জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক, কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক অপেক্ষা কম বেতন পাওয়ার প্রেক্ষিতে তা সমতাকরণ প্রসংগে।**

সিলেকশন গ্রেড স্কেল-এর সাথে ৩টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদানের ফলে যে সব জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক, জাতীয় বেতন স্কেল '৯১ জারীর পূর্বে ৩টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন, তাঁরা, যে সব কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক, জাতীয় বেতন স্কেল '৯১ জারীর পর ৩টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন, তাঁদের অপেক্ষা কম বেতন পাচ্ছেন। এর কারণ হচ্ছে জাতীয় বেতন স্কেল '৯১তে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের হার, ১৯৮৫ সালের সংশোধিত নতুন বেতন স্কেলের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের হার অপেক্ষা বেশী। আরও দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-এর সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণকালে, ধাপে মিলে যাওয়ায়, পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন না। অপরদিকে, কোন কোন ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-এর সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণকালে, ধাপে না মিলায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণের সুবিধা পান। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে একজন জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক তাঁর কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক অপেক্ষা কম বেতন পাচ্ছেন। এতে করে, কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিকদের বেতন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

২। উপরোক্ত কারণে, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-এর বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যে সব ক্ষেত্রে সিলেকশন গ্রেড স্কেলে, জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক, কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক থেকে বেতন কম পাচ্ছেন/পাবেন, সে সব ক্ষেত্রে, যে তারিখ হতে জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক থেকে বেতন কম পাচ্ছেন/প্রাপ্য হবেন, সেই তারিখে জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-এর বেতন, কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-এর বেতনের সাথে সমান করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ-এর বেতনের অসমতা যাতে পুনরায় না দেখা দেয়, সে জন্য জ্যেষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখ, কনিষ্ঠ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-এর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখের সাথে একই করা যেতে পারে।

৩। এ আদেশ ০১-০৭-১৯৯১ইং তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

মানিক লাল সমদ্দার
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩(এসজি)-২/৮৯(অংশ)/৮৬, তারিখ ঃ ২৭-৮-৯৮ বাং / ১২-১২-৯১ ইং

প্রেরক ঃ মোঃ খোরশেদ আলম,
সহকারী সচিব।

প্রাপক ঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা,
(বেসামরিক সচিবালয়)
সিজিএ, ভবন, ঢাকা।

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কর্মরত বিসিএস(প্রশাসন) ক্যাডারের সিনিয়র সহকারী সচিব/সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত সহকারী সচিব/সহকারী সচিবদের জাতীয় বেতন স্কেল '৯১তে বেতন নির্ধারণের জন্য ৩টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) প্রদান প্রসংগে।**

জনাব,

উপরোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে আমি নির্দেশক্রমে জানাচ্ছি যে, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব, সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত সহকারী সচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদসমূহ পরস্পর বদলীযোগ্য পদ কি-না সে সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাঁদের ১০-১২-৯১ইং তারিখের সম (বিধি-৪) আরআর-১/৮৮-১২৫ নং অফিস স্মারক (অনুলিপি সংযুক্ত) মারফত জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব, সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত সহকারী সচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদসমূহ পরস্পর বদলীযোগ্য পদ। তবে, উক্ত ক্যাডারের অনুরূপ স্কেলভুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তা' প্রযোজ্য নয়। এমতাবস্থায়, জাতীয় বেতন স্কেল আদেশ, ১৯৯১-এর ৬(খ) ধারা মোতাবেক ১-৭-৯১ ইং তারিখে বেতন নির্ধারণকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব/সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদের কর্মকর্তাদের চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হতে ৩০-০৬-১৯৯১ইং তারিখ পর্যন্ত সময় গণনাপূর্বক তাঁদেরকে Past service benefit-এর সুবিধা প্রদেয় হবে।

আপনার অনুগত

মোঃ খোরশেদ আলম
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-বেঃস্কেঃ(সঃ)-১/৯০/৬৮, তারিখ ঃ ০৬-০৪-৯৭বাং / ২২-০৭-৯০ইং

বিষয় ঃ **জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকারগণের মধ্যে বেতন স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত।**

সাঁটলিপিকারগণের ক্ষেত্রে সিলেকশন গ্রেড এবং উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) উভয় প্রকারের সুবিধা প্রদান করার ফলে দেখা যায় যে, একজন জ্যেষ্ঠ সাঁটলিপিকার, যিনি **১ম** টাইম স্কেল প্রাপ্তির পর সিলেকশন গ্রেড স্কেল পেয়েছেন-তিনি, তাঁর কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকার-যিনি সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ **৩টি** উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)-এর সুবিধা পেয়েছেন, তাঁর থেকে **১টি** কম বেতন স্কেল পাচ্ছেন।

২। উপরোক্ত কারণে, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকারগণের মধ্যে বেতন স্কেলের যে বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তা' দূরীকরণের জন্য বিষয়টি বিবেচনার পর, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এবং সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তিজনিত কারণে যে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকার, তাঁর জ্যেষ্ঠ সাঁটলিপিকার থেকে **১টি** বেশী উচ্চতর বেতন স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্য হচ্ছেন সেক্ষেত্রে কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকার যে তারিখ হতে **১টি** বেশী উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পেয়েছেন/প্রাপ্য হবেন, সে তারিখে জ্যেষ্ঠ সাঁটলিপিকারকে **১টি** অতিরিক্ত উচ্চতর স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল হিসাবে প্রদান করে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকারের বেতন স্কেলের সমতা আনয়ন করা হবে।

এ, কে, এম, ফজলুল হক
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-সিঃ-১/৯২/২২ তারিখ ঃ $\frac{\text{২৪-২-১৪০১বাং}}{\text{০৭-০৬-১৯৯৫ইং}}$

বিষয় ঃ **সিলেকশন গ্রেড এবং উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্তিজনিত কারণে জ্যেষ্ঠ সাঁটলিপিকার তাঁর কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকার থেকে বেতন স্কেল কম পেয়ে সেক্ষেত্রে সৃষ্ট বেতন স্কেল বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত।**

অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে জারীকৃত স্মারক নং অম-অবি(বা)-৩-বেঃস্কেঃ(সঃ) ১/৯০/৬৮ তারিখ ২২-৭-৯০ইং এর অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেকশন গ্রেড এবং উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্তিজনিত কারণে একজন জ্যেষ্ঠ সাঁটলিপিকার তাঁর কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকার থেকে বেতন স্কেল কম পেলে-সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট উক্ত বেতন স্কেল বৈষম্য উল্লিখিত স্মারকে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সমতাকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে একাধিকবার বেতন স্কেলের বৈষম্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে তা কিভাবে দূরীকরণ করা যায় সে সম্পর্কে উক্ত স্মারকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষান্তে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, প্রয়োজনবশতঃ উক্ত স্মারকে বর্ণিত বিধান একাধিকবার প্রয়োগ করে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকারের বেতন স্কেলের সমতা আনয়ন করা হবে এক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেলটি ব্যক্তিগত স্কেল হিসেবে গণ্য হবে।

মোঃ নূরুল আমীন পাটোয়ারী
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়,

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-বেঃস্কেঃ(সঃ)-৬/৮৮/৭০, তারিখ ঃ ১৯শে শ্রাবণ ১৩৯৬ / ৩রা আগস্ট ১৯৮৯

বিষয় ঃ **নিম্নপদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) জনিত কারণে, পরবর্তী একই পদে পদোন্নতিতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের অসমতা দূরীকরণ সংক্রান্ত।**

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই পদ থেকে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী, যিনি নিম্নপদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) পাওয়ার পূর্বে পদোন্নতি পেয়েছেন, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী, তিনি নিম্নপদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) পাওয়ার পর পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁর থেকে কম বেতন পাচ্ছেন।

২। উপরোক্ত কারণে, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে বেতন নির্ধারণে যে অসমতা দেখা দিয়েছে, তা দূরীকরণের জন্য বিষয়টি বিবেচনার পর, সরকার সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যে তারিখে কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী একই পদে তাঁর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী থেকে বেতন বেশী পাচ্ছেন, সে তারিখে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমান বেতন প্রাপ্য হবেন এবং পরবর্তীতে একই পদে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এ বেতনের অসমতা যাতে পুনরায় দেখা না দেয় সেজন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখ কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখে নির্ধারিত হবে।

৩। এই আদেশ ১-৬-১৯৮৫ইং সন হতে কার্যকর হবে।

এ, কে, এম, ফজলুল হক
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়,

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-(এসজি)-১২/৯৫/

তারিখ ঃ ১৬ আশ্বিন ১৪০২বাং / ১লা অক্টোবর ১৯৯৫ইং

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ
সি জি এ ভবন,
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয় ঃ **সিলেকশন গ্রেড স্কেল টাঃ ৪৭০-১১৩৫ ('৭৭ এর নতুন জাতীয় বেতনস্কেল) মূল স্কেল ভিত্তি করে সাঁটলিপিকারগণকে প্রদত্ত টাইম স্কেল সংক্রান্ত।**

সাঁটলিপিকার পদের সিলেকশন গ্রেড স্কেল টাঃ ৪৭০-১১৩৫ এর ভিত্তিতে পরবর্তী উচ্চতর স্কেল টাইম স্কেল হিসাবে প্রদান করা যাবে কি-না সে ব্যাপারে সংশয় দেখা দেয়ায় গত ৫-৯-৯৫ইং তারিখে অর্থ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এবং অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, অর্থ বিভাগের ৫-৮-৮৫ইং তারিখের অম-অবি(বা)-৩-আর(জি)-১-৮৪(অংশ-৪)১২৫ নং স্মারকের (১) নং উপ-অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় (অনুলিপি সংযুক্ত) সুস্পষ্টভাবে এ ব্যাপারে বলা আছে যে একজন সাঁটলিপিকার সংশ্লিষ্ট পদে ৮ বছর চাকুরী পূর্তির পূর্বে সিলেকশন গ্রেড (স্কেল টাঃ ৪৭০-১১৩৫) প্রাপ্ত হলে তিনি ৮ বছর চাকুরী পূর্তির পর উক্ত সিলেকশন গ্রেড স্কেলের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাঃ ৬২৫-১৩১৫) টাইম স্কেল হিসাবে প্রাপ্য হবেন। সুতরাং সকলেই অভিমত দেন যে এক্ষেত্রে ১ম টাইম স্কেল হিসেবে টাঃ ৬২৫-১৩১৫, ১২ বছর পূর্তির পর ২য় টাইম স্কেল (টাঃ ৭৫০-১৪৭০) এবং ১৫ বছর পূর্তির পর ৩য় টাইম স্কেল টাঃ ৯০০-১৬১০/- তাঁকে প্রদেয় হবে।

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সাঁটলিপিকারদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ খোরশেদ আলম
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-বেঃস্কেঃ(সঃ)-৫/৮৮(অংশ-৬)/১৫২ তারিখ ঃ ১৫ শ্রাবণ ১৪০০বাং / ৩০শে আগস্ট ১৯৯৩।

বিষয় ঃ **একই পদের সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণ এবং বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) প্রদান সংক্রান্ত।**

অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি নং এম এফ (আইএমপি)-২(২) এফ-(জি)-১৯/৮৩/৭৪, তারিখঃ ১০-৫-৮৩ইং এর অনুবৃত্তিক্রমে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তির (খ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তিতে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির (ইনক্রিমেন্ট) তারিখের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। সেহেতু তাঁর সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণের পর, যদি উক্ত তারিখে বা উক্ত তারিখের পর বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ থাকে তবে সে তারিখে তাঁকে তাঁর বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) প্রদেয় হবে।

মানিক লাল সমদ্দার
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়,

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-বেঃ স্কেঃ (সঃ)-৫-৮৮/৮৩, তারিখ, ১১-১০-১৯৮৮ / ২৬-৬-১৩৯৫

বিষয় ঃ **সাঁটলিপিকারদের সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান।**

সূত্র ঃ (১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক বাস্তবায়ন বিভাগের ১৭-৫-১৯৭৮ তারিখের এম, এফ/(আইডি)-৩/বি-১/৭৮/৫৩৮ নং অফিস স্মারক।

(২) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ১৫-২-১৯৮৭ তারিখের অম-অবি (বা)-৩-আর(জি)-৯/৮৬-২১ নং অফিস স্মারক।

সূত্রে উল্লেখিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক অনুযায়ী যতদিন না পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা গ্রহণ করছে, ততদিন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সাঁটলিপিকারগণকে ৫ বৎসর চাকুরী পূর্তি এবং মোট মঞ্জুরীকৃত পদের ২৫% পদে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল টাঃ ৪৭০-১১৩৫-তে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা হয়। কিন্তু সাঁটলিপিকারের পদটি তৃতীয় শ্রেণীর পদ এবং সরকার সকল তৃতীয় শ্রেণীর পদ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতা বহির্ভূত করায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সিলেকশন গ্রেডে পদোন্নতি পরীক্ষা নেওয়ার কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ১৭-৫-১৯৮৭ তারিখের সংমঃ আর-১/এস-৮/৮৭-৬৩(১৫০) নং স্মারক অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহ তাদের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (Departmental Promotion Committee) মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ সংশ্লিষ্ট সাঁটলিপিকারগণকে ১০০% ভাগ পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করতে পারেন—যদি তাঁরা (সংশ্লিষ্ট সাঁটলিপিকারগণ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৬-২-১৯৮৬ তারিখের এস, আর ও ৫৭-এল/৮৬ নং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ইংরেজী ও বাংলা শর্টহ্যান্ড ও টাইপে নির্ধারিত গতি অর্জন করেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বের ২৫% কোটার বাধা নিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

এ, কে, এম, ফজলুল হক
উপ-সচিব।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE

Finance Division

Implementation Wing

Section-III

OFFICE MEMORANDUM

No. MF-FD(Imp)-3-R(G)-9-86-180, dated: 12-11-1986.

SUBJECT: **Advance increments to the Stenographers/Stenotypists/Typists/ LDA Cum-Typists for showing proficiency in shorthand and typing, both English and Bengali.**

The undersigned is directed to say that the Government have been pleased to decide that the benefits of advance increments allowed to Stenographers/ Stenotypists/Typists in the Govt. Offices for attaining proficiency, in shorthand and typing both in English and Bengali *vide* this Division's O.M.No. MF-FD (Imp)-3-R(G)-16-83 (Pt.I)/161, dated 14-9-1986 shall also be admissible to the Stenographers/Stenotypists/Typists of Public Bodies and Nationalised Enterprises and Banks and Financial Institutions, on fulfilment of the same conditions laid down therein.

2. The Government have been further pleased to decide that the LDA-cum-Typists of Govt. Offices/Public Bodies and Nationalised Enterprises and Banks and Financial Institutions shall also be eligible for two advance increments for attaining proficiency in typing both in English and Bengali provided that they fullfil the conditions laid down in Para-2 of the aforesaid O.M.

3. This order shall come into force immediately.

H.R. DATTA
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Implementation Wing
Section-III
OFFICE MEMORANDUM

No. MF-FD(Imp)-3-R(G)-16-83(Pt.I)/161, dated: 14-9-1986.

Sub: **Advance increments to the Stenographers/Stenotypists/ Typists for showing proficiency in shorthand and typing, both in English and Bengali.**

With reference to the subject noted above, the undersigned is directed to say that the Government have been pleased to allow two advance increments, in their respective scales of pay, to the Stenographers and Steno-typists who acquire the following speed in Shorthand and typing, both in English and Bengali, in a test to be conducted by the respective appointing authority, from the date of passing the said test.

				Minimum shorthand speed per minute.	Minimum Typing speed per minute.
(a) Stenographer	:	(i)	English	80	30
		(ii)	Bengali	50	25
(b) Steno-typist	:	(i)	English	70	28
		(ii)	Bengali	45	23

2. In the case of Typists, who acquire, the following speed, both in English and Bengali Typing, in a test to be conducted by the appointing authority, they will get two advance increments in their respective scales of pay, from the date of passing the said test.

		Minimum typing speed per minute.	
Typist:	(i)	English	30
	(ii)	Bengali	20

3. This order shall come into force immediately.

H.R. DATTA
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
E.C.R. & Implementation Wing
Implementation Section-III

OFFICE MEMORANDUM

No. MF-FD(Imp)-III-R(G)-16-83(Part-II)/34, dated: 14-2-1985.

SUB : **Grant of Selection Grade Scale of Tk. 470—1135 to the Stenographer transferred/absorbed in different Ministries/ Divisions due to re-organisation as per M.L. Committee Report.**

Due to re-organisation of different Ministries/Divisions as per Report of the M.L committee approved by the Govt., some Stenographers of the erstwhile Stenographer Pool of former Establishment Division/other Ministries/Divisions who were found surplus, have been transferred to or absorbed in different Ministries/Divisions. After their transfer to or absorption in different Ministries/Divisions, it is found that some Stenographers, junior to them in length of Service already got selection Grade Scale of Tk. 470—1135, while the Seniors did not get the same earlier on account of quota restriction as per para 6 of the former Implementation Divisions O.M. No. MF(ID)III/B/1/78/538, dated 17-5-78. Thus some of the junior Stenographers who got Selection Grade in their respective Ministries/Divisions have been drawing pay in the higher scale (Selection Grade) than their Seniors. This has created an anomalous position.

2. In order to remove this anomaly, the Govt. have been pleased to decide that, in such a case, the transferred/absorbed Stenographer shall be allowed the Selection Grade of Tk. 470—1135 from the date from which his junior Stenographer (in length of Service) in that Ministry has been allowed the Selection Grade Tk. 470—1135 as per instructions at para 6 of the former Implementation Divisions O.M.No. MF(ID)-III/B/1/78/538, dated 17-5-78. In so allowing the Selection Grade, if the prescribed quota of 25% of the sanctioned strength of Stenographers of the concerned Ministry/Division is exceeded, the excess shall be deemed to have been relaxed to that extent.

H.R. DATTA
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE & PLANNING

Finance Division

Implementation Wing

....

No. MF-(ID)-1-43/82(Part-II)/56, dated the 30th December, 1982.

SUB : **Selection Grade for the Stenotypist.**

The undersigned is directed to say that on review the Government have been pleased to place the following Common Category post on the New National Scale of Pay as shown below:

Name of the Ministry/Department	Designation of the post.	Scale as on 30-6-1973	N.P.S. as on 1-7-1973	NNS already allowed from 1-7-77	Selection Grade Scale	Remarks
		(Tk.)	(Tk.)	(Tk.)	(Tk.)	
All Offices where such posts exist.	Stenotypist	135—315 135—315 +S.P.25 145—275 155—355 185—315 185—450 200—400 200—350 New post	VII 310—670	370—745	400—825	See Note below.

Note : In allowing Selection Grade of Tk. 400—825 to the Stenotypist they shall have to qualify a test to be conducted by Bangladesh Public Service Commission at a minimum speed of 100 and 35 words per minute in English Shorthand and typing respectively and 70 and 30 words per minute in Bengali Shorthand and typing respectively with qualification restriction. If the required test as mentioned above can not be conducted by the Bangladesh Public Service Commission within a short time then Stenotypist having completed 5 years of more service shall be allowed Selcetion Grade of Tk.400—825 against not more than 25% of sanctioned posts on the basis of their service records till such time the P.S.C. hold the required test.

2. Necessary amendment to the Annexure to the former Implementation Division Notification No. MF(ID)-1-3/77/850, dated 20-12-1977 is being made separately.

3. This shall be effective from the date of issue of this order.

S.T.R. YUSUFF
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE

Finance Division

E.C.R. & Implementation Wing

NOTIFICATION

No. MF-/FD(Imp)-III-R(G)-12/83/78, dated 21-5-1984.

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything contained in the Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 and in partial modification of this Division's Notification No. MF/P/FD/(Imp)-III-R(G)-12/83/319, dated 21-12-83, is pleased to decide as follows :

(i) A Government employee holding New National Scales of Pay between Tk. 225—315 to Tk. 470—1135 shall, after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, be allowed, on satisfactory service records, to move to the next higher scales of pay.

(ii) Under the above arrangements, none shall move to more than three higher scales than the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post, the usual eligibility and criteria for promotion to such posts remaining unchanged.

(iii) On moving to a higher scale, the pay of a person shall be fixed at the next higher stage in that scale. The non-gazetted employees, shall in addition, be allowed an extra increment in the higher scale.

(iv) This order shall come into force with effect from 21-12-1983.

By order of the President

H.R. DATTA
Deputy Secretary.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়,

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-আর(জি)-৪-৮৭/৮,

তারিখ ঃ ৬ই মাঘ ১৩৯৫ / ১৯শে জানুয়ারী ১৯৮৯

বিষয় ঃ **সাঁটমুদ্রাক্ষরিকদের সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান।**

অত্র মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২১-১১-৮৩ইং তারিখের এম, এফ, পি(ইম্প)-৩-আর(জি)-২-৮৩-২৮৬ নং স্মারক অনুযায়ী সাঁটমুদ্রাক্ষরিকগণকে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল টাকা ৪০০—৮২৫ তে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদানের বিধান রাখা হয় এবং উক্ত স্মারক-এর নোট অংশে উল্লেখ করা হয় যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় নির্ধারিত গতি সীমায় ইংরেজী ও বাংলা শর্টহ্যান্ড ও টাইপে উত্তীর্ণদেরকে ৩টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্টসহ উক্ত সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা যাবে। নোট অংশে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক উক্ত পরীক্ষা গৃহীত না হলে সেক্ষেত্রে মোট অনুমোদিত পদের ২৫% ভাগ ও যাদের সাঁটমুদ্রাক্ষরিক পদে চাকুরীর মেয়াদ ৫ বছর বা ততোধিক বছর হয়েছে তাদেরকে রেকর্ডস দৃষ্টে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা যাবে। সাঁটমুদ্রাক্ষরিক পদটি তৃতীয় শ্রেণীর পদ এবং সরকার সকল তৃতীয় শ্রেণীর পদ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতা বহির্ভূত করায় উক্ত কমিশন কর্তৃক সিলেকশন গ্রেডের পরীক্ষা নেয়ার কোন অবকাশ নেই। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ১৭-৫-৮৭ ইং তারিখের সঃমঃআর-১/এস-৮/৮৭-৬৩(১৫০) নং স্মারক অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহ তাদের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডি.পি.সি) মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ সাঁটমুদ্রাক্ষরিকদেরকে ১০০% ভাগ পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করতে পারেন। যদি তাঁরা ইংরেজী ও বাংলা শর্টহ্যান্ড ও টাইপে নির্ধারিত গতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক্ষেত্রে পূর্বের ২৫% কোটা ও চাকুরীতে ৫ বছর পূর্তির যে শর্ত ১৯৮৩ সনের উপরোল্লিখিত স্মারকে আরোপ করা হয়েছিল—তা আর প্রযোজ্য হবে না।

এ, কে, এম, ফজলুল হক
উপ-সচিব।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE & PLANNING
FINANCE DIVISION
IMPLEMENTATION WING

No. MFP-FD(Imp)-III-R(G)-II-83-286 Dated : 21-11-1983.

Subject : **Selection Grade for the Stenotypist**.

In supersession of Finance Division, Implementation Wing's O.M.No. PF(ID)-1-43/82(Pt.II)/56 dated 30th December, 1982 the undersigned is directed to say that on a further review the Government have been pleased to decide to place the following Common Category post on the New National Scale of Pay as shown Below :—

Name of the Ministry/ Department	Designation of the post.	Scale as on 30-6-1973 (Tk.)	N.P.S. as on 1-7-1973 (Tk.)	NNS already allowed from 1-7-77	Selection Grade Scale (Tk.)	Remarks
All Offices where such posts exist.	Stenotypist	135—315 135—315 +S.P-25 145—275 155—355 185—315 185—450 200—400 200—350 New post	VII 310—670	370—745	400—825	See Note below.

Note : In allowing Selection Grade of Tk. 400—825 to the Stenotypist they shall have to qualify a test to be conducted by Bangladesh Public Service Commission at a minimum speed of 100 and 35 words per minute in English Shorthand and typing respectively and 70 and 30 words per minute in Bengali Shorthand and typing respectively with qualification restriction. If the required test as mentioned above can not be conducted by the Bangladesh Public Service Commission within a short time then Stenotypist having completed 5 years or more service shall be allowed Selection Grade of Tk.400—825 against not more than 25% of sanctioned posts. On the basis of a speed test as specified above to be conducted by the respective appointing authority. The successful Stenotypists would be eligible for three advance increments in the Selection Grade Scale of Tk. 400—825 with effect from the date the said speed test is held. The unsuccessful Stenotypists would, however, continue to draw the Selection Grade Scale with effect from 30-12-82 without any benefit of advance increment.

2. Necessary amendment to the Annexure to the former Implementation Division Notification No. MF(ID)-1-3/77/850. dated 20-12-1977 is being made separately.

K. A. Mannan
Deputy Secretary.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-১

নং-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিকে-২/৯৪/৪৯১

তারিখ ঃ ০৮-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ২২-৬-২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ **গাড়ী চালকগণের হালকা ও ভারী গাড়ী চালনার লাইসেন্সধারী হিসাবে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ **নং-সিজিএ/পদ্ধতি-২/স্বাস্থ্য/১৪২/৩০৮, তারিখ ৮-১১-২০০৭ খ্রিঃ।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, গাড়ী চালকদের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৮-৬-১৯৮২ তারিখের স্মারক নং-MF(ID)-III/A(G)-1/82/1167 অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ৭১৬২৯৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা

নং-অম/অবি/বাস্তঃ-৪/ রাকা-৯ (সিঃগ্রেঃ)/২০০৯/৬২ তারিখ ঃ ০২-৮-২০০৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর পদে সিলেকশন গ্রেড প্রদান।**

সূত্র ঃ **রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের ২০-৭-০৯ তারিখের রাকা/জন/প্রঃ/৩/১৩/২০০০-২৫২ নং স্মারক।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন বিভাগে কর্মরত (এল, পি, আর ভোগরত) ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর জনাব মোঃ লোকমান আলী সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধান ও শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে চাকুরী সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে নিয়োগের তারিখ থেকে গণনাপূর্বক চাকুরী মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে পরবর্তী তারিখ থেকেই সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হবেন।

এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৩০-৩-১৯৮৩ তারিখের MFP(Imp)-1/4-B-4(G)/83/95 নং স্মারক পত্রটির (সংযুক্ত) বিধানাবলী অনুসরণ করা যেতে পারে।

মতিউর রহমান
উপ- সচিব।
ফোনঃ ৭১ ৬১ ৪৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা

নং-অম/অবি(বাস্ত-৪)/সিগ্রে-৩/২০০২/১৭৮ তারিখ ঃ ২১-১১-২০০৭

বিষয় ঃ **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্লক সুপারভাইজার/সমমান এবং জুনিয়র কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদধারীদের উন্নীত বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারন প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **সিজিএ/বিঃ ও পঃ/২৯(৯৮-৯৯) অংশ-ঝ/৫৬, তারিখ ঃ ২৭-২-২০০৩।**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্লক সুপারভাইজার/সমমান এবং জুনিয়র কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদসমূহের উন্নীত/পুনঃনির্ধারিত বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

(ক) বর্ণিত পদসমূহের বেতনস্কেল উন্নীত/পুনঃ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে যিনি যে সংখ্যক টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড স্কেল পেয়েছেন/প্রাপ্য হয়েছেন, উন্নীত/পুনঃ নির্ধারিত স্কেলের উপরে সেই সংখ্যক টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড স্কেল গণনা করে বেতনস্কেল উন্নীত করার অব্যবহিত পূর্বে তার সর্বশেষ আহরিত/প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে স্কেল উন্নীত/পুনঃ নির্ধারণের তারিখে এভাবে সরাসরি নির্ণীত সর্বশেষ স্কেলের কোন ধাপে মিললে ঐ ধাপে, ধাপে না মিললে বি. এস. আর ১ম খণ্ডের ৪২(i) (ii) বিধি অনুসরণে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা পি.পি (personal pay) হিসাবে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত পি.পি (personal pay) পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিতে সমন্বয় হবে। উক্ত পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণকালে মাঝখানে কোন বেতন বেতন স্কেল/গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা যাবে না।

(খ) যিনি কোন টাইমস্কেল পাননি তার সর্বশেষ আহরিত/প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে বেতনস্কেল উন্নীত/পুনঃ নির্ধারণের তারিখে উন্নীত স্কেল/পুনঃ নির্ধারিত স্কেলের কোন ধাপে মিললে ঐ ধাপে, ধাপে না মিললে বি.এস.আর ১ম খণ্ডের ৪২ (i) (ii) বিধি অনুসরণে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা পি.পি (personal pay) হিসাবে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত পি.পি (personal pay) পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিতে সমন্বয় হবে। তবে সর্বশেষ আহরিত/প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে উন্নীত/পুনঃ নির্ধারিত স্কেলে বেতন নির্ধারণকালে যদি দেখা যায় কারো বেতন সর্বশেষ স্কেলের নিম্নধাপের চেয়ে কম সেক্ষেত্রে তার বেতন সর্বনিম্ন ধাপে নির্ধারণ করতে হবে।

২। উন্নীত/পুনঃ নির্ধারিত বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণের সময় যে সকল ক্ষেত্রে টাইমস্কেল (উচ্চতর স্কেল) ও সিলেকশন গ্রেডে পূর্বে প্রাপ্ত/প্রাপ্য বেতন হ্রাস পেয়েছে/পাবে, সে সকল ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২৩-৯-১৯৯৬ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বেঃ নিঃ-১১/৯৩/৪৮ নং স্মারক অনুযায়ী পূর্বে প্রাপ্ত/প্রাপ্য বেতন সংরক্ষিত হবে।

রাজিয়া বেগম, এনডিসি
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ ও প্রবিধি)
অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অধিশাখা-৫

নং-অম/অবি(বাস্ত-৫)/অর্থ (সিঃ গ্রেড)-২/২০০৮/৪৬ তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০০৯

বিষয় ঃ **সচিবালয়স্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্লেইন পেপার কপিয়ার ও ফটোকপি মেশিন অপারেটর পদে সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ **অর্থ বিভাগের প্রশাসন-৫ অধিশাখার ২৯-১০-২০০৮ তারিখের অম/অবি/প্র-৫/পি-৭ (০১)/৯০/৫৬৯।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার পুনর্বিবেচনার পর সচিবালয়স্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ফটোকপি মেশিন অপারেটর ও প্লেইন পেপার কপিয়ার পদে নিম্নের ছকের ৫নং কলামে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ৪নং কলামে উল্লিখিত বেতনস্কেল সিলেকশন গ্রেড স্কেল হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	বিদ্যমান বেতনস্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল, ২০০৫)	সিলেকশন গ্রেড স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল, ২০০৫)	শর্তাদি
১	২	৩	৪	৫
১	প্লেইন পেপার কপিয়ার	টাঃ ৩০০০—৫৯২০ (১৬ নং স্কেল)	টাঃ ৩১০০—৬৩৮০ (১৫ নং স্কেল)	সংশ্লিষ্ট পদে কমপক্ষে ১০ বছর সন্তোষজনক চাকুরীকাল পূর্তি সাপেক্ষে।
২	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	টাঃ ২৮৫০—৫৪১০ (১৭ নং স্কেল)	টাঃ ৩০০০—৫৯২০ (১৬ নং স্কেল)	সংশ্লিষ্ট পদে কমপক্ষে ১০ বছর সন্তোষজনক চাকুরীকাল পূর্তি সাপেক্ষে।

২। এ সিলেকশন গ্রেডের সুবিধা আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন উইং

বিজ্ঞপ্তি

নং **এম,এফ (আই এম পি)-২(১)-এফ(জি)-১১/৮৩/৭৪** তারিখ ঃ ১০-৫-৮৩ ইং

বিষয় ঃ **একই পদের সিলেকশন গ্রেড স্কেলে/উচ্চতর স্কেলে বেতন নির্ধারণ।**

১৯৭৫ সালের দি সার্ভিসেস (রিঅরগানাইজেশন এন্ড কন্ডিশন্‌স) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের XXX II নং) এর ৫ম অধ্যায়ে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তদানীন্তন বাস্তবায়ন বিভাগের অফিস স্মারক নং এম, এফ (আইডি)/৫/এ(এ)-১৭/৭৮/১৯২০, তারিখ ৭-১২-৮১ ও নং অঃ মঃ (বাঃ বিঃ)২/এম-১/৮০/৮৬৯, তারিখ ৩০-৬-৮০, বাস্তবায়ন বিভাগের চিঠি নং অঃমঃ(বাঃউঃ)৩/আর(জি)-১/৮২(অংশ-১)/৫৭, তারিখ ৬-১০-৮২ এবং অফিস স্মারক নং এম, এফ(আইডি)৬/এফ(জি)-৮/৮২/৭, তারিখ ৯-১-৮৩ বাতিলক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে সরকার নানা প্রকার শর্তসাপেক্ষে এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে একই পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল/উচ্চতর স্কেল প্রবর্তন করেছেন। এই সব স্কেল প্রাপ্তিতে কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণকল্পে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে—

(ক) ১-৭-৭৭ তারিখের পরে কোন কর্মচারীকে একই পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল/উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হলে তাঁর বেতন নিম্ন স্কেলে প্রাপ্ত শেষ বেতনের সমান ধাপ সংশ্লিষ্ট সিলেকশন গ্রেড স্কেলে/উচ্চতর স্কেলে যদি থাকে তবে সেই ধাপে বেতন নির্ধারণ করা হক্ষে। অন্যথায় পরবর্তী উচ্চ ধাপে নির্ধারণ করা হবে। সিলেকশন গ্রেড স্কেলে/উচ্চ স্কেলে পদ সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না, এবং

(খ) বর্ষপূর্তি বেতন বৃদ্ধির তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ ঐ পদের নিম্ন স্কেলে অসমাপ্ত বর্ষের নিয়মিত চাকুরীকাল উচ্চ স্কেলে বর্ষপূর্তি বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে। সিলেকশন গ্রেড স্কেল/উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তির পরে যদি উচ্চতর স্কেলটির/সমান স্কেলের কোন উচ্চ পদে কারো পদোন্নতি হয় তবে তার বেতনের এবং বর্ষপূতি বেতন বৃদ্ধির তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশক্রমে

মাজিদুর রহমান
শাখা প্রধান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

[বাস্তবায়ন শাখা-১]

অফিস স্মারক

নং এম এফ/এফ ডি (ইমপ্লি)-১-এস-১(জি)/৮৬/২৫ তারিখ, ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭

বিষয় ঃ **সচিবালয়ের একই মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/বাজেট পরীক্ষকগণকে তাঁদের কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/বাজেট পরীক্ষকগণের সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির তারিখ হতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল (টাঃ ৪২৫—১০৩৫) প্রদান সংক্রান্ত।**

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক বাস্তবায়ন বিভাগের ১০-৮-৮১ তারিখের অফিস স্মারক নং এম এফ (আইডি)৫/আর(জি)-৬/৭৮/১০৩১ অনুযায়ী সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চমান সহকারী/বাজেট পরীক্ষকগণকে মোট মঞ্জুরীকৃত পদের ৩৩$\frac{১}{৩}$% পদে টাঃ ৪২৫—১০৩৫ সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা হয়। এম, এল, কমিটির সুপারিশ অনুসারে পুনর্গঠনের পূর্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উপরোক্ত স্মারকের বিধান অনুসারে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পুনর্গঠনের পর একই মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মিলিত (কমবাইন্ড) জ্যেষ্ঠত্ব তালিকা থেকে দেখা যায় যে, একজন কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/বাজেট পরীক্ষক তাঁর জ্যেষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/বাজেট পরীক্ষক-এর পূর্বে সিলেকশন গ্রেড স্কেল পেয়েছেন। এর ফলে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বেতন স্কেলে বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

২। উপরোক্ত বেতন স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিষয়টি পুনর্বিবেচনার পর, সরকার সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, পুনর্গঠিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বর্তমান জ্যেষ্ঠত্ব তালিকার একজন কনিষ্ঠ উচ্চমান সহকারী/বাজেট পরীক্ষক, পূর্বে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত থাকার সময়ে যে তারিখে সিলেকশন গ্রেড স্কেল টাঃ ৪২৫—১০৩৫ পেয়েছেন সেই তারিখে তাঁর জ্যেষ্ঠকে সন্তোষজনক চাকুরীর ভিত্তিতে আর্থিক সুবিধাসহ সিলেকশন গ্রেড স্কেল টাঃ ৪২৫—১০৩৫ প্রদান করা হবে। এরূপে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ফলে সাবেক বাস্তবায়ন বিভাগের ১০-৮-১৯৮১ তারিখের অফিস স্মারকের নির্দিষ্ট হার ৩৩$\frac{১}{৩}$% অতিক্রম করলে উক্ত নির্ধারিত হার সাময়িকভাবে শিথিল করা হয়েছে বলে গণ্য হবে, তবে পরবর্তীতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হার ৩৩$\frac{১}{৩}$% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তীতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল তখনই প্রদান করা যাবে যখন সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত উচ্চমান সহকারী/বাজেট পরীক্ষকগণের সংখ্যা নির্ধারিত হার ৩৩$\frac{১}{৩}$% এর কম হবে।

এইচ আর দত্ত
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-৩

নং অম/অবি(বা)-৩-আর(জি)-১-৮৪(অংশ-৪)-১২৫ তারিখ ঃ ৫-৮-১৯৮৫ ইং

বিষয় ঃ **২২৫—৩১৫ টাকা হতে ৪৭০—১১৩৫ টাকা স্কেলের অন্তর্ভুক্ত সরকারি, পাবলিক বডিস ও ন্যাশনালাইজড এন্টারপ্রাইজেস এবং ব্যাংক ও ফাইন্যানসিয়াল ইনস্টিটিউশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য ৮, ১২, ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রদান।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, উপরোল্লিখিত বিষয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন শাখার ১-১২-৮৪ তারিখের অম-অবি(বা)-৩-আর(জি)-১-৮৪ (অংশ-২)-১৫৫ নং স্মারকের ‘খ’ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা হলো ঃ—

(১) যেসব ক্ষেত্রে ১-৭-৭৭ তারিখের পর এবং সংশ্লিষ্ট পদে ৮ বৎসর চাকুরী পূর্তির পূর্বে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদে ৮ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর, সিলেকশন গ্রেডের পরবর্তী স্কেলটি উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রদেয় হবে।

(২) যেসব ক্ষেত্রে ১-৭-৭৭ তারিখের পর এবং সংশ্লিষ্ট পদে ৮ অথবা ১২ অথবা ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর, সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/কর্মকর্তাগণকে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্তির তারিখে সংশ্লিষ্ট উচ্চতর স্কেলের (টাইম-স্কেলের) পরবর্তী স্কেলটি ব্যক্তিগত স্কেল (Seale Personal to the incumbent) হিসাবে প্রদেয় হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-৩

অফিস স্মারক

নং অম/অবি(বা)-৩ আর(জি)-১-৮৪(অংশ-২)-১৫৫ তারিখ ঃ ১-১২-১৯৮৪ খৃঃ

বিষয় ঃ **২২৫—৩১৫ টাকা হতে ৪৭০—১১৩৫ টাকা স্কেলের অন্তর্ভুক্ত সরকারি, পাবলিক বডিস ও ন্যাশনালাইজড এন্টারপ্রাইজেস এবং ব্যাংক ও ফাইন্যানসিয়াল ইনস্টিটিউশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ৮, ১২, ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর উচ্চতর স্কেল প্রদান।**

উপরোল্লিখিত বিষয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন উইংয়ের ১২-৬-১৯৮৪ তারিখের অম-অবি/(বা)-৩-আর(জি)-১-৮৪(অংশ-২)-৮৯-নং স্মারকের অনুকরণে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন উইংয়ের ২১-৫-৮৪ তারিখের এম-এফ/এফ-ডি(ইমপ্লি)-III-আর(জি)-১২/৮৩/৭৮ এবং বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ের ব্যাপারে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নবর্ণিত আরও কতিপয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হ'লো ঃ—

(ক) উচ্চতর স্কেলে (টাইম স্কেলে) ৮, ১২, ১৫ বৎসর যে তারিখে পূর্ণ হ'বে, সেই তারিখে, না, তার পরের দিন অর্থাৎ ৯, ১৩, ১৬ বৎসর চাকুরীর প্রথম দিনে বেতন নির্ধারণ করা হবে ?

ব্যাখ্যাঃ ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর যে তারিখে পূর্ণ হ'বে, সেই স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা হ'লে, চাকুরী ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর হ'তে ১ দিন কম হবে। তাই পরের দিন অর্থাৎ ৯, ১৩ ও ১৬ বৎসরের প্রথম দিনে নিম্ন স্কেলে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রদানের পর যে মূল বেতন হবে, সেই মূল বেতনের ভিত্তিতে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে (টাইম স্কেলে) বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) যে সব ক্ষেত্রে ১-৭-৭৭ তারিখের পর সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) কিভাবে প্রদান করা হবে ?

ব্যাখ্যাঃ যেসব ক্ষেত্রে ১-৭-৭৭ তারিখের পর সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সঠিক ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর সিলেকশন গ্রেডের উচ্চতর স্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে প্রদান করতে হবে। ১-৭-৭৭ তারিখের পর প্রাপ্ত সিলেকশন গ্রেড স্কেলটি যদি প্রাপ্য/প্রাপ্ত উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেল) সমান বা/নিম্নতর হয় তবে সেসব ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থায় প্রাপ্য/প্রাপ্ত উচ্চতর স্কেলটি (টাইম স্কেলটি) বহাল থাকবে, সিলেকশন গ্রেড স্কেল অথবা সিলেকশন গ্রেডের পরবর্তী উচ্চতর স্কেল এক্ষেত্রে প্রদানের অবকাশ নেই।

(গ) বিভিন্ন পদের বেতন স্কেল অনুরূপ বা এক হ'লে পদগুলির সমষ্টির চাকুরীর দীর্ঘতার ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা যাবে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ যদি পদগুলি পরস্পর বদলীযোগ্য এবং একই স্কেলভুক্ত হয়, তবে ঐ সমস্ত পদের চাকুরীর দৈর্ঘ্যের সমষ্টির ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদেয়।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের বেলায় এন্টিডেটেড যে ২ (দুই) বৎসরের সিনিয়রিটি প্রদান করা হয়েছে তা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের ক্ষেত্রে গণ্য হ'বে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ মুক্তিযোদ্ধাদের বেলায় যে এন্টিডেটেড সিনিয়রিটি প্রদান করা হয়েছে, তা' যে পদে প্রযোজ্য, সেই পদের চাকুরীর দীর্ঘতায় গণ্য করা হ'বে। ইহা ৬২৫—১৩১৫ ও তদূর্ধ্ব স্কেলসমূহে অন্তর্ভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (ক্যাডার ও এক্স-ক্যাডার নির্বিশেষে) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'বে।

(ঙ) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার যে সকল কর্মচারীদের সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় আত্মীকরণ করা হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে কোন্ তারিখ হ'তে চাকুরী গণনা করে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা হ'বে ?

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে আত্তীকরণের সরকারি আদেশ অথবা অন্যান্য বিধি/সরকারি আদেশ অনুসারে চাকুরীর দীর্ঘতা গণনা করতে হ'বে।

(চ) উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেলের) ২১-৫-৮৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ের (I) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত "Satisfactory Service records" কিভাবে নির্ধারণ করা হ'বে ?

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস/সংস্থা কর্মচারীগণের সার্ভিস রেকর্ডের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবেন।

(ছ) ২১-৫-৮৪ তারিখের উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেলের) বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ে (সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যাংকের) নন-গেজেটেড কর্মচারীদের এবং নন্-অফিসারদের ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেলে (টাইম স্কেলে) বেতন নির্ধারণকালে যে একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদান করার ব্যবস্থা আছে তা' গেজেটেড কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হ'বে কিনা ?

ব্যাখ্যা ঃ উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেলের) ২১-৫-৮৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ে (সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যাংকের) নন্-গেজেটেড কর্মচারীদের ও নন্-অফিসারদের ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেলে বেতন নির্ধারণকালে যে একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, তা গেজেটেড কর্মকর্তাদের অথবা সংস্থার/ব্যাংকের অফিসারগণের ক্ষেত্রে প্রদানের কোন অবকাশ নেই।

(জ) যে সকল কর্মচারীদের ৬২৫—১৩১৫ টাকা বা তদূর্ধ্ব স্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে প্রদান করা হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে ১-৭-৮০ তারিখে প্রদত্ত ৩/২/১টি ইনক্রিমেন্ট এবং যাতায়াত ও ক্ষতিপূরণ ভাতার সুবিধা প্রদান করা যাবে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য সুবিধাগুলি ৪৭০—১২৩৫ টাকা স্কেল পর্যন্ত পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২২৫—৩১৫ টাকা হ'তে ৪৭০—১২৩৫ টাকা পর্যন্ত স্কেলে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্তিতে আলোচ্য সুবিধাগুলি পেতে থাকবেন যতদিন পর্যন্ত পদোন্নতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত না হন। অর্থাৎ পদোন্নতি প্রাপ্তিতে উক্ত সুবিধাগুলি প্রাপ্য হ'বেন না।

(ঝ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস/সংস্থায় সাম্প্রতিক মার্শাল ল' রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠনের ফলে কোন কর্মচারীকে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস/সংস্থায় আত্তীকরণ করা হ'লে, তাঁর ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) কিভাবে প্রদান করা হ'বে ?

ব্যাখ্যাঃ সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত কর্মচারীকে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস/সংস্থা ইত্যাদিতে একই পদে/একই স্কেলে অথবা অনুরূপ স্কেলে আত্মীকরণ করা হয়ে থাকলে, পূর্বের পদের চাকুরী, আত্মীকরণ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ অনুযায়ী আত্মীকৃত পদে উচ্চতর স্কেলে (টাইম স্কেল) প্রদানের ক্ষেত্রে গণ্য হ'বে। যদি একই পদে/একই স্কেলে অথবা অনুরূপ স্কেলে আত্মীকরণ করা না হয়ে থাকে, তা'হলে আত্মীকরণের পূর্বের পদের চাকুরী, আত্মীকৃত পদে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের ক্ষেত্রে গণ্য হ'বে। কিন্তু আর্থিক সুবিধা ২১-১২-৮৩ তারিখের পূর্বে প্রদেয় হ'বে না।

(ঞ) সাবেক বাস্তবায়ন বিভাগের ২৯-৬-৮১ তারিখের এম, এফ (আইডি)/আর(এ)-১৯/৭৯/এল-III/৭৮৫, ৭৮৬ ও ৭৮৭ নং স্মারকসমূহে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, ব্যাংক ইত্যাদির ২৫০—৩৬২ টাকা হ'তে ৬২৫—১৩১৫ টাকা স্কেলের কর্মচারীদের স্ব স্ব স্কেল শেষ হওয়ার পর প্রতি দু'বৎসর অন্তর একটি করে ইনক্রিমেন্ট ব্যক্তিগত ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এই ব্যক্তিগত ভাতা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানকালে কিভাবে গণ্য হ'বে ?

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য ব্যক্তিগত ভাতা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের ক্ষেত্রে বেতন নির্ধারণ গণ্য হবে। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন শাখার ১৩-৫-৮৪ তারিখের অম-অবি(বা)-৩-আর (জি)-১-৮৪-৬৯ নং স্মারকের (ঙ)-এর ব্যাখ্যা এ মর্মে সংশোধিত করা হ'ল।

(ট) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে যাঁরা ১-৭-৭৭ তারিখের পূর্বে ১৫/২০ বৎসর চাকুরী করার পর পদোন্নতি পেয়েছেন; বা অন্যপদে নিয়োজিত বা বদলী হয়েছেন, তাঁদের বেতন যাঁরা পদোন্নতি পাননি তাঁদের চেয়ে কম হয়েছে। কেন না যাঁরা পদোন্নতি পাননি তাঁরা তিনটি উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেলের) সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু যাঁরা পদোন্নতি বা অন্যপদে নিয়োজিত বা বদলী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাহারো ৮ বৎসর হওয়াতে ১টি মাত্র উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাচ্ছেন এবং যাঁদের ৮ বৎসর পূর্ণ হয়নি, তাঁরা উচ্চতর স্কেলের সুবিধা হ'তে বঞ্চিত হচ্ছেন। একই ধরনের ঘটনা যাঁরা ১-৭-৭৭ তারিখের পর পদোন্নতি পেয়েছেন বা অন্যপদে নিয়োজিত বা বদলী হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এই বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা কি হ'তে পারে?

ব্যাখ্যাঃ যদি ১-৭-৭৭ তারিখের পূর্বে অথবা পরে পদোন্নতি না পেতেন বা অন্যপদে নিয়োজিত বা বদলী না হ'তেন, তা'হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী পদোন্নতির পূর্বের পদে ২১-১২-৮৩ তারিখে ৮, ১২, ১৫ বৎসরের চাকুরী পূর্তির ভিত্তিতে যে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রাপ্য হ'তেন সেই স্কেলে (টাইম স্কেলে) বেতন নির্ধারণ করতে হ'বে। যদি পদোন্নতি প্রাপ্ত/বদলীকৃত/নিয়োগ প্রাপ্ত পদের স্কেল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হতে উচ্চতর হয়, তবে পদোন্নতি প্রাপ্ত/বদলীকৃত/নিয়োগ প্রাপ্ত পদের স্কেলে বেতন নির্ধারণ করতে হ'বে। যদি পদোন্নতি প্রাপ্ত/বদলীকৃত/নিয়োগ প্রাপ্ত পদের স্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হ'তে নিম্নতর হয়, তবে পদোন্নতি প্রাপ্ত/বদলীকৃত/নিয়োগ প্রাপ্ত পদে বেতন নির্ধারণের প্রয়োজন হ'বে না।

(ঠ) একই অফিসে একই স্কেলে বিভিন্ন পদে চাকুরীকাল গণ্য করে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা হ'বে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ এরূপ ক্ষেত্রে যদি পদগুলি পরস্পর বদলীযোগ্য হয় এবং একই স্কেলভুক্ত হয়, তবে এই সমস্ত পদের চাকুরীর দৈর্ঘ্যের সমষ্টির ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা হ'বে।

(ড) পাকিস্তান প্রত্যাগত কর্মচারী পাকিস্তানে যে পদে চাকুরীরত ছিলেন, সেই পদ বাংলাদেশে না থাকার কারণে একই অথবা অনুরূপ স্কেলে অন্যপদে আত্মীকরণ করা হয়। এদের ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশে আত্মীকরণের পূর্বে পাকিস্তানে যে পদে কর্মরত ছিলেন, সেই পদের চাকুরী গণনা করা হ'বে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ পাকিস্তান প্রত্যাগত কর্মচারীগণ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শর্তপূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন অফিসে আত্মীকৃত হয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেল প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্বে, পাকিস্তানে যে পদে কর্মরত ছিলেন, সেই পদের চাকুরী গণনা করে উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেলের) সুবিধা প্রদান করা হ'বে।

(ঢ) কন্‌টিন্‌জেন্ট এবং ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেলের) সুবিধা প্রদান করা যাবে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ যে সব কন্‌টিন্‌জেন্ট ও ওয়ার্ক চাজার্ড কর্মচারীগণ নির্ধারিত স্কেলে বেতন পাচ্ছেন, তাঁরা উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেল) সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

(ণ) সরকার/সংস্থা/ব্যাংক কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাড়ীতে বসবাসকারী ২২৫—৩১৫ টাকা হ'তে ২৫০—৩৬২ টাকা স্কেলের যে সকল কর্মচারীগণ উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে ২৭৫—৪৮০ টাকা বা তদূর্ধ্ব বেতন স্কেল প্রাপ্য হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হ'বে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ ২৭৫—৪৮০ টাকা বা তদূর্ধ্ব স্কেল, উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসাবে পাওয়ার ফলে সরকার/সংস্থা/ব্যাংক সেক্টর কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাড়ীতে বসবাসকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়া কর্তনের সংশ্লিষ্ট বিধানমতে বাড়ী ভাড়া কর্তন করতে হ'বে। তবে যেহেতু উচ্চতর স্কেলের (টাইম স্কেলের) আর্থিক বকেয়া সুবিধা ২১-১২-৮৩ তারিখের পূর্ব্বে প্রদেয় নহে, সেইহেতু ঐ তারিখের পূর্বের বকেয়া বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হ'বে না। ২১-১২-৮৩ তারিখ হ'তে বকেয়া বাড়ী ভাড়া কর্তন করতে হ'বে।

(ত) কোন কোন অফিসে নিম্নপদ ও উচ্চপদের স্কেল এক। এসব ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের সময় উভয় পদের চাকুরী গণনা করে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা যাবে কিনা ?

ব্যাখ্যাঃ এরূপ ক্ষেত্রে উভয় পদের চাকুরীর মেয়াদের সমষ্টির ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা হবে।

(থ) মার্শাল ল’ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যে সকল পদের পদনাম পরিবর্তন করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনের পূর্বের এবং পরের পদ একই পদ হিসাবে গণ্য হ’বে কি না ?

ব্যাখ্যাঃ মার্শাল ল’ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যে সকল পদের পদনাম পরিবর্তন করা হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনের পূর্বের এবং পরের পদ একই পদ হিসাবে গণ্য হ’বে, যদি বেতন স্কেল অপরিবর্তিত থাকে।

এইচ, আর, দত্ত
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন উইং
শাখা-৩

নং অম-অবি(বা)-৩-আর(জি)-১-৮৪(অংশ-২)-৮৯, তারিখ ঃ ১২-৬-১৯৮৪

বিষয় ঃ **২২৫—৩১৫, ৪৭০—১১৩৫ টাকার নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারীগণের (ক্যাডার সার্ভিস ব্যতীত) এবং পাবলিক বডিস ও ন্যাশনালাইজড এন্টারপ্রাইজেস এবং ব্যাংকস ও ফাইন্যানসিয়াল ইন্সটিটিউশনের নন্-অফিসারগণের জন্য ৮, ১২, ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর উচ্চতর স্কেল প্রদান।**

উপরোল্লিখিত বিষয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন উইং-এর ২১-৫-১৯৮৪ তারিখের এম এফ/ এফ ডি (ইম্প)-III-আর(জি)-১২/৮০/৭৮ (ক্যাডার সার্ভিস ছাড়া সরকারি সেক্টরের ২২৫—৩১৫ টাকা হ’তে ৪৭০—১১৩৫ টাকার কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এবং ৭৯ (পাবলিক বডিস ও ন্যাশনালাইজড এন্টারপ্রাইজেস এবং ব্যাংক ও ফাইন্যানসিয়াল ইন্সটিটিউশন সেক্টরদ্বয়ের ২২৫—৩১৫ টাকা হ’তে ৪৭০—১১৩৫ টাকার কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নং বিজ্ঞপ্তি দু’টির প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্দিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে উক্ত বিজ্ঞপ্তি দু’টি জারী করার পর অডিট অফিসসহ বিভিন্ন অফিস উহাদের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সংশয়ের সম্মুখীন হন এবং সেগুলির ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদানের অনুরোধ জানান। বিস্তারিত পর্যালোচনার পর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হ’ল ঃ

(ক) আদেশ মোতাবেক ৮, ১২, ১৫ বৎসর পর কিভাবে বেতন নির্ধারণ করতে হবে—প্রতি ক্ষেত্রে একটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হবে, না কেবলমাত্র প্রথম বেতন নির্ধারণ ক্ষেত্রে একটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদেয়।

ব্যাখ্যাঃ নতুন জাতীয় বেতন স্কেল টাঃ ২২৫—৩১৫ হ’তে টাঃ ৪৭০—১১৩৫ এর অন্তর্ভুক্ত একজন কর্মচারীর একই পদে ৮ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হ’লে, পরবর্তী উচ্চতর নতুন জাতীয় স্কেল নতুন স্কেলে তার বেতন নির্ধারণকালে, বেতন ধাপের সহিত মিলে

গেলে, সেই ধাপে, আর সে ধাপে না মিলে গেলে, পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করতে হবে এবং উহার সহিত একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট যোগ করতে হবে। ঐ কর্মচারীর, ঐ পদে ১২ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হ'লে, তার বেতন ঐ স্কেলের (৮ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হওয়ায় প্রদত্ত বেতন স্কেলের) পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে, উপরোল্লিখিতভাবে একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের সুবিধাসহ পুনরায় বেতন নির্ধারিত হবে।

অনুরূপভাবে ঐ পদে ১৫ বৎসরের চাকুরী পূর্ণ হ'লে উপরোল্লিখিতভাবে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টসহ বেতন নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ একজন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর একই পদে ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হ'লে, তিনি ৮, ১২ ও ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর পরবর্তী উচ্চতর নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে প্রতিবারে বেতন নির্ধারণকালে একটি করে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের সুবিধা পাবেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই বকেয়া ২১-১২-৮৩ তারিখের পূর্বে প্রদেয় হবে না। যে সকল কর্মচারীর ১-৭-৭৭ তারিখের পূর্বে একই পদে ৮, ১২, ১৫ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হয়েছে উপরোক্ত পদ্ধতিতে তাঁদের ১-৭-৭৭ তারিখেই যথাক্রমে ১ বার, ২ বার এবং ৩ বারে ১টি/২টি/৩টি পরবর্তী উচ্চতর নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে/নতুন স্কেলে উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ২১-১২-৮৩ তারিখের পূর্বের কোন আর্থিক সুবিধা প্রদেয় নহে।

(খ) যে সকল পদের ক্ষেত্রে ১-৭-৭৭ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে উচ্চতর স্কেল সিলেকশন গ্রেড স্কেলের পরবর্তী উচ্চতর স্কেল হ'তে ধরা হবে, না সিলেকশন গ্রেড স্কেলকে ধরা হবে।

ব্যাখ্যাঃ এরূপ ক্ষেত্রে আলোচ্য উচ্চতর স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেলের পরবর্তী উচ্চতর স্কেল হ'তে ধরা হবে।

(গ) সাধারণভাবে কোন পদের মূল স্কেলের পরবর্তী উচ্চতর স্কেল সেই পদের সিলেকশন গ্রেড স্কেল হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য আদেশে ৮ বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল পাওয়ার ফলে সিলেকশন গ্রেড স্কেলের অস্তিত্ব আর থাকবে কিনা।

ব্যাখ্যাঃ এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুযায়ী সিলেকশন গ্রেড স্কেল বজায় থাকবে।

(ঘ) বাস্তবায়ন উইং-এর ২১-১২-৮৩ তারিখের যে এমএফপি/এফডি(ইম্প)/৩-আর-(জি)-১২/৮২/৩১৯ ও ৩২০ নং বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ের আংশিক সংশোধন করে ২১-৫-৮৪ তারিখের এম এফ/এফ/ডি(ইম্প)-৩-আর-জি-১২/৮৩/৭৮ ও ৭৯ নং বিজ্ঞপ্তিদ্বয় জারী করা হয়েছে। মহা হিসাব রক্ষক অফিসের মতে যেহেতু ২১-৫-৮৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ২৯-১২-৮৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আংশিক সংশোধন করা হয়েছে, বাতিল করা হয়নি, সেইহেতু সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উক্ত বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ের যে কোন একটি বিজ্ঞপ্তির সুবিধা পেতে পারেন। যুগপৎভাবে উভয় বিজ্ঞপ্তির সুবিধা প্রাপ্য নহে।

ব্যাখ্যাঃ বাস্তবায়ন উইং-এর ২১-৫-৮৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ২১-১২-৮৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আংশিক সংশোধন করা হয়েছে। সুতরাং ২২৫—৩১৫ টাকা হ'তে ৪৭০—১১৩৫ টাকা স্কেলের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ২১-১২-৮৩ তারিখের ৩১৯ ও ৩২০ নং বিজ্ঞপ্তিদ্বয় প্রযোজ্য নহে।

এইচ, আর, দত্ত
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন শাখা-৪

নং অম/অবি(বাস্ত-৪)চট্টঃ বন্দর-৪০/৯১-১৯(৫০০), তারিখ ২২-৩-১৯৯৫ইং/০৮-১২-১৪০১বাং

বিষয় ঃ **নিম্নপদ ও উচ্চ পদের চাকুরীর মেয়াদের সমষ্টির ভিত্তিতে টাইম স্কেল প্রদান প্রসংগে।**

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১-১২-৮৪ইং তারিখের অম/অবি(বা)-৩-আর-(জি)-১-৮৪(অংশ-২)-১৫৫ নং অফিস স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছে যে, উক্ত স্মারকের 'ত' ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যে সকল অফিসে নিম্নপদ ও উচ্চ পদের বেতন স্কেল এক, সে সব ক্ষেত্রে উভয় পদের চাকুরীর মেয়াদের সমষ্টির ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা হবে। এই প্রেক্ষিতে যে সময়কালে নিম্নপদ ও উচ্চ পদের বেতন স্কেল এক ছিল না, সেই সময়কাল উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানের ক্ষেত্রে গণনাযোগ্য হবে না। তাই উক্ত ১-১২-৮৪ইং তারিখের অফিস স্মারকের অপব্যাখ্যা বা ভুল ব্যাখ্যা করে যদি কোন অফিসে কর্মচারীদেরকে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদানকালে নিম্নপদ ও উচ্চ পদের বেতন স্কেল যে সময়কালে এক ছিল না সে সময়কাল গণনাকরে উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে তা সত্বর সংশোধন করে সঠিক বেতন স্কেলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। ঐ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাকে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণী/তথ্য বা শূন্য রিপোর্ট এই পত্র প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরাধ করা হলো।

দবির উদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখা

নং ইডি(এসপি)-৬৯/৮৩-১৯৪(৩) তারিখ ১৬-৩-৮৭ইং/১-১২-৯৩বাং

প্রেরক ঃ মোঃ সাইফুল হাসিব,
সহকারী সচিব।

প্রাপক ঃ (১) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (বেসামরিক)।

(২) সকল প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

বিষয় ঃ **উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ।**

উদ্বৃত্ত কর্মচারী আত্মীকরণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশ নং ২৪) এর ৬ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যথাযথ বিবেচনান্তে সরকার নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

(ক) উদ্বৃত্ত কর্মচারীগণের মূল বেতন স্কেলের বিপরীতেই তাঁহাদিগকে আত্মীকরণ করিতে হইবে এবং উদ্বৃত্ত থাকাকালে যদি তাঁহাদের সিলেকশন গ্রেড কিংবা টাইমস্কেল প্রাপ্য হইয়া থাকে তবে তাঁহারা ঐ প্রাপ্য সিলেকশন গ্রেড অথবা টাইমস্কেলেই বেতন আহরণ করিবেন।

(খ) সম স্কেলের পদ শূন্য না থাকায় যদি কোন উদ্বৃত্ত কর্মচারী নিম্নতর বেতন স্কেলে আত্মীকৃত হইয়া থাকেন তবে তিনি উদ্বৃত্ত থাকাকালীন বেতন স্কেলেই আত্মীকরণকারী দপ্তর হইতে মূল বেতন আহরণ করিবেন। উদ্বৃত্ত থাকাকালীন বেতন স্কেলে তিনি সিলেকশন গ্রেড এবং টাইম স্কেলের সুবিধা পাইবেন।

(গ) আত্মীকৃত কর্মচারীগণ উদ্বৃত্ত থাকাকালীন সময়ে সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে আত্মীকরণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা উহাদের অধীনস্থ দপ্তরে যদি সমমানের পদে সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেলের ব্যবস্থা থাকে তবে তাঁহাদিগকে মূল বেতন স্কেলের বিপরীতে আত্মীকরণ না করিয়া সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল আত্মীকরণ করিতে হইবে।

(ঘ) উপরোক্ত প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের ফলে আত্মীকৃত সরকারি কর্মচারীদের সকল প্রাপ্য বকেয়া পরিশোধ করিতে হইবে।

২। ইহা অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন উইং এর সম্মতিক্রমে জারী করা হইল।

আপনার অনুগত

মোঃ সাইফুল হাসিব
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
বাস্তাবায়ন অধিশাখা-২

নং অম/অবি(বাস্ত-২) বেঃ বৈঃ দুঃ (সংস্থাপন)-৩/২০০৬/২২০ তারিখ ঃ ১২-৯-২০০৭ খ্রিঃ।

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **শর্টহ্যান্ড ও টাইপিংয়ে দক্ষতা প্রদর্শন হেতু অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তিতে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী কনিষ্ঠ কর্মচারী অপেক্ষা কম বেতন পাওয়ার প্রেক্ষিতে তা সমতাকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রালয়ের নথি নং-সম(প্রঃ৩)-বিবিধ-২০/২০০৭ এর মাধ্যমে প্রেরিত প্রস্তাব।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল জ্যেষ্ঠ কর্মচারী জাতীয় বেতস্কেল, ২০০৫ জারীর পূর্বে শর্টহ্যান্ড ও টাইপিংয়ে দক্ষতা প্রদর্শন হেতু ২টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন, তাঁরা, যে সকল কনিষ্ঠ কর্মচারী জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ জারীর পর উল্লিখিত ২টি ইনক্রিমেন্টের সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের থেকে কম বেতন পাচ্ছেন। এর কারণ হলো জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ জারীর পর বার্ষিক ইক্রিমেন্টের হার জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯৭ এর ইনক্রিমেন্টের হারের চেয়ে বেশী। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

২। উপর্যুক্ত কারণে অর্থ বিভাগের ৩০-৮-১৯৯৯ তারিখের অম/অবি/বাস্ত-৬/শিল্প-১/৯৯/৮০ নং স্মারকের ধারাবাহিককতায় জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীর সৃষ্ট বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যে সব ক্ষেত্রে একই স্কেলে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী, কনিষ্ঠ কর্মচারী থেকে বেতন কম পাচ্ছেন বা পাবেন সেসব ক্ষেত্রে যে তারিখ হতে জ্যেষ্ঠ কর্মচারী, কনিষ্ঠ কর্মচারী অপেক্ষা কম বেতন পাচ্ছেন বা প্রাপ্য হবেন, সে তারিখে জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বেতন কনিষ্ঠ কর্মচারীর বেতনের সাথে সমান করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীর মধ্যে যাতে বেতনের অসমতা দেখা না দেয়, সে জন্য জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখ কনিষ্ঠ কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের তারিখের সাথে এক করা যেতে পারে।

৩। এ আদেশ ১-১-২০০৫ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গন্য হবে।

(বিমান বিহারী বড়ুয়া)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন অধিশাখা-৪

নং-অম/অবি(বাস্তঃ৪)/বাজাস-৩(সিগ্রে)/০৬/১২৯ তারিখ ঃ ৫-৯-২০০৭ইং।

বিষয় ঃ **দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান প্রসংগে।**

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের স্মারক নং বাজাসস-সং-২(সিঃ গ্রেডঃ ২য়)/৩(৩)/২০০৫/২৭৯, তারিখ ১৮-৭-২০০৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রে পদের সংখ্যা বেজোড় (১ এর অধিক) এবং ১ টি মাত্র পদ হলে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

"পদের সংখ্যা বেজোড় (১ এর অধিক) হলে ৫০% পদ হিসেবের সময় ১টি পদ বাদ দিতে হবে। তবে পদের সংখ্যা ১(এক) হলে এবং পদটি ব্লক পদ (Block Post) হলে ব্যতিক্রম হিসেবে ১(এক)টি পদের বিপরীতে ১টি পদেই সিলেকশন গ্রেড দেয়া যাবে"।

স্বাক্ষর/-

(অর্দ্ধেন্দু শেখর রায়)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা

নং অম/অবি(বাস্ত-৪)/সংসদ(সিঃগ্রেঃ)/২০০৮/১৬৫ তারিখ ঃ ২২-১০-২০০৮খ্রিঃ

বিষয় ঃ **সাঁটলিপিকার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক, এবং অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক পদে সিলেকশন গ্রেড এবং অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদানের জন্য গতি পরীক্ষা টাইপ রাইটারের পরিবর্তে কম্পিউটারে গ্রহণ সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পত্র নং- ১২(৯)/২০০৮-মাস-২(বিবিধ)/১৮৯, তারিখ ঃ ০৯-৪-২০০৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সাঁটলিপিকার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক এবং অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক পদে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের শতকরা হারের বিদ্যমান কোটা ও ক্ষেত্র অপরিবর্তিত রেখে স্ব-স্ব পদে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছর চাকুরী পূর্তিতে সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হবে। আলোচ্য পদসমূহের সিলেকশন গ্রেড ও অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগের ১৪-৯-১৯৮৬ তারিখের MF-FD(IMP)-3-R(G)-16-83 (Pt-1)/161 নং স্মারকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে গতি পরীক্ষা নেয়া হতো। বর্তমানে কম্পিউটার চালু হওয়ায় এই পরীক্ষা কম্পিউটারে নেয়ার জন্য বিভিন্ন কার্যালয় থেকে প্রস্তাব আসে। প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে সকল স্থানে টাইপ রাইটারের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে সে সকল স্থানে টাইপ রাইটারের পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কম্পিউটারে পরীক্ষা গ্রহণ করার সম্মতি দেয়া হলো ঃI

(ক) কম্পিউটারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ঃ
   (১) Basics of operating system ;
   (২) Microsoft word ;
   (৩) Microsoft XL ;
   (৪) Microsoft Power Point & Microsoft Access.

(খ) শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটারে কম্পোজে প্রতি মিনিটে ন্যূনতম নিম্নরূপ গতি থাকতে হবে ঃ

পদের নাম	শর্টহ্যান্ড-এ প্রতি মিনিটে গতি	কম্পিউটার কম্পোজে প্রতি মিনটে গতি
সাঁটলিপিকার	ইংরেজী-৮০ বাংলা-৫০	ইংরেজী-৪৫ বাংলা-৩০
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	ইংরেজী-৭০ বাংলা-৪৫	ইংরেজী-৪৫ বাংলা-৩০
মুদ্রাক্ষরিক	....	ইংরেজী-৪৫ বাংলা-৩০
অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	....	ইংরেজী-৪৫ বাংলা-৩০

২। উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত এই আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে ঃ

(ড.অর্দ্ধেন্দু শেখর রায়)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা

নং অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১২(সিঃগ্রেঃ)/২০০৬/১০১

তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৪বাং / ০৫ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের বেতন করসপন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নির্ধারণ প্রসংগে।**

সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ (সরকারি-বেসামরিক) এর ৭(৬) অনুচ্ছেদে ২য় শ্রেণীর পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী যে সকল ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত হবেন/হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ০১-০১-২০০৫ তারিখে সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে নিম্নে বর্ণিতভাবে বেতন নির্ধারণ হবে ঃ—

(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ (সরকারি-বেসামরিক) বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-০১-২০০৫ তারিখে করসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণ হবে ;

(খ) সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বেতন সিলেকশন গ্রেডের সমতুল্য ধাপে নির্ধারণ হবে ;

(গ) যদি সমতুল্য ধাপ না থাকে তা'হলে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশিষ্ট অংক ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) হিসেবে গণ্য হবে। এই ব্যক্তিগত বেতন পরবর্তী বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সাথে সমন্বয় হবে।

(ঘ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ প্রবর্তনের পূর্বে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত কোন ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

(রাজিয়া বেগম, এন ডি সি)
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
অধিশাখা-৫

নং অম/অবি(বাস্ত-৫)/সিঃগ্রেড/টাঃস্কেল/২০১০/(অংশ)/৩৬ তারিখ ঃ ০৩-০৫-২০১০ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ **২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ স্মারক নং-অম/অবি/প্রশা-৪/সিঃগ্রেড ও টাঃস্কেঃ/২০০৯/২৮৫, তারিখ ঃ ১৩-০৪-২০১০।

২। নথি নং-অম/অবি/প্র-৪/সিঃগ্রেড(৩৯)/২০০৫।

উপর্যুক্ত সূত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৫ অনুযায়ী ৫১০০-১০৩৬০/-(১০ নং গ্রেড) টাকার বেতনস্কেল বিশিষ্ট ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্তভাবে নির্দেশক্রমে সরকারি সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হলো ঃ—

(ক) ২য় শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির পূর্বে টাইমস্কেল প্রাপ্য হলে সেক্ষেত্রে ৬৮০০—১৩০৯০/-টাকার স্কেল ১ম টাইমস্কেল হিসেবে প্রদান করে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সিলেকশন গ্রেড হিসেবে ৭৪০০—১৩২৪০/- টাকার স্কেল ব্যক্তিগত স্কেল হিসেবে এবং পরবর্তীতে টাইমস্কেল প্রাপ্য হলে সেক্ষেত্রে ৯০০০—১৫৪৮০/- টাকার স্কেল ২য় টাইমস্কেল হিসেবে প্রদেয় হবে ;

(খ) ৭৪০০—১৩২৪০/- টাকার বেতন স্কেল ভোগরত ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণ তাদের পদের বিপরীতে সিলেকশন গ্রেডের জন্য নির্ধারিত ৬৮০০—১৩০৯০/- টাকার বেতনস্কেলের চেয়ে উচ্চতর স্কেলে বেতন আহরণ করছেন এবং বর্তমানে আহরিত বেতন স্কেল ও উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত ১ম টাইমস্কেল একই অর্থাৎ ৭৪০০—১৩২৪০/- টাকা। তাই তাদেরকে সিলেকশন গ্রেড ও ১ম টাইমস্কেল প্রদানের সুযোগ নেই। তবে, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ১২ বছর চাকরি পূর্তিতে ৯০০০—১৫৪৮০/ (৭নং গ্রেড) টকায় ২য় টাইমস্কেল হিসাবে প্রদেয় হবে ;

(গ) ২য় শ্রেণীর পদে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে ২য় শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা নিজ পদের বেতনস্কেল থেকে সিলেকশন গ্রেড ও ২টি টাইমস্কেলসহ সর্বমোট ৩টির অধিক উচ্চতর স্কেল প্রাপ্য হবেন না ;

(ঘ) উক্ত সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল বাবদ ১-৭-০৯ তারিখের পূর্বে বেতন নির্ধারণী সুবিধা ব্যতিত কোন বকেয়া প্রদেয় হবেন না ;

(ঙ) আলোচ্য সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
অধিশাখা-৫

নং অম/অবি(বাস্ত-৫)/(সিঃগ্রেঃ ও টাঃস্কেঃ)/০৫/২০০৯/২৬ তারিখ ঃ ২৮-০৩-২০১০ খ্রিঃ।

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ অনুযায়ী ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত।**

জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ অনুযায়ী সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) ও সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে উত্থাপিত জটিলতা নিরসনকল্পে নির্দেশক্রমে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো ঃ

বিষয়	ব্যাখ্যা
(ক) ০১-০৭-২০০৯-এ পে-স্কেল জারী করার পূর্বে যে সমস্ত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা (যারা পূর্বে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল পেয়েছেন) অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ এর ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৮ ও ১২ বছর চাকুরি পূর্তিতে উচ্চতর বেতনস্কেল (টাইমস্কেল) এর প্রাপ্যতা সংক্রান্ত ;	জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ অনুযায়ী কেবলমাত্র চাকরিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বেতনস্কেল/০৯-এ প্রদেয় সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন এবং এসব সুবিধা ১লা, জুলাই ২০০৯ হতে প্রদেয় হবে। অর্থাৎ যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১-০৭-২০০৯ এর পূর্বে এলপিআর কিংবা অবসরে গেছেন তারা জাতীয় বেতনস্কেল/০৯ এর ৭(২) অনুচ্ছেদে প্রদেয় উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।
খ.১. যে সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির পূর্বে টাইমস্কেল প্রাপ্য হয়েছেন। অথবা, খ.২. একই তারিখে টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কোনটি সিলেকশন গ্রেড এবং কোনটি টাইমস্কেল ?	১. টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় বেতনস্কেল/০৯-এর ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২. একই তারিখে টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হলে ১ম টি সিলেকশন গ্রেড ও ২য়টি টাইমস্কেল হিসাবে বিবেচ্য।
(গ) জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ অনুযায়ী ৭৪০০—১৩২৫০/- (৮ম গ্রেড) টাকার স্কেলবিশিষ্ট ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদানের বিষয় মতামত ;	Individual Case পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করা যেতে পারে।

বিষয়	ব্যাখ্যা
(ঘ) ০১-০৭-২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের বেতন করসপন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;	অর্থ বিভাগের অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-১২/(সিঃগ্রেঃ)/২০০৬/১০১, তারিখঃ ৫-৭-২০০৭ স্মারক অনুযায়ী ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের বেতনস্কেল, ২০০৫-এ করসপন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণের সুযোগ ছিল। জাঃবেঃস্কেঃ/০৯ এর ৬(৩)(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ০১-০৭-২০০৯ তারিখে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রাপ্ত হলে ঐ তারিখে প্রথমে ৩০-৬-২০০৯ তারিখে প্রাপ্ত বেতনস্কেলের ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে করসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেলে বেতন নির্ধারণ হবে।

বিবিধ ঃ

(১) ০১-০৭-২০০৯ তারিখে এবং এর পর এলপিআর ভোগরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে টাইমস্কেল প্রদান করা প্রসংগে।	এলপিআর ভোগরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ শুধুমাত্র বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির সুবিধা (শুধুমাত্র পেনশন নির্ধারণের জন্য) ছাড়া অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।
(২) "যদি পদোন্নতি না হতো" তাহলে নিম্নপদের ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) প্রদানের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিতে হবে?	"যদি পদোন্নতি না হতো" এসব বিষয় Case to Case নথি পর্যালোচনা করে নিস্পত্তি করা যেতে পারে।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখা

নং-অম/অবি/বাস্ত-৪/বিবিধ-১২(সিঃগ্রেঃ)/২০০৬/১০১ তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৪বাং / ০৫ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের বেতন করসপন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নির্ধারণ প্রসংগে।**

সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ (সরকারি-বেসামরিক) এর ৭(৬) অনুচ্ছেদে ২য় শ্রেণীর পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী যে সকল ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত হবেন/হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ০১-০১-২০০৫ তারিখে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড নিম্নে বর্ণিতভাবে বেতন নির্ধারণ হবে ঃ—

(ক) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ (সরকারি-বেসামরিক) বাস্তবায়নের প্রারম্ভ তারিখে অর্থাৎ ০১-০১-২০০৫ তারিখে করসপন্ডিং স্কেলে বেতন নির্ধারণের পরিবর্তে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণ হবে ;

(খ) সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বেতন সিলেকশন গ্রেডের সমতুল্য ধাপে নির্ধারণ হবে ;

(গ) যদি সমতুল্য ধাপ না থাকে তা'হলে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করে অবশ্লিষ্ট অংক ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) হিসেবে গণ্য হবে। এই ব্যক্তিগত বেতন পরবর্তী বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সাথে সমন্বয় হবে।

(ঘ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ প্রবর্তনের পূর্বে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত কোন ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

(রাজিয়া বেগম,এন ডি সি**)**
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি/(বাস্ত-১)/বিবিধ-৪/২০০৩/১৬৪(১০০) তারিখ ঃ ১৮-১২-২০০৪ খ্রিঃ।

প্রেরক ঃ আবদুল বারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপক ঃ হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক
সচিবালয় ভবন (৩য় ফেজ)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

বিষয় ঃ **"পদোন্নতি না হইলে" পূর্ব পদের ভিত্তিতে প্রদত্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পদোন্নতি প্রাপ্ত পদের স্কেলের সমান বা উচ্চতর হইলে, সেই ক্ষেত্রে নূন্যতম আর্থিক সুবিধা ৭৫/- প্রদান প্রসংগে।**

সূত্র ঃ অম/অবি(বা-)৩-আর(জি)-১-৮৪(অংশ-৫)/২২, তারিখ ঃ ৫-৩-১৯৯২ইং।

মহোদয়,

সূত্রোলিখিত পত্রের বরাতে নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছি যে, অর্থ বিভাগের ৫-৩-১৯৯২ তারিখের অম/অবি(বা)-৩-আর(জি)-১-৮৪(অংশ-৫)/২২ নং স্মারকে যাঁহারা শাখা সহকারী/ সাঁটলিপিকার পদ হইতে সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি পাইয়াছেন এবং "যদি পদোন্নতি না পাইতেন" ভিত্তিতে পূর্ব পদে টাইম স্কেল পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে বেতন নির্ধারণকালে নিম্নপদে প্রাপ্ত টাইম স্কেলের বেতনের সাথে নূন্যতম বেতন নির্ধারণী সুবিধা টাকা ৭৫/- প্রাপ্য হইবেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

২। সরকার সকল দায়িত্ব, কার্যপরিধি ও সুযোগ সুবিধা অপিরবর্তিত রাখিয়া শাখা সহকারী পদকে প্রথমে ১৩-০৯-১৯৯৫ তারিখের সম/সওব্য/টিম-১(সংস্থাপন-সাংকা)-২৪/৯৪-১৭০ নং আদেশবলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সাঁটলিপিকার পদকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে রূপান্তর এবং পরবর্তীতে ২৮-০৪-১৯৯৭ তারিখের সম(কল্যাণ)-আর-৩/৯০-৬৪ নং আদেশবলে পদসমূহকে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদাসহ বেতনস্কেল উন্নীত করে। সূত্রোস্থ আদেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা উল্লেখ না থাকায় পদমর্যাদাসহ পদবী পরিবর্তনের কারণে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। উল্লেখিত জটিলতা নিরসনের জন্য ৫-৩-১৯৯২ তারিখের ২২ নং স্মারকে উল্লেখিত শাখা সহকারী/সাঁট-লিপিকার পদের স্থলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা প্রতিস্থাপিত হইবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা পদ থেকে ১ম শ্রেণীর পদে (সহকারী সচিব নন-ক্যাডার) পদোন্নতি প্রাপ্তদেরকে পদোন্নতি পদে ৭৫/- টাকা বেতন নির্ধারণী সুবিধা প্রদানে ৫-৩-১৯৯২ তারিখের ২২ নং স্মারকটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হইল ঃ

"প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদ থেকে ১ম শ্রেণীর পদে (সহকারী সচিব, নন-ক্যাডার) পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি পদে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণী সুবিধা টাকা ৭৫/- প্রাপ্য হইবেন"।

৩। এই আদেশ ২৮-০৪-১৯৯৭ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(আবদুল বারী)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
বাস্তাবায়ন অধিশাখা-৪

নং অম/অবি(বাস্ত-৪) বিবিধ-১৫/০৭/১২০ তারিখ ঃ ১২-৮-২০০৭ইং।

বিষয় ঃ **এল, পি, আর ভোগরত অবস্থায় সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হবেন কিনা এ সম্পর্কে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং মশিবিম/প্রঃ-৩/৭২/৮৭-৯৪(অংশ-১)-৪২০, তারিখ ১৮-০৭-২০০৭ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এলপিআর ভোগরত অবস্থায় সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কোন বিধি বিধান বা আদেশ নেই বিধায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের এলপিআর-এ ভোগরত কর্মকর্তাগণকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করার কোন সুযোগ নেই।

(অর্দ্ধেন্দু শেখর রায়)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১

নং-অম/অবি/বিধি-১/চাঃ বিঃ-৩/২০০৪/৯৯ তারিখ ঃ ১০ আষাঢ় ১৪১৫বাং / ২৪ জুন ২০০৮ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় ঃ **সরকারি, আধা-সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহ এবং সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের উৎসব ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ অর্থ বিভাগের ০৮-৭-২০০৪ খ্রিঃ (২৪-৩-১৪১১ বাং) তারিখের অম/অবি/বিধি-১/চাঃবিঃ ৩/২০০৪/১০২ নং পরিপত্র।

সরকার সকল শ্রেণীর সরকারি, আধা-সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহ এবং সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে মাসিক নীট পেনশনের সমপরিমাণ বছরে দুইটি উৎসব ভাতা প্রদানের জন্য সূত্রোক্ত পরিপত্র নিম্নরূপে সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

২। অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান পেনশনভোগী/পারিবারিক পেনশনভোগীগণ নীট পেনশনের সমপরিমাণ বছরে দুই ঈদে দুইবার এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পেনশনভোগী/পারিবারিক পেনশন ভোগীগণ তাঁদের স্ব-স্ব প্রধান ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে নীট পেনশনের সমপরিমাণ দুইটি উৎসব ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ ১০০% পেনশন সমর্পন না করলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হতেন উক্ত পরিমাণ অর্থ দুইবার উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হবেন।

৪। ব্যাংকের মাধ্যমে পেনশন উত্তোলনকারীদের এ উৎসব ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ১১-৯-২০০১ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/বিধি-১/৩পি-২৬/৮৬ (অংশ-২)/১২৮ নং স্মারকের নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

(রাজিয়া বেগম এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব(প্রবিধি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/বিধি-১/৩পি-২৮/৮৫/১৯১ তারিখ ঃ ৩ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ১৭ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **পেনশনের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ২৪-০৭-২০০৫ তারিখের অফিস স্মারক নং-অম/অবি/বিধি-১/৩পি-২৮/৮৫/৯৯ আংশিক সংশোধন পূর্বক গ্রস পেনশনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৯,৫০০/- টাকা এর স্থলে ৩৫,৮০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত) টাকা নির্ধারণে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। এ আদেশ ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩। এ স্মারক পত্রে যে সংশোধনের উল্লেখ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুরূপভাবে সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(শাহাবুদ্দিন আহমদ)
যুগ্ম-সচিব (প্রবিধি)।
অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৩ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৭ **(মুঃপ্রঃ)** ।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৬-০৮-১৪১৬ বাং মোতাবেক ১০-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ৭, ২০০৯

Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।—(১) এই অধ্যাদেশ Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. XII of 1974 এ নতুন section 4A এর সন্নিবেশ**।—Public Servants (Rctirement) Act, 1974 (XII of 1974), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লেখিত, এর section 4 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 4A সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"**4A. Retirement of a Freedom Fighter.**—(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in section 4, a public servant, who is a Freedom Fighter, shall retire from service on the completion of the fifty-ninth year of his age.

(2) If a public servant, as referred to in sub-section (1), is on leave preparatory to retirement immediately before the commencement of this section, such leave shall be terminated, and he shall, notwithstanding anything contained to the contrary in section 5, be re-employed in the service in such a manner as if he never had retired.

(3) The Government may require a public servant, in order to be entitled to any benefit under this section, to have his certificate or identity, as a Freedom Fighter, to be verified by the Ministry of Liberation War Affairs."।

৩। **Act No. XII of 1974 এর section 7 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 7 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 7 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"7. **Post-retirement leave.**—(1) A Public servant who is required to retire from or, as the case may be, cease to be in service under any provision of this Act shall be entitled to such post-retirement leave as is admissible to him and the period of such leave may extend up to one year from the date of his retirement or ceasing to be in service.

(2) Any reference to the expression *"leave preparatory to retirement*" in this Act, or, as a derivative of this Act, in any other Law, rule, regulation or instrument having the force of law, shall be read and construed as *"post-retirement leave."* ।

তারিখ ঃ ১৬-৮- ১৪১৬ বাঙ্গাব্দ / ১০-১২- ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১০/২১শে মাঘ, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০১০/২১শে মাঘ, ১৪১৬ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ

২০১০ সনের ৫নং আইন

Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন The Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2010 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. XII of 1974 এ নতুন section 4A এর সন্নিবেশ।**—Public Servants (Rctirement) Act, 1974 (XII of 1974), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 4 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 4A সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"**4 A.Retirement of a Freedom Fighter.**—(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in section 4, a public servant, who is a Freedom Fighter, shall retire from service on the completion of the fifty-ninth year of his age.

(2) If a public servant, as referred to in sub-section (1), is on leave preparatory to retirement immediately before the commencement of this section, such leave shall be terminated, and he shall, notwithstanding anything contained to the contrary in section 5, be re-employed in the service in such a manner as if he never had retired.

(3) The Government may require a public servant, in order to be entitled to any benefit under this section, to have his certificate or identity, as a Freedom Fighter, to be verified by the Ministry of Liberation War Affairs:

Provided that a public servant, who entered the service of the Republic as a Freedom Fighter, shall be exempted from such verification."।

৩। **Act No. XII of 1974 এর section 7 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 7 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 7 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

> "7. **Post-retirement leave.**—(1) A public servant who is required to retire from or, as the case may be, cease to be in service under any provision of this Act shall be entitled to such post-retirement leave as is admissible to him and the period of such leave may extend up to one year from the date of his retirement or ceasing to be in service.
>
> (2) Any reference to the expression *"leave preparatory to retirement"* in this Act, or, as a derivative of this Act, in any other Law, rule, regulation or instrument having the force of law, shall be read and construed as *"post-retirement leave."*।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 (অধ্যাদেশ নং ৭, ২০০৯), এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর অধীন কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত Act এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(আশফাক হামিদ)
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৪ অধিশাখা
www.moestab.gov.bd

নং সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৩৫/২০০৫-৪৯৩ তারিখ ঃ ১৭ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয় ঃ **মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি।**

The Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 (অধ্যাদেশ নং ৭, ২০০৯) দ্বারা The Public Servants (Retirement) Act, 1974 এ ধারা 4A সংযোজন ও ধারা ৭ প্রতিস্থাপন করা হয়। উক্ত আইনের 4A ধারায় মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ (উনষাট) বৎসর করা হইয়াছে এবং এলপিআর ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের পুনঃনিয়োগের বিধান রাখা হইয়াছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা কার্যকর করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হইল ঃ—

(১) কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণের জন্য উক্ত আইনের 4A ধারার (3) উপ-ধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী কর্তৃক দাখিলকৃত মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট/পরিচিতি (certificate/identity) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট যাচাইয়ের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রেরণ করিবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যাচাই অন্তে যথাযথ বলিয়া প্রমাণিত হইলে উক্ত মর্মে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে একটি প্রত্যয়নপত্র দিবে। উক্ত প্রত্যয়নপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর সার্ভিস রেকর্ড/চাকরি বহিতে বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি লিপিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণ বয়স বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় যোগদানপত্র দাখিল করিবেন। উক্ত যোগদানপত্র প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত মতে সার্টিফিকেট/পরিচিতি যাচাই সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্তির পর বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর সর্ভিস রেকর্ড/চাকরি বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে (এলপিআর) যাওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট পদে ইতোমধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীকে সুপারনিউমারারি/বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওএসডি) পদে পদায়ন করিতে হইবে। এইরূপ পদায়ন আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট সুপারনিউমারারি/বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওএসডি) পদ তাৎক্ষণিকভাবে স্ব স্ব বেতন স্কেলে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সৃষ্টিকৃত পদটি সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী উক্ত পদে বহাল থাকা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। অর্থাৎ যে কোন কারণে পদটি শূন্য হওয়ার তারিখ হইতে পদটি আপনা আপনি বিলুপ্ত হইবে।

(৪) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে (এলপিআর) যাওয়ার কারণে শূন্য পদটি ইতোমধ্যে নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ না করা হইয়া থাকিলে উপ-অনুচ্ছেদ (২) তে বর্ণিত মতে সার্টিফিকেট/পরিচিতি যাচাই সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্তির পর যোগদানের তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদানপূর্বক যোগদানকৃত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর পদায়ন আদেশ জারি করিতে হইবে।

২। এল পি আর ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণ, যাহারা বয়স বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যোগদান করিবেন, তাহাদের যোগদানের পূর্ববর্তী চাকরিকাল ছুটি হিসাবে গণ্য করা, লাম্পগ্রান্ট ফেরত প্রদান/সমন্বয়, পুনঃঅবসরের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অবসর গ্রহণ সুবিধাদির বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় পৃথকভাবে নির্দেশনা জারি করিবে।

(ইকবাল মাহমুদ)
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/প্রবি-১/চাঃবিঃ-৩/২০০৪(অংশ-২)/২৯ তারিখ ঃ ১১ ফাল্গুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয় ঃ **অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা কার্যকরকরণ প্রসঙ্গে।**

The Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 (অধ্যাদেশ নং ৭, ২০০৯) এর মাধ্যমে The Public Servants (Retirement)Act, 1974 এ ধারা 4A সংযোজন ও ধারা 7 প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত আইনের 4A ধারায় মুক্তিযোদ্ধা গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ (উনষাট) বৎসর করা হয়েছে এবং এল.পি.আর. ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের পুনঃনিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা কার্যকর করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হলো ঃ—

(ক) মুক্তিযোদ্ধা গণ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বয়স ৫৯ বৎসর পূর্তিতে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত প্রচলিত বিধি মোতাবেক অবসরোত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) প্রদান করতে হবে ।

(খ) ইতোপূর্বে জারিকৃত ছুটি নগদায়ন মঞ্জুরির আদেশটি বাতিল করতে হবে এবং ছুটি নগদায়নের অর্থ মূল বেতনের $\frac{1}{3}$ (এক-তৃতীয়াংশ) হারে প্রতি মাসের বেতন হতে কর্তন করতে হবে। উক্তরূপ কর্তনের পরও ছুটি নগদায়ন হিসাবে উত্তোলিত অর্থের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট তাকবে তা পরবর্তীতে প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য ছুটি নগদায়ন/আনুতোষিক এর অর্থ হতে এককালীন কর্তন করতে হবে।

(গ) ইতোপূর্বে জারিকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির আদেশ বাতিল করতে হবে এবং The Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 (অধ্যাদেশ নং ৭, ২০০৯) এর ধারা 4A(2) এর নির্দেশনা মোতাবেক ভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময় কর্তব্যকাল হিসাবে পরিগণিত হবে। মুক্তিযোদ্ধা গণ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বয়স ৫৯ বৎসর পূর্তিতে তাদেরকে উপরোক্ত (ক) উপানুচ্ছেদ অনুসরণে অবসরোত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) প্রদান করা যাবে এবং অবসরোত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) প্রদানের পরও ছুটি পাওনা সাপেক্ষে প্রচলিত বিধি মোতাবেক সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাসের ছুটি নগদায়নের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৩। বিদ্যমান বিধি-বিধানে যাহাই থাকুক না কেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ (১৭-৯-১৪১৬ বং) তারিখের সম (বিধি-৪)-বিবিধ-৩৫/২০০৫-৪৯৩ নং পরিপত্র মোতাবেক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত যে সকল মুক্তিযোদ্ধা গণ কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরিতে পুনঃনিয়োজিত হবেন, শুধুমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রে এ পরিপত্রে উল্লেখিত বিষয়সমূহ প্রযোজ্য হবে।

স্বাক্ষরিত
(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১।
www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/প্রবি-১/চাঃ বিঃ-৩/২০১০ (অংশ-৩)/৬২ তারিখ ঃ ২৩ চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ০৬ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপণ

Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর 4 ও 7 ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়নের লক্ষে 7 ধারায় সংশোধনী আনয়নপূর্বক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (Leave Preparatory to Retirement) কে অবসর-উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। মূলতঃ LPR সংক্রান্ত বিধি বিধানের কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সে জন্যে বিষয়টি স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো ঃ—

(ক) আইনের 4 ও 4A ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫৭ বা ৫৯ বছর পূর্তির দিনটি সংশ্লিষ্ট গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের দিন হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৭৯ এর বিধানমতে উক্ত দিনটি অকর্ম দিবস (নন-ওয়ার্কিং ডে) হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত দিন হতে অবসর গ্রহণ কার্যকর হবে। তবে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসর গ্রহণের জন্য নির্ধারিত উক্ত দিনটির পরবর্তী দিন হতে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত একজন গণ কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(খ) এ ক্ষেত্রে গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময়ের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অন্যান্য সকল নির্দেশনা পূর্বের ন্যায় অবসর উত্তর ছুটিকালীন সময়েও বহাল থাকবে।

২। এ নির্দেশনা ১৩-১২-২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৩। এ আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারি আদেশ পরিবর্তন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত
(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

অধ্যায়-১ম(খ)

ভাতা, সম্মানী ও ফি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)

দৈনিক ভাতা (Daily Allowance) এবং সড়কপথে পথ ভাড়া ভাতা (Road Mileage) এর সংশোধিত হার (এতদুদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস)।

ঢাকা;
তারিখ ঃ ১৭ই শ্রাবণ ১৩৯৯ / ১লা আগস্ট ১৯৯২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ)
(প্রবিধি শাখা-২)

নং অম/অবি(প্রবি-২)/টি এ/ডি এ-১৭/৮৫-৪০ তারিখ ঃ ১৭ই শ্রাবণ ১৩৯৯ / ১লা আগস্ট ১৯৯২

বিষয় ঃ **দৈনিক ভাতা (Daily Allowance) এবং সড়কপথে পথ ভাড়া ভাতা (Road Mileage) এর হার সংশোধন (এতদুদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস)।**

উল্লিখিত বিষয়ে পূর্বের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক, সরকার ভ্রমণ ভাতার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপে পরিবর্তন করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত সাধারণ বিধিমালা ও শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বে-সামরিক প্রশাসনের আওতাধীন সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, নিম্নবর্ণিত হারে ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা এবং সড়কপথে কিলোমিটারভিত্তিক পথ ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন ঃ

(ক) **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস ঃ**

ক-শ্রেণী ঃ মূল বেতন নির্বিশেষে সকল প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এবং ঐ সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা যাঁহাদের মূল বেতন মাসিক ৪,১০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব।

খ-শ্রেণী ঃ মাসিক ৪,১০০ টাকার কম মূল বেতন গ্রহণকারী সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এবং ঐ সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যাঁহাদের মূল বেতন মাসিক ২,১০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব।

গ-শ্রেণী ঃ খ এবং ঘ শ্রেণী ব্যতীত সকল তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।

ঘ-শ্রেণী ঃ ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ কনস্টবল (প্রধান কনস্টবল ব্যতীত), জেল ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Borstal School)-এর দ্বাররক্ষী এবং সকল ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।

(খ) **দৈনিক ভাতা ঃ**

	সাধারণ হার	ব্যয়বহুল স্থানের জন্য অর্থাৎ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট শহরের জন্য।
১। ক-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ঃ মাসিক মূল বেতন	৪০ টাকা	সাধারণ হারের $৩৩\frac{১}{৩}$% বেশী।
(১) ৪,১০০ টাকা পর্যন্ত		

	সাধারণ হার	ব্যয়বহুল স্থানের জন্য অর্থাৎ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট শহরের জন্য।
(২) ৪১০১ টাকা হইতে ৬২৯৯ টাকা পর্যন্ত	৪৫ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩$\frac{১}{৩}$% বেশী।
(৩)(ক) ৬৩০০ টাকা হইতে ৭৭৯৯ টাকা পর্যন্ত	৫৫ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩$\frac{১}{৩}$% বেশী।
(খ) ৭৮০০ টাকা হইতে ৯২৯৯ টাকা পর্যন্ত	৬৫ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩$\frac{১}{৩}$% বেশী।
(গ) ৯৩০০ টাকা ও তদূর্ধ	৭৫ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩$\frac{১}{৩}$% বেশী।
২। খ-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ঃ	মাসিক মূল বেতন ৩২০০ টাকা পর্যন্ত ৩৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ১০০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য অতিরিক্ত ৫ টাকা হারে, সর্বোচ্চ ৪০ টাকা।	সাধারণ হারের ৩৩$\frac{১}{৩}$% বেশী।
৩। গ-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মচারী ঃ	মাসিক মূল বেতন ১২০০ টাকা পর্যন্ত ৩০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য অতিরিক্ত ৫ টাকা হারে, সর্বোচ্চ ৩৫ টাকা।	সাধারণ হারের ৩৩$\frac{১}{৩}$% বেশী।
৪। ঘ-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মচারী	২৫ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩$\frac{১}{৩}$% বেশী।

(গ) **পথ ভাড়া ভাতা (Road Mileage) ঃ**

শ্রেণী	টাকা (কিলোমিটার প্রতি)
(১) ক-শ্রেণী	প্রতি কিঃ মিঃ ১.২৫ টাকা।
(২) খ-শ্রেণী	প্রতি কিঃ মিঃ ১.০০ টাকা।
(৩) গ-শ্রেণী	প্রতি কিঃ মিঃ ০.৭৫ টাকা।
(৪) ঘ-শ্রেণী	প্রতি কিঃ মিঃ ০.৫০ টাকা।

ভ্রমণকৃত দূরত্ব যাহাই হউক না কেন, উপরোক্ত হার সড়কপথে সমগ্র ভ্রমণের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(ঘ) পথ ভাড়া ভাতা (Mileage Allowance) নির্ণয়ের জন্য শ্রেণী-প্রাপ্যতা।

১। **রেলপথে ভ্রমণ ঃ**

(ক) **ক-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ঃ**

(১) টাকা ৬৩০০—৮০৫০ এবং তদূর্ধ বেতন স্কেলভুক্ত প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাগণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী না থাকিলে প্রথম শ্রেণী।

(২) ক-শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা .. প্রথম শ্রেণী।

(খ) খ-শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ .. দ্বিতীয়/শোভন/সুলভ শ্রেণী।

(গ) গ-শ্রেণীর সকল সরকারি কর্মচারী—ট্রেনে দুইটি শ্রেণী থাকিলে নিম্নতর শ্রেণী। তিনটি শ্রেণী থাকিলে, যাঁহাদের মূল বেতন মাসিক ১৩৭৫ টাকা এবং তদূর্ধে তাঁহারা মধ্যম (Middle) শ্রেণী এবং যাঁহাদের মূল বেতন মাসিক ১৩৭৫ টাকার কম তাঁহারা-নিম্নতম শ্রেণী।

(ঘ) ঘ-শ্রেণীর সকল সরকারি কর্মচারী—নিম্নতম শ্রেণী।

২। **সমুদ্র বা নদীপথে স্টীমারে ভ্রমণ ঃ**

(ক) **ক-শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাগণ ঃ**

(১) টাকা ৬৩০০—৮০৫০ এবং তদূর্ধ বেতন স্কেলের সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী না থাকিলে প্রথম শ্রেণী।

(২) ক-শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ—প্রথম শ্রেণী।

(খ) খ-শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ—দুইটি শ্রেণী থাকিলে, উচ্চতর শ্রেণী। দুইটির অধিক শ্রেণী থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণী।

(গ) গ-শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীগণ—দুইটি শ্রেণী থাকিলে নিম্নতম শ্রেণী। তিনটি শ্রেণী থাকিলে, মধ্যম (Middle) শ্রেণী। চারটি শ্রেণী থাকিলে-নিম্নতম শ্রেণীর অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণী

(ঘ) ঘ-শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীগণ—নিম্নতম শ্রেণী।

৩। **বিমানে ভ্রমণ ঃ**

(বাংলাদেশের অভ্যন্তরে)

নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিমানের Economy Class-এ ভ্রমণের সুবিধা পাইবেন ঃ

(১) টাকা ৬৩০০—৮০৫০ এবং তদূর্ধ স্কেলভুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ।

(২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণের সফর সংগী হিসাবে)।

(৩) বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকেও বিমানে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। তবে এরূপ প্রত্যেকটি ভ্রমণের ক্ষেত্রে, ন্যূনপক্ষে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব-এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) **পথ ভাড়া ভাতার হার (Mileage Allowance) :**

(১) **ট্রেন/স্টিমার/জাহাজে ভ্রমণ ঃ**

(ক) বদলী ব্যতীত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীতে ভ্রমণের জন্য পথ ভাড়া ভাতা, উক্ত শ্রেণীর ভাড়ার $১\frac{১}{২}$ গুণ হইবে।

(খ) বদলী এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ভ্রমণ ব্যতীত, সকল শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যে শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকারী, সেই শ্রেণীতে ভ্রমণ করিলে, উক্ত শ্রেণীর ভাড়ার $১\frac{৪}{৫}$ গুণ হারে পথ ভাড়া প্রাপ্য হইবেন। উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রাপ্য শ্রেণীর নিম্নতর শ্রেণীতে ভ্রমণ করিলে, তিনি নিম্নতর শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত ভাড়া এবং প্রাপ্য শ্রেণীর ভাড়ার $\frac{৪}{৫}$ হারে পথ ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) **বিমানে ভ্রমণ ঃ**

অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের ক্ষেত্রে, প্রদত্ত বিমান ভাড়া এবং একটি দৈনিক ভাতা তিনি প্রাপ্য হইবেন।

(চ) **বদলীজনিত ভ্রমণ ভাতা ঃ**

বদলীজনিত ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকারিকর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন ঃ

(ক) **ট্রেন/স্টিমার/জাহাজে ভ্রমণ ঃ**

(১) নিজের জন্য তিনি প্রাপ্য শ্রেণীর তিনটি ভাড়া প্রাপ্য হইবেন।

(২) প্রকৃত ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে, তাঁহার পরিবারের প্রত্যেক সহগামী প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের জন্য একটি পূর্ণ ভাড়া এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য $\frac{১}{২}$ ভাড়া প্রাপ্য হইবেন।

(খ) **সড়কপথে ভ্রমণ ঃ**

(১) স্বীয় শ্রেণী অনুসারে তিনি যে হারে পথ ভাড়া ভাতা প্রাপ্য, সেই হারে তিনি একটি অতিরিক্ত পথ ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) যদি তাঁহার পরিবারের দুইজন সদস্য তাঁহার সহগামী হন, তবে তিনি যে হারে পথ ভাড়া ভাতা প্রাপ্য, সেই হারে দ্বিতীয় একটি অতিরিক্ত পথ ভাড়া ভাতা এবং দুই এর অধিক সদস্য তাঁহার সহগামী হইলে তৃতীয় একটি অতিরিক্ত পথ ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২। ট্রেন/স্টীমার/জাহাজের শ্রেণী সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীকে **১ম** শ্রেণী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৩। বদলী এবং অন্যান্য ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য ভাড়া হইতে কোনরূপ সারচার্জ (Surcharge) কর্তন করা হইবে না।

৪। আসন সংরক্ষণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর বিছানাপত্র, ইত্যাদির জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধিত অর্থ তিনি প্রাপ্য হইবেন।

৫। বিমান টিকেটের ক্ষেত্রে পরিশোধিত যাবতীয় বিমান বন্দর ট্যাক্স/ফিস তিনি প্রাপ্য হইবেন।

৬। এতদ্‌সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ যথাসময়ে সংশোধন করা হইবে।

৭। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(এইচ, আর, দত্ত)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ ও বিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রবিধি শাখা-২

নং অম/অবি(প্রবি-২)/টি এ/ডি এ-১৭/৮৫/৮৩(৫০০০), তাং ১৪-০৮-১৪০২ বাং ২৮-১১-৯৫খ্রিঃ

বিষয় ঃ **প্রচলিত ভ্রমণ ভাতা নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সংশোধন।**

উল্লিখিত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক, সরকার ভ্রমণ ভাতার ক্ষেত্রে সরকারি চাকুরেদের প্রচলিত নীতিমালায় ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানে এতদ্বারা নিম্নরূপ সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ঃ—

(ক) অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে আনুষংগিক খরচ (Incidental charge) প্রচলিত একটি দৈনিক ভাতার পরিবর্তে রেলপথ/স্টীমারে ভ্রমণের ক্ষেত্রে তুলনা করে বিমান ভাড়ার ২০% নির্ধারণ করা হইল (শতকরা বিশ ভাগ)।

(খ) ভ্রমণ ভাতা বিলের সাথে বিমানের টিকেট সংযুক্তির বিধান রহিত করে রেলপথ/নৌপথ ও অন্যান্য মাধ্যমে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই ধরণের নিয়ম অনুসরনের বিধান করা হইল।

(গ) বর্তমানে প্রচলিত অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতার হার ২০% বৃদ্ধি করা হইল। (শতকরা বিশ ভাগ)।

এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও বিধিসমূহ সংশোধিত বিবেচিত হইবে।

ইহা আদেশ জারীর তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

মোঃ আনোয়ার উদ্দিন
উপ-সচিব (প্রবিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ

(প্রবিধি শাখা-৬)

নং অম/অবি(প্রবিধি-৬)/প্রঃমঃ/ভাতা-১১/২০০৭/১৩০ তারিখ ঃ ১৪-৮-১৪১৪ বঙ্গাব্দ / ২৮-১১-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক ভাতা (Daily Allowance) এর হার সংশোধন।**

সূত্র ঃ **অম/অবি/(প্রবি-৪)/টিএ/ডিএ-১/২০০০/১৭৬,** তারিখ ঃ ২৩-১-২০০৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের আদেশ সংশোধনক্রমে সরকারিকর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক ভাতার হার নিম্নরূপে পরিবর্তন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

১। **দৈনিক ভাতা ঃ**

ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত সাধারণ বিধিমালা ও শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বেসামরিক/সামরিক প্রশাসনের আওতাধীন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নরূপ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

শ্রেণীবিন্যাস	মূল বেতন	সাধারণ হার	ব্যয়বহুল স্থানের উপর হার (অর্থাৎ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট শহরের জন্য)।
ক-শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তা	(১) ৬৮০০ টাকা হতে ৯০০০ টাকা পর্যন্ত	২০০ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩% অধিক।
	(২) ৯০০১ টাকা হতে ১৪৯৯৯ টাকা পর্যন্ত	২৫০ টাকা	
	(৩) ১৫০০০ টাকা হতে ২০৬৯৯ টাকা পর্যন্ত	৩০০ টাকা	
	(৪) ২০৭০০ টাকা হতে ২২৬৯৯ টাকা পর্যন্ত	৩৫০ টাকা	
	(৫) ২৩০০০ টাকা (নির্ধারিত) ও তদুর্ধ	৪০০ টাকা	
খ-শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	(১) ৬,৮০০ টাকার কম মূল বেতন গ্রহণকারী সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা।	১৪০ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩% অধিক।
	(২) ৪,৮০০ টাকা বা তদূর্ধ মূল বেতনের সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী।	১২০ টাকা	
গ-শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী	খ ও ঘ শ্রেণী ব্যতিরেকে সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী।	১০০ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩% অধিক।
ঘ-শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী	ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ কনস্টেবল (প্রধান কনস্টেবল ব্যতীত) জেল ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Borstal School) এর দ্বাররক্ষী এবং সকল চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।	৮০ টাকা	

২। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে পথ বাড়া ভাতার হার এবং বদলীজনিত ভ্রমণ ভাতা ১-৮-১৯৯২ তারিখের অম/অবি(প্রবি-২)/টি,এ/ডি,এ-১৭/৮৫-৪০ নং অফিস স্মারক অনুসারে নির্ধারিত হবে। তবে বদলীজনিত মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ২২ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

৩। পথ ভাড়া ভাতা নির্ণয়ের জন্য এবং বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২৩-১-২০০৩ তারিখে অম/অবি(প্রবি-৪)/টি,এ/ডি,এ-১/২০০০/১৭৬ স্মারকের অনুচ্ছেদ ৩,৪ ও ৫ এর বিধানাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। এ আদেশ জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত

(রাজিয়া বেগম, এন,ডি,সি)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

শাখা-৪

নং অম/অবি(প্রবি-৪)/টিএ/ডিএ-১/২০০০/১৭৬ তারিখ ঃ ২৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ **দৈনিক ভাতা (Daily Allowance) এর হার সংশোধন এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস।**

সূত্র ঃ (১) **অম/অবি/প্রবি-২/টিএ/ডিএ-১৭/৮৫-৪০, তারিখ ঃ ১লা আগস্ট, ১৯৯২ খ্রিঃ**

(২) **অম/অবি/প্রবি-২/টিএ/ডিএ-১৭/৮৫//৮৩(৫০০০), তারিখ ঃ ১৪-৮-১৪০২ বাং, ২৮-১১-১৯৯৫ ইং**

(৩) **অম/অবি/প্রবি-৪/টিএ/ডিএ-১/২০০০/১৪৪, তারিখ ঃ ১৩-১১-২০০২ খ্রিঃ**

১। **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস ঃ**

উল্লিখিত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকসমূহ সংশোধনপূর্বক সরকার ভ্রমণ ভাতার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ পরিবর্তন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক-শ্রেণী ঃ মূল বেতন নির্বিশেষে সকল প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এবং সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারিকর্মকর্তা যাদের মূল বেতন মাসিক ৬১৫০/- টাকা বা তদূর্ধ।

খ-শ্রেণী ঃ মাসিক ৬১৫০/- টাকার কম মূল বেতন গ্রহণকারী সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এবং ঐ সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যাদের মূল বেতন মাসিক ৩১০০/- টাকা বা তদূর্ধ।

গ-শ্রেণী ঃ খ এবং ঘ শ্রেণী ব্যতীত সকল তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।

ঘ-শ্রেণী ঃ ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ কনস্টবল (প্রধান কনস্টেবল ব্যতীত), জেল ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Borstal School) এর দ্বাররক্ষী এবং সকল ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।

২। **দৈনিক ভাতা ঃ**

ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত সাধারণ বিধিমালা ও শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বেসামরিক প্রশাসনের আওতাধীন সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণী অনুযায়ী বেতনক্রম	সাধারণ হার	ব্যয়বহুল স্থানের জন্য (অর্থাৎ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট শহরের জন্য)
ক-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ঃ		
(১) মাসিক মূল বেতন ৬১৫০/- পর্যন্ত	টাকা ৮০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।
(২) ৬১৫১/- টাকা হতে ৯৪৯৯/- টাকা পর্যন্ত	টাকা ৯০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।
(৩) (ক) ৯৫০০/- টাকা হতে ১১৬৯৯/- টাকা পর্যন্ত	টাকা ১২০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।

কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণী অনুযায়ী বেতনক্রম	সাধারণ হার	ব্যয়বহুল স্থানের জন্য (অর্থাৎ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট শহরের জন্য)
(খ) ১১৭০০/- টাকা হতে ১৩৯৪৯/- টাকা পর্যন্ত	টাকা ১৪০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।
(গ) ১৩৯০০/- টাকা হতে ১৪৯৯৯/- টাকা পর্যন্ত	টাকা ১৬০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।
(ঘ) ১৫০০০/- টাকা (নির্ধারিত) ও তদূর্ধ।	টাকা ৩০০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।
খ- শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ঃ		
মাসিক মূল বেতন ৪৮০০ টাকা পর্যন্ত এবং পরবর্তী প্রতি ১০০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য অতিরিক্ত ১০/- হারে।	টাকা ৭০/- সর্বোচ্চ টাকা ৮০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী। সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।
গ-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মচারী ঃ		
মাসিক মূল বেতন ১৮৭৫ টাকা পর্যন্ত এবং পরবর্তী প্রতি ৫০০ টাকা বা অংশের জন্য অতিরিক্ত ১০/- হারে।	টাকা ৬০/- সর্বোচ্চ টাকা ৭০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী। সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী।
ঘ-শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মচারী ঃ	টাকা ৫০/-	সাধারণ হারের ৩৩.৩৩% বেশী

৩। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে পথ ভাড়া ভাতার হার এবং বদলীজনিত ভ্রমণ ভাতা ১-৮-১৯৯২ তারিখের অম/অবি/প্রবি-২/টিএ/ডিএ-১৭/৮৫-৪০ অনুসারে নির্ধারিত হবে।

৪। পথ ভাড়া ভাতা নির্ণয়ের জন্য শ্রেণী প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের বেতন স্কেলে ১৯৯১ সালের করেসপন্ডিং স্কেল বিবেচনা করতে হবে।

৫। বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিমান ভাড়া এবং ২০% আনুষংগিক খরচ হিসাবে প্রাপ্য হবে।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/

২৩-১-২০০৩

(এ,বি,এম, আবুল কাশেম)

যুগ্ম-সচিব (প্রবিধি)

অর্থ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বহিঃঅর্থ অনুবিভাগ

বাজেট শাখা-২

নং অবি(বহিঃঅর্থ/বা-২/২(১৯)/৯৪-৯৫/১০৫(২৫০০)

তারিখ ঃ ১লা জুলাই ১৯৯৫ / ১৭ই আষাঢ় ১৪০২ বাং

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **সরকারি কার্যোপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবলী।**

পৃথিবীর সর্বত্র জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, বিশেষ করিয়া হোটেল ভাড়া বৃদ্ধির ফলে সরকারি কার্যাপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদির হার পুনঃনির্ধারণ অত্যাবশ্যক বিধায় নিম্নস্বাক্ষরকারী অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২১শে নভেম্বর, ১৯৮৯/৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬ বাং তারিখে জারীকৃত অবি(বহিঃঅর্থ/বা-২/২(১৯)/৮৮-৮৯/২২১(২৫০০) নম্বর স্মারকে উল্লিখিত নির্দেশাবলী ও পরবর্তীতে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনামা রহিতপূর্বক মন্ত্রীবর্গ, জাতীয় সংসদের সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্যদের বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাবলী নিম্নরূপ নির্ধারণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

২। বৈদেশিক মুদ্রায় ভ্রমণ ভাতা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অন্যান্যদেরকে নিম্নবর্ণিত পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ

বিশেষ পর্যায় ঃ

(ক) (১) জাতীয় সংসদের স্পীকার ও প্রধান বিচারপতি;

(২) কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি;

(খ) (১) প্রতিমন্ত্রী, সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, ডেপুটি চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা কমিশন, উপ-মন্ত্রী এবং অনুরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি;

(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী প্রধান;

(৩) জাতীয় সংসদের সদস্য; এবং

(৪) অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান যথা ঃ রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার।

সাধারণ পর্যায় ঃ

(ক) (১) সরকারি কর্মকর্তা যাহাদের বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মূল বেতন ৯,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব;

(২) অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার বাহিরে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান যথা ঃ রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার।

(৩) সরকারি প্রতিনিধি দলের বেসরকারি নেতা।

(খ) (১) সরকারি কর্মকর্তা যাহাদের বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মূল বেতন ৫,১৫৫ টাকা এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৯,০০০ টাকার নিম্নে;

(২) সরকারি প্রতিনিধি দলের বেসরকারি সদস্য।

(গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যাহাদের বেতনক্রমে সর্বোচ্চ মূল বেতন ২,৩৩৫ টাকা এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫,৪৪০ টাকা পর্যন্ত;

(ঘ) সরকারি কর্মচারী যাহাদের বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মূল বেতন ২,৩৩৫ টাকার নিম্নে।

৩। **বৈদেশিক মুদ্রায় ভ্রমণ ভাতা প্রদানের জন্য পৃথিবীর দেশসমূহকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ**

গ্রুপ ১ ঃ সৌদি আরব, ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, জাপান, ব্রুনাই, ওমান, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ ও ইউরোপের (রাশিয়াসহ) দেশসমূহ।

গ্রুপ ২ ঃ আফ্রিকা, তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

গ্রুপ ৩ ঃ অন্যান্য এশীয় দেশসমূহ।

৪। **বিশেষ পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রাপ্য দৈনিক ভাতা ইত্যাদি ঃ**

(ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার ও প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রীয় কার্যে বিদেশ ভ্রমণকালে হোটেলে একটি মডারেট সুইটে (Moderate suite) অবস্থানের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে প্রকৃত হোটেল ভাড়া পাইবেন, যাহার সর্বোচ্চ হার এবং নগদ ভাতার হার নিম্নরূপ ঃ

(আমেরিকান ডলার)

দেশের গ্রুপ	১	২	৩
হোটেল ভাড়া	৩৩৩	২৭৩	২৩৪
নগদ ভাতা	৭৬	৬০	৬০

(খ) কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে হোটেলে একটি মডারেট সুইটে (Moderate suite) অবস্থানের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে প্রকৃত হোটেল ভাড়া পাইবেন, যাহার সর্বোচ্চ হার এবং নগদ ভাতার হার নিম্নরূপ ঃ

(আমেরিকান ডলার)

দেশের গ্রুপ	১	২	৩
হোটেল ভাড়া	২৫০	২০৬	১৭৬
নগদ ভাতা	৭৬	৬০	৬০

(গ) বিশেষ পর্যায়ের (খ) উপ-পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ দৈনিক ভিত্তিতে প্রকৃত হোটেল ভাড়া পাইবেন, যাহার সর্বোচ্চ হার এবং নগদ ভাতার হার নিম্নরূপ ঃ

(আমেরিকান ডলার)

দেশের গ্রুপ	১	২	৩
হোটেল ভাড়া	১৮৬	১৫৬	১৩৭
নগদ ভাতা	৬০	৫২	৫২

(ঘ) বিশেষ পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিদেশে কোন স্থানে অনস্থানকালীন আহার ও অন্যান্য আনুষংগিক ব্যয়ভার (যেমন—বকশিশ, ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট নগদ ভাতার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) বিশেষ পর্যায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির পত্নী/স্বামী রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে স্বামীর/স্ত্রীর সহিত বিদেশে ভ্রমণ করিলে তাঁহার স্বামী/স্ত্রী যে হারে ভাতা পাইবেন, তাঁহাকেও সেই হারে ভাতা দেওয়া হইবে।

ব্যতিক্রম ঃ

উপরোক্ত সুবিধাদি গ্রহণ না করিয়া বিশেষ পর্যায়ভুক্ত [(ক)-(২) উপ-পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত] ব্যক্তিবর্গের কেহ বিদেশে স্বেচ্ছায় স্বীয় ব্যবস্থায় অথবা অন্য কোনভাবে অবস্থান করিলে তাঁহারা সাধারণ পর্যায়ের (ক) উপ-পর্যায়ের জন্য অনুমোদিত হারে সর্বসাকুল্য ভাতা (Comprehensive allowance) পাইবেন। বিশেষ পর্যায়ের (ক)-(২) উপ-পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ নিম্নে বর্ণিত হারে সর্বসাকুল্য ভাতা (Comprehensive allowance) পাইবেন ঃ

(আমেরিকান ডলার)

সর্বসাকুল্যে ভাতা (দৈনিক)	দেশের গ্রুপ		
	১	২	৩
বিশেষ পর্যায়ের (ক)-(২) উপ-পর্যায়	১৫০	১২০	১২০

৫। সাধারণ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি/ভ্রমণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজেদের সুবিধানুযায়ী হোটেল ভাড়াভিত্তিক (নগদসহ) ভাতা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) অথবা সর্বসাকুল্য ভাতা (Comprehensive allowance) গ্রহণ করিতে পারেন।

৬। (ক) সাধারণ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী সর্বোচ্চ হোটেল ভাড়া নিম্নবর্ণিত হারে গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

হোটেল ভাড়া (দৈনিক) **(আমেরিকান ডলার)**

সাধারণ পর্যায়	দেশের গ্রুপ		
	১	২	৩
(ক)	১৬৭	১৩৭	১১৭
(খ)	১৪৭	১১৭	৯৮
(গ)	১১৭	৯৮	৮৯
(ঘ)	৯৮	৮৯	৬৯

বিদেশে হোটেলে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি যদি অনিবার্য কারণবশতঃ নিষ্ক্রমণের নির্দিষ্ট সময়ের পর (check out time) হোটেল ত্যাগ করেন এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ যদি ঐ দিনের জন্য পূর্ণ হারে ভাড়া নেন তাহা হইলে মূল ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে পূর্ণ হারে হোটেল ভাড়া পাইবেন।

(খ) হোটেল বাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিম্নবর্ণিত হারে নগদ ভাতা (cash allowance) প্রদান করিতে হইবে ঃ

নগদ ভাতা (দৈনিক) **(আমেরিকান ডলার)**

সাধারণ পর্যায়	দেশের গ্রুপ		
	১	২	৩
(ক)	৬০	৫২	৫২
(খ)	৫৪	৪৬	৪৬
(গ)	৫৪	৪৬	৪৬
(ঘ)	৪৬	৩৮	৩৮

বিদেশে কোন স্থানে অবস্থানকালে আহার ও অন্যান্য আনুষংগিক খরচাদি (যেমন—বকশিশ, ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি) উপরোক্ত নগদ ভাতার অন্তর্ভুক্ত।

(গ) কোন স্থানে কোন ব্যক্তি সাময়িক অবস্থানের জায়গায় (Temporary place of halt) রাত্রিযাপন না করিয়া যদি ১২ ঘন্টার অধিক হোটেলে অবস্থান করেন তাহা হইলে নির্ধারিত হোটেল ভাড়ার অতিরিক্ত তাহাকে উক্ত স্থানের জন্য উপরোক্ত পূর্ণ নগদ ভাতা (cash allowance) দেওয়া হইবে। এইভাবে কোথাও ৬ ঘন্টার অধিককাল হোটেলে অবস্থান করিলে নির্ধারিত প্রকৃত হোটেল ভাড়ার অতিরিক্ত নগদ ভাতার অর্ধেক দেওয়া হইবে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হেডকোয়ার্টারের বাহিরে অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে যদি হোটেলে অবস্থান করেন এবং অনুরূপ সাময়িক অবস্থান ঘটে, তবে তাঁহাদের বেলায়ও এই আর্থিক সুবিধা প্রযোজ্য হইবে।

৭। (ক) ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ৬নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সুবিধাদির পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে সর্বসাকূল্য ভাতা (comprehensive allowance) গ্রহণ করিতে পারিবেন ঃ

সর্বসাকূল্য ভাতা (দৈনিক) **(আমেরিকান ডলার)**

সাধারণ পর্যায়	দেশের গ্রুপ		
	১	২	৩
(ক)	১২০	৯৮	৯০
(খ)	১০৬	৯০	৮২
(গ)	৯৮	৮২	৭৬
(ঘ)	৮২	৬৮	৬০

বিদেশে কোন স্থানে অবস্থানকালীন আহার, বাসস্থান এবং অন্যান্য আনুষংগিক খরচাদি (যেমন—বকশিশ, ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি) উপরোক্ত সর্বসাকূল্য ভাতার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) যদি কোন স্থানে কাহারও অবস্থান ২০ রাত্রির অধিক হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ২০ রাত্রির পরবর্তীকালের জন্য দৈনিক ভাতার শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে কম দেওয়া হইবে। অবস্থানকাল যদি ৪০ রাত্রির অধিক হয়, তাহা হইলে ৪০ রাত্রির পরবর্তীকালের জন্য দৈনিক ভাতার শতকরা ১৫ ভাগ হিসাবে কম দেওয়া হইবে। প্রকৃত হোটেল ভাড়াভিত্তিক ভাতা এবং সর্বসাকূল্য ভাতা উভয়ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

(গ) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হেডকোয়ার্টারের বাহিরে অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে সরকারি কার্যসম্পাদনের জন্য যদি রাত্রিযাপন না করিয়া ৬ ঘন্টা বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ১২ ঘন্টার কম সময় অবস্থান করেন সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্য হইবে এবং ১২ ঘন্টা বা ততোধিক সময় (যেক্ষেত্রে রাত্রিযাপন বা হোটেলে অবস্থানের প্রযোজ্য পড়ে না) অবস্থানের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার $\frac{১}{২}$ অংশ প্রাপ্য হইবে।

৮। (ক) গন্তব্যস্থলে প্রতি রাত্রি যাপনের জন্য ক্ষেত্র অনুসারে একদিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক ভাতা অথবা সর্বসাকূল্য ভাতা প্রাপ্য হইবে। ভ্রমণকারী ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬-০০ টার পর পৌঁছিয়া যদি ন্যূনপক্ষে ৬ ঘন্টা ঐ স্থানে অবস্থান করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাত্রিযাপন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে। হোটেলে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে হোটেলের বিল দাখিল করিতে হইবে। সর্বসাকূল্য হারে দৈনিক ভাতা গ্রহণকারী ব্যক্তির বেলায় এয়ারলাইন্স টিকেট প্রমাণ হিসাবে দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিদেশ ভ্রমণকালে বেতনের কোন অংশ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য হইবে না।

৯। বিমানপথে ভ্রমণকালে বিনা ভাড়ায় বহনযোগ্য মালের (free baggage allowance) অতিরিক্ত মালপত্র সরকারি খরচে বহন করিতে দেওয়া হইবে না। তবে, সংশ্লিষ্ট ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বঅনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি কাজে সরকারি দলিলপত্র ও সরঞ্জামাদি বহন করিবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ভাড়া দাবী করা যাইতে পারে।

১০। যখন জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধান বিচারপতি, কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেশে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে পরিগণিত হইবেন অর্থাৎ যদি তাহার আহার ও বাসস্থান বাবদ খরচ কোন বিদেশী সরকার কিংবা সংস্থা বহন করেন, তখন তাঁহাকে প্রতি রাত্রিযাপনের জন্য ৫২ মার্কিন ডলার হিসাবে পকেট ভাতা দেওয়া হইবে। বিশেষ পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বিবেচিত হইবেন, তখন তাঁহাকে স্থান বিশেষে প্রতি রাত্রিযাপনের জন্য সাধারণ (ক) পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার (comprehensive allowance) শতকরা ৩০ ভাগ পকেট ভাতা হিসাবে দেওয়া হইবে।

১১। সাধারণ পর্যায়ভুক্ত কেহ যদি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে বিবেচিত হন অর্থাৎ যদি তাঁহার আহার, বাসস্থান বাবদ খরচ কোন বিদেশী সরকার কিংবা সংস্থা বহন করেন, তাহা হইলে সেই দেশের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার (comprehensive allowance) শতকরা ৩০ ভাগ তাহাকে পকেট ভাতা দেওয়া হইবে। তবে, তাঁহাকে আনুষংগিক ব্যয় বাবদ নগদ কোন অর্থ প্রদান করা হইয়া থাকিলে, তিনি এই ভাতা পাইবেন না। আহার ও বাসস্থান বাবদ খরচের জন্য উক্ত দেশ বা সংস্থা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নগদ অর্থ প্রদান করেন তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রেও এই ভাতা প্রাপ্য হইবে না। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে না।

১২। হেডকোয়ার্টার হইতে বিদেশে এবং বিদেশ হইতে হেডকোয়ার্টারে সরকারি কার্যে বিমানে কোথাও গেলে প্রতিটি ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় টার্মিনাল চার্জ (বিমান বন্দর ও রেলওয়ে স্টেশনে যাতায়াত বাবদ ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ, বকশিশ ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত) নির্দিষ্ট স্থানের জন্য অনুমোদিত সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে দেওয়া হইবে। তবে, বাংলাদেশের কোন বিমান বন্দর হইতে বিদেশ ভ্রমণের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় শুধু বিমান বন্দর শুল্ক (Airport tax) ইত্যাদি স্থানীয় মুদ্রায় প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশের বিমান বন্দরের জন্য কোন টার্মিনাল চার্জ দেওয়া হইবে না। এই টার্মিনাল চার্জ প্রতিটি ভ্রমণের প্রারম্ভে ও শেষে (both commencement and termination of each journey) প্রাপ্য হইবে। টার্মিনাল চার্জ সর্বসাকুল্য ভাতার দশ শতাংশ হইলে উহার জন্য কোন ভাউচার লাগিবে না। টার্মিনাল চার্জ যদি সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা দশ শতাংশের অধিক হয়, তাহা হইলে মূল ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে উহা প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে। তবে কোন অবস্থাতেই টার্মিনাল চার্জ সর্বসাকুল্য ভাতার বিশ শতাংশের অধিক দেওয়া হইবে না। বিমানে ভ্রমণ না করিলেও অর্থাৎ রেলপথ/পাবলিক বাসে ভ্রমণ করিলেও টার্মিনাল চার্জ প্রাপ্য হইবে। বিদেশ ভ্রমণকালে বাংলাদেশ বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে দেশীয় মুদ্রায় দেওয়া টার্মিনাল চার্জ/বিমান বন্দর চার্জ ভ্রমণকারীকে বাংলাদেশী মুদ্রায় দেওয়া হইবে।

১৩। (ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধান বিচারপতি, কেবিনেট মন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকার ও কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেশে ভ্রমণকালে গন্তব্যস্থলে যাইবার সময় প্রতিটি ভ্রমণ দিনের জন্য (for each day of transit) দৈনিক ৩৮ মার্কিন ডলার হিসাবে ভাতা পাইবেন। বিশেষ পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সাধারণ ‘ক’ পর্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরবর্তী গন্তব্যস্থলের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা ২৫ ভাগ ট্রানজিট ভাতা দেওয়া হইবে।

(খ) সাধারণ পর্যায়ভুক্ত সকলকে বিমানপথে ভ্রমণকালে সর্বসাকুল্য ভাতার হারের শতকরা ২৫ ভাগ ট্রানজিট ভাতা হিসাবে দেওয়া হইবে। বহির্গমণেরকালে প্রতিটি ভ্রমণ দিনের জন্য (for each day of transit) পরবর্তী গন্তব্যস্থলের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা ২৫ ভাগ প্রদান করা হইবে। অনুরূপভাবে ফেরত ভ্রমণের ক্ষেত্রেও প্রতিটি ভ্রমণ দিনের জন্য শেষ কর্মস্থলের জন্য নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার হারের শতকরা ২৫ ভাগ ট্রানজিট ভাতা হিসাবে প্রদান করা হইবে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন/দূতাবাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হেডকোয়ার্টারের বাহিরে অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে সরকারি কার্য সম্পাদনের জন্য আকাশ, রেল ও স্থলপথে ভ্রমণকালে একপথে (oneway) তিন ঘন্টার কম অতিবাহিত হইলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে না। একপথে (oneway) তিন ঘন্টা বা ততোধিক সময় অতিবাহিত হইলে একদিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে তবে যাওয়া ও আসা বাবদ ২৪ ঘন্টার অধিক সময় অতিবাহিত না হইলে মাত্র একদিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে এবং টার্মিনাল চার্জের প্রাপ্যতা অত্র স্মারকলিপির অনুচ্ছেদ ১২ মোতাবেক নির্ধারিত হইবে। তবে সরকারি গাড়ীতে সড়কপথে ভ্রমণ করিলে কোন টার্মিনাল চার্জ প্রাপ্য হইবে না।

(গ) হেডকোয়ার্টার হইতে যাত্রা আরম্ভের সময় হইতে গন্তব্যস্থলে পৌছান এবং শেষ কর্মস্থল হইতে যাত্রা করিয়া হেডকোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সময়কে ট্রানজিট পিরিয়ড হিসাবে গণ্য করা হইবে। প্রতিটি ভ্রমণ দিনের মেয়াদ সাধারণতঃ ২৪ ঘন্টা ধরা হইবে। অবশ্য ট্রানজিট পিরিয়ড ২৪ ঘন্টার কম হইলেও একদিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে। ভ্রমণকালের মেয়াদ ২৪ ঘন্টার বেশী হইলে তদূর্ধ সময়ের জন্য একাধিক ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে। যদি সফরকালে বিমান যোগাযোগের জন্য কোথাও রাত্রিযাপন করিতে হয় এবং এয়ারলাইন যদি উক্ত ব্যয় বহন না করে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোলিং অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে এইরূপ অবস্থায় প্রতি রাত্রিযাপনের জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবে, কিন্তু কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে অবস্থানের জন্য যদি

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকে তাহা হইলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ট্রানজিট ভাতা পাইবেন কিন্তু দৈনিক ভাতা পাইবেন না। এয়ারলাইন্স যদি ঐ সফরের ব্যয় বহন করেন, সেক্ষেত্রে সরকারি ব্যক্তি/কর্মচারী শুধুমাত্র ট্রানজিট ভাতা পাইবেন। একই দিনে ট্রানজিটে থাকিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলে ঐদিনের জন্য ট্রানজিট ভাতা ও দৈনিক ভাতা, একই সংগে প্রাপ্য হইবেন। কেননা দৈনিক ভাতা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া ব্যয় করিবার জন্য আর ট্রানজিট ভাতা ট্রানজিটে থাকা অবস্থায় ব্যয় করিবার জন্য দেওয়া হয়। বিদেশে অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের সময় যদি সেই দিনের জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে না। অবশ্য বিদেশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই দিনে সম্পাদিত এক বা একাধিক সফরের জন্য একদিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে।

(ঘ) বিদেশী কোন সরকার বা সংস্থার খরচে সরকারিভাবে বিদেশে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা সফর (Study tour) ও অনধিক এক মাসের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ প্রদানের বেলায় নিম্নে বর্ণিত নির্দেশসমূহ প্রযোজ্য হইবে ঃ

(১) যেক্ষেত্রে বিদেশী সরকার বা সংস্থা আনুষংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু থোক অর্থ অগ্রিম প্রদান করিয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে কোন ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ মঞ্জুরী দেওয়া যাইবে না।

(২) যেসব ক্ষেত্রে বিদেশী সরকার বা সংস্থা গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর দৈনিক ভাতা ও আনুষংগিক ব্যয় প্রদান করেন বা দৈনিক ভাতা মোট অবস্থান হইতে অতিরিক্ত সময়ের জন্য প্রদান করিয়া থাকেন, স্পস্টতঃ এই মর্মেই যে, আমন্ত্রিত কর্মকর্তা অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা যাতায়াত সংক্রান্ত আনুষংগিক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন সেইসব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় শুধু বহির্গমনের (Outward journey) জন্য ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ এই শর্তে মঞ্জুরী প্রদান করিতে পারিবেন যে, ভ্রমণ সমাপনান্তে উহা বৈদেশিক মুদ্রায় সরকারি খাতে জমা দেওয়া হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে বিদেশী সরকার বা সংস্থা ভ্রমণের প্রাক্কালে কোন অগ্রিম অর্থ প্রদান করেন না বা আনুষংগিক ব্যয় সংক্রান্ত কোন আশ্বাস প্রদান করা হয় না, সেই ক্ষেত্রেই বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয় ভ্রমণের বেলায় ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে এবং উহা একাধিক দেশে/স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মস্থলে প্রাপ্য হইবে। অবশ্য আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যদি এ বাবদ কোন অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে মঞ্জুরীকৃত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দিতে হইবে।

১৪। কোন ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বীয় অনুরোধে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক তাহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাইয়া লইলে কৃত ব্যবস্থার সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির/কর্মকর্তার/কর্মচারীর উপর বর্তাইবে।

১৫। বিদেশে কোন স্থানে কর্তব্যরত অবস্থায় চলাচলের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া অথবা অন্য কোন যান বাহনের ভাড়া দাবী করা যাইবে। তবে, এইরূপ ব্যয় নির্দিষ্ট স্থানের জন্য প্রাপ্য সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইলে প্রাপ্য হইবে এবং নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অতিরিক্ত কিন্তু অনধিক শতকরা ৩০ ভাগ যে প্রকৃত ব্যয় উহাই প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে। অথ্যাৎ এই অতিরিক্ত প্রাপ্যতা কোনক্রমেই নির্ধারিত সর্বসাকূল্য ভাতার শতকরা ২০ ভাগের অধিক হইবে না।

১৬। হোটেল ভাড়াভিত্তিক (নগদসহ) ভাতা কেহ অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে বিদেশ হইতে ফিরিবার এক মাসের মধ্যে উক্ত অগ্রিম অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে প্রয়োজনীয় হোটেল ভাউচার প্রদানের মাধ্যমে বিলের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে বিকল্প হার গ্রহণ করিলেও যথারীতি এক মাসের মধ্যে বিলের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

১৭। (ক) বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত সর্বপ্রকার উদ্বৃত্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দিতে হইবে। যদি কোন অনিবার্য কারণবশতঃ বৈদেশিক মুদ্রায় তাহা ফেরত প্রদান করা সম্ভব না হয় তবে বাংলাদেশী মুদ্রায় চলতি বিনিময় হারে উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দিতে হইবে এবং উহার অর্ধেক অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায় করা হইবে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত অর্থ অনাদায়ের জন্য প্রত্যেকবারই বিনিময় হারের $১\frac{১}{২}$ গুণ পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দিতে হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে সময়মত অগ্রিম হিসাবে গৃহীত অর্থের হিসাব-নিকাশের সমন্বয় সাধন না করা হয় অথবা উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত না দেওয়া হয়, সে সবক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অফিসকে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত নেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ স্বীয় প্রাপ্যের অধিক বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকিলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দেওয়া হইয়াছে কি-না সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসকেও নিশ্চিত হইতে হইবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস প্রয়োজনবোধে একটি নতুন রেজিস্ট্রার খুলিয়া উহাতে প্রয়োজনীয় (Entry) রাখিবেন যাহাতে উক্ত রেজিস্ট্রারের উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হইতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বাংলাদেশী মুদ্রায় উক্ত অর্থ (স্বীয় প্রাপ্যের অধিক) ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

(খ) বাংলাদেশ মিশনসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর বেলায়ও উপরোক্ত বিধি (১৭ ‘ক’) প্রযোজ্য হইবে। জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ সর্বক্ষেত্রে সরকারের প্রাপ্য। উহা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে জমা দিতে হইবে।

১৮। বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব পেশ করিবার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে পূর্বে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব-নিকাশের সমন্বয় সাধন কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দেওয়া হইয়াছে এই মর্মে মন্ত্রণালয়/সংস্থাপ্রধান কর্তৃক সহিকৃত সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে। উদ্বৃত্ত অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা) যে ব্যাংকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম সার্টিফিকেটে উল্লেখ করিতে হইবে। বাংলাদেশী মুদ্রায় করা হইলে, নির্দিষ্ট হারে আদায় করা হইয়াছে কি-না তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। উল্লিখিত সার্টিফিকেট ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরীর জন্য পরবর্তী প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না। এইরূপ অনাদায়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম হিসাব নেওয়া বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে সমন্বয় সাধন অথবা ফেরত প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

১৯। (ক) বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরীর প্রাপ্তির সময় যে হারে (ব্যাংকে কমিশন ছাড়া) অনুমোদিত ডিলারদের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা হয়, প্রাপ্ত অর্থের হিসাব-নিকাশ এর সমন্বয় সাধনকালেও সেই হার প্রয়োগ করা হইবে। যে হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা হইয়াছে তাহা উল্লেখপূর্বক অনুমোদিত ডিলারদের নিকট হইতে একটি সার্টিফিকেট লইয়া তাহা বিলে দাবীকৃত অংকের সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ পেশ করিতে হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের উঠানামার দরুণ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাহাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের ভ্রমণ ভাতা বিলের মাধ্যমে বিনিময় হার উঠানামা প্রসূত লাভ-ক্ষতির সমন্বয় সাধন করা হইবে। যদি কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহা হইলে ভ্রমণ ভাতা বিলে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ তাহার প্রকৃত খরচ হিসাবে যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। অপরপক্ষে, যদি কেহ লাভবান হন তাহা হইলে তাহার ভ্রমণ ভাতা বিলে লাভের পরিমাণ অর্থ মোট প্রাপ্য হইতে কমাইয়া দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী যে খাত হইতে ভাতা গ্রহণ করেন সেই খাতেই এ সম্পর্কীয় লেনদেনের সমন্বয় করা হইবে।

(খ) অনুমোদিত ডিলারগণ (নগদ ট্রাভেলার্স চেক, ডিমান্ড ড্রাফট, মেইল ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার প্রভৃতি আকারে) বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের সময় যে ব্যাংক কমিশন/চার্জ ও অন্যান্য আনুষংগিক খরচ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, উহা মূল ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে উহা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদান করা হইবে।

২০। অত্র স্মারকলিপির ৪র্থ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কেবল নগদ ভাতা এবং ৬(খ), ৭(ক), ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে অনুমোদিত ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার ব্যয় অবশ্যই উপযুক্ত রশিদপত্রাদির মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে। বিশেষ পর্যায়ভুক্ত কর্মকর্তাগণের বেলায় ট্যাক্সি ভাড়া, বকশিশ ও টেলিফোন ব্যবহারের জন্য ছোট-খাট খরচ, যাহার জন্য মূল রশিদ দাখিল করা সম্ভবপর নয়, সেইসব ক্ষেত্রে মূল রশিদের পরিবর্তে সহগামী একজন কর্মকর্তা (অন্ততঃপক্ষে সহকারী সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন) সহিকৃত সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে। তবে এইরূপ ব্যয় বিশেষ পর্যায়ভুক্ত কর্মকর্তাগণের বেলায় প্রযোজ্য নগদ ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইলে প্রাপ্য হইবে এবং নির্ধারিত নগদ ভাতার শতকরা ১০ ভাগের অতিরিক্ত কিন্তু অনধিক শতকরা ৩০ ভাগ যে প্রকৃত ব্যয় উহাই প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ এই অতিরিক্ত প্রাপ্যতা কোনক্রমেই নির্ধারিত নগদ ভাতার শতকরা ২০ ভাগের অধিক হইবে না।

২১। (ক) সরকারি খরচে আকাশপথে বিদেশ ভ্রমণকালে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, কেবিনেট মন্ত্রী, চীফহুইপ, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা, কেবিনেট মন্ত্রীর সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, পরিকল্পনা কমিশনের উপ-চেয়ারম্যান, সুপ্রীমকোর্ট আপিল বিভাগের বিচারকগণ, নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর প্রধানগণ এবং সরকারের মুখ্য সচিব প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

ব্যতিক্রম ঃ

বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার নিম্নবর্ণিত সময় বিমানে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবেন ঃ

(১) যে দেশে রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন, সেদেশে যখন প্রথম যাইবেন।

(২) যখন তাঁহারা বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানগণের সহগামী হইয়া বাংলাদেশে আগমন করিবেন।

(খ) জাতীয় সংসদ-সদস্য, এটর্নি জেনারেল, কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল, সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর, মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীতে মেজর জেনারেলের পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ, জাতীয় সংসদ সচিবসহ সরকারের সকল সচিব, জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের মহাপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্যগণ, জাতীয় অধ্যাপকগণ, সরকারের সচিবের পদমর্যাদার অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, পৌর কর্পোরেশনের মেয়রগণ, অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল, সরকারের অতিরিক্ত সচিবগণ, আণবিক শক্তি-কমিশনের চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, টেরিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ (সিলেকশন গ্রেড), বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ (অন্যান্য সময়ে) আকাশপথে বিদেশ ভ্রমণকালে বিজিনেস/ক্লাব/এক্সিকিউটিভ শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

(গ) উপরের (ক) ও (খ) এ উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তাগণ ব্যতিরেকে অন্য কেহ সরকারি খরচে উড়োজাহাজে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে এবং বিজিনেস/ক্লাব এক্সিকিউটিভ শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।

২২। বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অত্র স্মারকলিপিতে উল্লিখিত ভাতার হার প্রযোজ্য হইবে না।

২৩। সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ও সরকারি আদেশ জারী করার সময় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যে কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে। এই অনিয়মের দরুন ন্যূনতম সময়ে প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এইসব অসুবিধা দূরীকরণার্থে কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক নিম্নবর্ণিত বিধিসমূহের প্রতি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে ঃ

(ক) সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি প্রস্তাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) কোন প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করার সময় সারসংক্ষেপ বা নোটে মনোনীত ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীর নির্ধারিত কর্মস্থলে প্রকৃত অবস্থানের সময় ছাড়াও হেডকোয়ার্টার হইতে গমন ও প্রত্যাবর্তনের তারিখ/সময় উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(গ) নির্ধারিত সফরের সম্পূর্ণ অংশ যাহা ভ্রমণসূচীতে উল্লেখ থাকিবে তজ্জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ ভ্রমণকারী/ব্যক্তি/কর্মচারীগণের মুখ্য ভ্রমণের স্থান ছাড়াও যদি সরকারি কার্যসম্পাদনের জন্য বা অনিবার্য কারণবশতঃ পথিমধ্যে অন্য কোথাও সফর/অবস্থান করিতে হয় তজ্জন্যও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের সময় প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা-এর বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ও তদাবধি ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঙ) নির্ধারিত সফরের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণও প্রস্তাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ভ্রমণ ব্যয় সংকুলান করা সম্ভবপর নহে সেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব (prior) অনুমোদন ছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য কোন প্রস্তাব পেশ করা যাইবে না।

(চ) অত্র অনুচ্ছেদের (ঙ)-তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব-অনুমোদনের প্রস্তাব ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ তদারকি ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং নির্ধারিত সফরের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। বর্ণিত বিধিসমূহ সরকারি ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উহার প্রতিপালনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিশ্চিত উদ্যোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। তদানুসারে প্রশাসনিক আদেশে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে ঃ

(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গৃহীত হইয়াছে কি-না?

(২) হেডকোয়ার্টার হইতে গমন ও প্রত্যাবর্তনের তারিখসহ বিদেশে প্রকৃত অবস্থানের তারিখ উল্লেখ রহিয়াছে কি-না; এবং

(৩) বহির্গমণ ও প্রত্যাবর্তনের পথে সরকারি কার্যসম্পাদনের জন্য কোন বিরতি রহিয়াছে কি-না এবং এইরূপ বিরতি সরকারিভাবে অনুমোদিত কি-না?

উল্লেখযোগ্য যে পথিমধ্যে অননুমোদিত কোন বিরতির জন্য কোন দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবে না।

২৪। বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরীর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্য/ কাগজপত্র অবশ্যই সরবরাহ করিতে হইবে ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট নোট এবং আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি।

(খ) সফরের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সত্যায়িত অনুলিপি ।

(গ) যখন চিঠির মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান হইবে, তখন উপরোক্ত কাগজপত্র অবশ্যই চিঠির সাথে পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) যদি প্রস্তাবিত সফরের সকল খরচের সম্পূর্ণ অথবা কোন অংশ আমন্ত্রণকারী দেশ/সংস্থা বহন করেন, তাহা হইলে তাহার শর্তসমূহ পরিষ্কারভাবে জানাইতে হইবে।

(ঙ) অত্র স্মারকলিপির ২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন পর্যায়ে (Category) অন্তর্ভুক্ত তাহা জানাইতে হইবে।

(চ) বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব কমপক্ষে বিদেশ গমনের ৭ দিন পূর্বে পাঠাইতে হইবে।

(ছ) বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভাতা গ্রহণের ব্যাপারে অত্র স্মারকের অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭-এ উল্লিখিত হারসমূহের কোনটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের গ্রহণযোগ্য তাহা পরিষ্কারভাবে জানাইতে হইবে।

(জ) ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীর পূর্ব-ভ্রমণের যাতায়াত খরচের বিল সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে কি-না তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

যে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরী প্রদান করেন, সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথ পরীক্ষা করিয়া মঞ্জুরী প্রদান করিতে হইবে।

২৫। (ক) ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সরকারি মঞ্জুরীর মাধ্যমে যাতায়াত ভাতা/দৈনিক ভাতা ক্ষেত্র বিশেষে আপ্যায়ন খরচ ও আনুষংগিক খরচের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্থানীয় মুদ্রা অগ্রিম দেওয়া যাইবে। যেমন বিদেশে ব্যয়ভার বহনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন তেমনি বিমান টিকেট ক্রয়, বাংলাদেশের বিমান বন্দরের ট্যাক্স প্রদান, উপহার ক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ইত্যাদির জন্য স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন হয়। উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও স্থানীয় মুদ্রার ব্যয়ভার বহনের জন্য অগ্রিম দেওয়া যাইতে পারে। অনুমোদিত ভ্রমণসূচি অনুযায়ী প্রাপ্যতা হিসাব করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার সমন্বয়সাধন করিতে হইবে এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দিতে হইবে। অত্র স্মারকলিপির ১৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে তাহা বিনিময় হারের ১½গুণ হারে ফেরত দিতে হইবে। অনুমোদিত ভ্রমণসূচি অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রায় এবং স্থানীয় মুদ্রায় প্রাপ্য পৃথক পৃথকভাবে হিসাব করিয়া যাতায়াত বিলের (T. A. Bill) মাধ্যমে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম অর্থের সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীর পূর্বেকার ভ্রমণের জন্য প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা সমন্বয়সাধন হইয়াছে কি না সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট অথবা যদি উহা সম্পূর্ণ খরচ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা যে ব্যাংকে ফেরত দিয়াছেন তাহার রশিদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযোজন করিতে হইবে। যেইক্ষেত্রে প্রাপ্যের কম বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে প্রাপ্যতানুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় সাধারণতঃ দেওয়া যাইবে না এবং সমপরিমাণ অর্থ স্থানীয় মুদ্রার প্রাপ্য হইবে।

(খ) উপরোল্লিখিত তথ্যাদির পূর্ণ ব্যবস্থাপূর্বক যাতায়াত বিল (T. A. Bill) প্রণয়ন করিতে হইবে।

২৬। বিদেশ ভ্রমণকালে বাংলাদেশ মিশনসমূহ হইতে অগ্রিম গ্রহণের বিষয়টি যথাযথ পরীক্ষার পর সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে ক্ষেত্রে অগ্রিম অপরিহার্য শুধু সেই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ মিশনসমূহ এইরূপ অগ্রিম প্রদান করিবেন। যেমন—ভ্রমণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবস্থানের মেয়াদ বর্ধিত করা হইলে তিনি অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারেন। তবে, এইরূপ অগ্রিম প্রদান সীমিত থাকিবে এবং বাংলাদেশ মিশনসমূহ এইরূপ অগ্রিম প্রদান দ্রুত সমন্বয়সাধনের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন ঃ

(ক) অগ্রিম প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ মিশন কর্তৃপক্ষ প্রার্থিত বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্যতা যুক্তিযুক্ত কি-না, তাহা নিশ্চিত হইবেন এবং কোনক্রমেই প্রাপ্যের অতিরিক্ত অগ্রিম প্রদান করিবেন না।

(খ) যখনই মিশন কর্তৃপক্ষ কোন অগ্রিম প্রদান করিবেন, তখনই প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হিসাবরক্ষণ অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগের বহিঃঅর্থ অনুবিভাগ ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবেন।

(গ) প্রদত্ত অগ্রিম সুস্পষ্টভাবে মিশনের মাসিক হিসাবে দেখাইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সমন্বয়সাধন করিতে হইবে বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মিশনের মাসিক হিসাব পাইবার পর সংশ্লিষ্ট মিশনে উক্ত অগ্রিম অর্থের প্রতিপূরণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অনুকূলে (Exchange Account) এর মাধ্যমে ব্যয় (Debit) হস্তান্তর করিবেন যাহা সঠিক খাতে ব্যয় দেখাইয়া সমন্বয়সাধন করিতে হইবে।

(ঘ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ভ্রমণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করিবেন এবং ভ্রমণ ভাতা বিলের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থের সমন্বয়সাধন করিবেন। এই বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরী আদেশ জারী করিবেন যাহার অনুলিপি অগ্রিম প্রদানকারী মিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ভ্রমণ ভাতা সমন্বয় বিলে সংশ্লিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ অগ্রিম দেখাইয়া প্রাপ্য অর্থ হইতে বাদ দিতে হইবে।

২৭। পূর্বে গৃহীত অগ্রিম টাকার সমন্বয়সাধন (Adjustment) এর পূর্বে নূতন অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে উহা রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৮। অত্র স্মারকলিপি অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

শামসুজ্জামান চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ঢাকা।

নং সংস্থাপন (১)-১৬/২/৮৮(গ) তারিখ ঃ ২রা শ্রাবণ, ১৩৯৫ বাং/১৭ই জুলাই, ১৯৮৮ইং

বিজ্ঞপ্তি

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের কর্মকর্তাগণকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে পাথেয়সহ হোমলীভ মঞ্জুর করা হবে ঃ

(ক) সকল কর্মকর্তা হোমলীভের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে (excursion fare) এ টিকেট ক্রয় করবেন।

(খ) যেখানে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট আছে সেখানে অবশ্যই বিমানে ভ্রমণ করতে হবে।

(গ) মিশন এয়ারলাইনসকে বিল পাওয়া সাপেক্ষে সরাসরি টিকেটের মূল্য পরিশোধ করবে। বিলে স্বাভাবিক ভাড়ার পাশাপাশি হ্রাসকৃত ভাড়ার উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) যদি কোন কারণে হ্রাসকৃত মূল্য (excursion fare) টিকেট ক্রয় করা সম্ভব না হয় তবে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে স্বাভাবিক ভাড়ায় টিকেট ক্রয় করতে পারিবেন।

২। এ নির্দেশ সমস্ত কর্মকর্তাগণের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং অনতিবিলম্বে কার্যকরী হবে।

এম. এ সামাদ
পরিচালক (সংস্থাপন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রবিধি শাখা-২

নং **অম(অবি)/প্রবি-২/টিএ/ডিএ-১২/৮৫৯৮,** তারিখ ঃ ১৭-২-১৩৯৪ বাং/১-৫-১৯৮৭ইং

স্মারকলিপি

বিষয় ঃ **সরকারি কাজে ও বদলীর ক্ষেত্রে ভ্রমণের বেলায় সরকারি কর্মচারীদের সড়কপথে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ খরচের হার বৃদ্ধি প্রসংগে।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছেন যে, বর্তমান পরিবহণ ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকার সদয় হইয়া সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বদলীজনিত কারণে সড়কপথে তাহাদের ব্যক্তিগত মালামাল (personal effects) পরিবহণের খরচপ্রতি মণপ্রতি মাইলের জন্য বিদ্যমান টাকা ০.১০ এর পরিবর্তে প্রতি ১০০ কে, জি, প্রতি কিলোমিটার টাকা ০.৫০ এতে নির্ধারণে সম্মত হইয়াছেন।

২। ইহা অনতিবিলম্বে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। তবে, পরিবহণ ব্যয়ের যে সকল বিল এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই সে সকল বিল অত্র স্মারকের আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

৪। এতদ্‌সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধি/বিধিমালা যথাসময়ে এবং যথাযথ নিয়মে সংশোধন করা হইবে।

এ, বি, চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রবিধি শাখা-২

নং অম(অবি)/প্রবি-২/টিএ/ডিএ-১২/৮৫/৯৪(২০০০), তারিখ ঃ ৯-২-১৩৯৪ বাং/২৪-৫-১৯৮৭ইং

স্মারকলিপি

বিষয় ঃ **সরকারি কাজে ও বদলীর ক্ষেত্রে ভ্রমণের বেলায় মাইলপ্রতি মণের হিসাবে নির্ধারিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাপ্যের হার মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছেন যে, দেশে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলনের প্রেক্ষিতে সরকারি কাজে ও বদলীজনিত কারণে ভ্রমণের বেলায় মাইলপ্রতি ও মণের হিসাবে নির্ধারিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাপ্যের হার মেট্রিক পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক বিধায় সরকার সদয় হইয়া অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ১০-৮-১৯৮৫ তারিখের এম, এফ/রেগ-২/টিএ/ডিএ-১৭/৮৫/১৫২ নং স্মারক আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

(ক) অর্থ বিভাগের উল্লিখিত স্মারকের ১(সি) নং অনুচ্ছেদের শিরোনাম "রোড মাইলেজ" এর পরিবর্তে "সড়কপথে কিলোমিটারপ্রতি নির্ধারিত হার" শিরোনামে পরিবর্তিত এবং সড়কপথে কিলোমিটারপ্রতি নির্ধারিত হার নিম্নরূপ হইবে ঃ

শ্রেণী		**টাকা (কিলোমিটার প্রতি)**
(১)	গ্রুপ-এ	১.০০
(২)	গ্রুপ-বি	০.৮০
(৩)	গ্রুপ-সি	০.৬০
(৪)	গ্রুপ-ডি	০.৪০

(খ) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলীর সময়ে পরিবহণের জন্য নিজ মালামালের (Personal effects) পরিমাণ যাহা বর্তমানে মণের হিসাবে উল্লেখ করা আছে তাহা মেট্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত এবং কে, জি, তে নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারিত হইবে ঃ

শ্রেণী	**একাকী ভ্রমণের ক্ষেত্রে**	**স্ব-পরিবারে ভ্রমণের জন্য**
প্রথম	১৪৯০.০০ কে জি	২২৩৫.০০ কে জি
দ্বিতীয়	৭৪৫.০০ কে জি	১১১৭.৫০ কে জি
তৃতীয়	৪৪৭.০০ কে জি	৫৫৮.৭৫ কে জি

(গ) ইহা ছাড়াও সরকারি কার্যে ভ্রমণের ব্যাপারে এবং সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি অথবা আদেশের যেখানে মণ অথবা মাইলের উল্লেখ আছে সেখানে উহা মেট্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইবে।

২। উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ অনতিবিলম্বে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। এতদ্‌সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধি/বিধিমালা যথাসময়ে এবং যথাযথ নিয়মে সংশোধন করা হইবে।

এ, বি, চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রবিধি শাখা-২

নং অম(অবি)/প্রবি-২/টিএ-১০/৮৫/১০০, তারিখ ঃ ২৩-২-১৩৯৪ বাং/৭-৬-১৯৮৭ইং

প্রেরক ঃ জনাব এ, বি, চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
অর্থ বিভাগ।

প্রাপক ঃ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,
মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,
১০/এস, হাতী সড়ক, মগবাজার, ঢাকা।

বিষয় ঃ **যাতায়াতের জন্য নন-গেজেটেড এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের রিক্সা ভাড়া প্রদান প্রসঙ্গে।**

জনাব,

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় (বেসামরিক সচিবালয়) এর ৩০-৫-১৯৮৫ তারিখের এন, জি, পি-১ (গ্যাম-১) রিকসা ভাড়া/বাহির/৪৫৯ নং স্মারকের বরাতে আমি জানাইতে নির্দেশিত হইয়াছি যে, সরকার সদয় হইয়া এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এফ, আর ও এস, আর (১ম খন্ড) এর এস, আর-৮৯/বি, এস, আর (২য় খন্ড) ৮৬ নং বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নন-গেজেটেড ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদিগকে কার্যোপলক্ষে হেডকোয়ার্টার্সের ৫ (পাঁচ) মাইলের মধ্যে রিকসাযোগে ভ্রমণের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে রিকসা ভাড়ার প্রতিপূরণ করা যাইতে পারে ঃ

(ক) পৌর এলাকায়/ইউনিয়ন কাউন্সিল এলাকায় রিকসা ভাড়ার হার পৌরসভার/ইউনিয়ন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত হার অনুযায়ী হইবে।

(খ) যে সকল এলাকায় রিকসা ভাড়া নির্ধারিত নাই সেই সকল এলাকায় নিকটস্থ পৌরসভা/ইউনিয়ন কাউন্সিল-এর অনুমোদিত নির্ধারিত হার প্রযোজ্য হইবে।

(গ) যেসব স্থানে বিকল্প পরিবহণ দ্বারা যুক্ত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে রিকসা ভাড়া বিকল্প পরিবহণের নির্ধারিত হার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

আপনার অনুগত

এ, বি, চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

নং বিধি-৪/১১/৮১, তারিখ ঃ ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং/১৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ইং

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে স্বদেশভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত বিধিসমূহের আংশিক সংশোধন নিম্নরূপ করা হল ঃ

(ক) বদলীর আদেশাধীন/বদলীকৃত যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নির্ভরশীল সন্তান কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নতুন কর্মস্থলে গমন না করে শিক্ষাগত কারণে তৃতীয় দেশ/শহরে যেতে বাধ্য হয় তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পূর্বতন কর্মস্থল থেকে নতুন কর্মস্থল অথবা পূর্বতন কর্মস্থল থেকে তৃতীয় দেশ/শহরের পাথেয় (যা ন্যূনতম) তা প্রদেয় হবে এবং প্রচলিত সময়সীমার মধ্যে ভ্রমণ সম্পাদিত হলে উক্ত নির্ভরশীল সন্তান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে ভ্রমণ করেছে বলে গণ্য করা হবে।

(খ) অনুরূপভাবে বদলীর আদেশাধীন অথবা বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ভরশীল সন্তান বদলীর আদেশের তারিখে যদি কোন তৃতীয় দেশে/শহরে শিক্ষা উপলক্ষে অবস্থান করে, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্বতন কর্মস্থল থেকে নতুন কর্মস্থল অথবা তৃতীয় দেশ থেকে নতুন কর্মস্থলে ভ্রমণের জন্য পাথেয় (যা ন্যূনতম) তাই প্রদেয় হবে এবং প্রচলিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত ভ্রমণ সম্পাদিত হলে উক্ত নির্ভরশীল সন্তান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে ভ্রমণ করেছে বলে গণ্য করা হবে এবং বিধি অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা প্রাপ্ত হবে।

(গ) স্বদেশে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ভরশীল সন্তান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে না থেকে শিক্ষা উপলক্ষে যদি তৃতীয় কোন দেশে অবস্থান করে এবং শিক্ষাগত কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে দেশে প্রত্যাবর্তনে অসমর্থ হয়, তবে প্রচলিত সময়সীমার মধ্যে (অনূর্ধ্ব এক বৎসর) উক্ত নির্ভরশীল সন্তানের তৃতীয় দেশ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যয় অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্বতন কর্মস্থল থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যয় (যা ন্যূনতম) তা প্রদেয় হবে এবং দৈনিক ভাতার প্রাপ্যতা প্রচলিত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

২। উক্ত সংশোধনী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ইং তারিখ হতে কার্যকর হবে।

সুবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
পরিচালক (অর্থ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ঢাকা।

নং বি-৭/১/৮৯ (অংশ), তারিখ ঃ ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং/১৯শে নভেম্বর, ১৯৯২ইং

প্রজ্ঞাপন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে স্বদেশভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশে শিক্ষা ভাতা সংক্রান্ত বিধিসমূহের আংশিক সংশোধন নিম্নরূপ করা হল ঃ—

(ক) যেহেতু বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, দেশের দ্বাদশ শ্রেণী/হাই স্কুল-এর সমপর্যায়ে নির্ধারণের জটিলতা/অসুবিধা দেখা দেয়, দ্বাদশ শ্রেণী/হাই স্কুল পর্যায়ের স্থলে, বিদেশে মিশন প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে æUnder Graduate” (বাংলাদেশের Bachelor Degree) কোর্সে অধ্যায়নরত মিশন প্রধানসহ দেশভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল পোষ্যগণকে, শিক্ষা ভাতার সুবিধা প্রদান করা হবে।

(খ) যেহেতু সংশ্লিষ্ট পোষ্যগণ অনুর্ধ ২১ (একুশ) বৎসর বয়সসীমার মধ্যে তাদের æUnder Graduate” (বাংলাদেশের Bachelor Degree) কোর্স সাধারণভাবে সম্পূর্ণ করার কথা, সেহেতু এ ব্যাপারে বর্তমান বয়সসীমা (অনুর্ধ ২১ বৎসর) অপরিবর্তিত থাকবে।

২। উক্ত সংশোধনী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ইং তারিখ হতে কার্যকর হবে।

সুবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
পরিচালক (অর্থ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বিবিধ শাখা)

ঢাকা।

নং এম এফ/বি-৪/এফ এ/এলাউন্স-৯/৮৫/৬৯, তারিখ ঃ ২৩-১১-১৯৯২ইং

পৃষ্ঠাংকন করা হ’ল এবং প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ’ল ঃ

১। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
২। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
৩। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), ঢাকা।

আফতাব উদ্দীন
সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রবিধি (শাখা-২)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন বিভাগ
প্রবিধান শাখা-২।

নং **অবি/প্রবি-২/টিএ-১১৪/৭৫/১৬২,** তারিখ ঃ ২রা মে, ১৯৭৫ইং

স্মারক

যে সমস্ত অসুস্থ সরকারি-কর্মচারীবৃন্দ চিকিৎসা অথবা পরামর্শের জন্য তাঁদের কর্মস্থল থেকে অন্যত্র প্রেরিত হন, তাঁরা বর্তমানের স্থিরকৃত (fixed) চিকিৎসা ভাতা মঞ্জুরীর পরিপ্রেক্ষিতে কোন ভ্রমণ ভাতা পাবেন কিনা-এ বিষয়ে সম্প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে সংশয় দেখা গেছে। সরকার এতদসম্পর্কীয় সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্তমানে স্থিরকৃত (fixed) চিকিৎসা ভাতার সহিত চিকিৎসার জন্য ভ্রমণ ভাতা প্রদানের কোনই সম্পর্ক নেই। অত্রএব, এই মর্মে অবগত করানো যাচ্ছে যে, অসুস্থ সরকারি কর্মচারীবৃন্দ চিকিৎসার জন্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য যদি সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী তাঁদের কর্মস্থল থেকে অন্যত্র প্রেরিত হয় তা'হলে তাঁরা (অসুস্থ কর্মচারীবৃন্দ) প্রচলিত ভ্রমণ ভাতার বিধান অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা পাবেন।

কে, এম, করিম
শাখা অফিসার।

MINISTRY OF FINANCE

(Regulation Wing)

No. MF/RII/Misc.-65/73-282, Dated the 16th September, 1974

MEMORANDUM

SUB : *Payment of fees to Government servants nominated Autonomous of Semi-Autonomous bodies and Private Companies.*

In supersession of all order on the subject, Government have been pleased to decide that a Government servant nominated as a Member/Director to an autonomou or semi-autonomous body shall not get any fee for attending meeting such a body. He will, however, be entitled to Travelling Allowance/Dearness Allowance as admissble under Government rules to be paid from the fund of such a body if the place of the meeting is beyond 5 miles of his headquarters.

A Government servant nominated to the Board of Management of a company governed by the Companies Act, may however, be permited to draw from the Company such fee is allowed by it to other non-official Directors of the Company subject to a ceiling of Tk. 1,000.00 in any calender year, and that the concession is restricted to only one company for an officer. If the place of the meeting is beyond 5 miles of headquarters he will also draw Travelling Allowance/Dearness Allowance from the fund of the company as admissible under Government rules, in addition to fees.

M. A. BASHIR
Joint Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE

Regulation Wing

OFFICE MEMORANDUM

No. MF/RII/83/72, Dated the 8th January, 1973

SUB : *Controlling, Officer for Countersignature of Travelling Allowance Bills.*

The Government have been pleased to decide that the Joint Secretary in charge of a Division/Ministry may be the Controlling officer for Countersigning Travelling Allowance Bills for Officers sub-ordinate to him.

Appendix-2 of Bengal Service Rules, Part-II may be treated to has been modified to that extent.

Deputy Secretary

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রবিধান শাখা-২।

নং অর্থঃ ম/প্রবি-২/ভাতা-৫৫/৭৬-৩০৫, তারিখ ১লা অক্টোবর, ১৯৭৬ইং

এতদসম্পর্কীয় পূর্বেকার সমস্ত আদেশ বাতিলকরতঃ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, অতঃপর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভ্রমণ ভাতা এবং দৈনিক ভাতা (টিএ/ডিএ)-এর হার (অ-ব্যয়বহুল স্থানের ভ্রমণ ভাতা এবং দৈনিক ভাতা (টিএ/ডিএ)-এর হারের দ্বিগুণ হইবে।

এতদসম্পর্কীয় ব্যয় আপাততঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/পরিদপ্তরের/দপ্তরের হাল সালের বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে মিটাইতে হইবে। পরবর্তী পর্যায়ে এই সালের সংশোধনী চূড়ান্তকরণের সময় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখার সহিত যথাযথ যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

বর্ণিত সিদ্ধান্ত এই স্মারকলিপি জারীর তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

এম, এ বশির
যুগ্ম-সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রবিধান

প্রবিধান শাখা-২

নং অর্থঃ ম/প্রবি-২/টি এ-১৫/৭৬-৩৬৩—ঢাকা, তারিখ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬ইং

স্মারকলিপি

সম্প্রতি এই মর্মে সংশয় দেখা দিয়াছে যে, কোন অফিসার সরকারি কাজে ভ্রমণের সময় কোন ব্যক্তিগত কর্মচারী, যথা—এম,এল,এস,এস/স্টেনোটাইপিস্ট/স্টেনোগ্রাফার/সহকারী ইত্যাদি সরকারি খরচে সাথে নিতে পারিবেন কি-না। বর্তমান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এরূপ কর্মচারী পূর্বানুমোদন ব্যতীত সঙ্গে নেওয়া যায় না। যাহা হউক, বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যদি কোন সরকারি সফরের/ভ্রমণের সময় সরকারি কাজের স্বার্থে তাঁহাকে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগত কর্মচারী সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই বিষয়ে পূর্বেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

মাহবুব আলী খান
উপ-সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন বিভাগ

(প্রবিধান-২ নং শাখা)

নং অর্থঃ ম/প্রবি-২/বিবিধ-১৩/৭৫-২১১, ঢাকা, তারিখ ১২ই জুন, ১৯৭৫ইং

স্মারকলিপি

১২ নং উপ-মৌলিক বিধিতে (Subsidiary Rules of the Fundamental and Subsidiary Rules) উল্লেখিত আছে যে, সরকার কোনরূপ বিশেষ আদেশবলে মওকুফ না করিয়া থাকিলে সরকারি কর্মচারীগণ যদি তাহাদের নিজ কার্য বহির্ভূত কোন কাজের জন্য পঞ্চাশ টাকা অথবা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থ ফিস বা মঞ্জুরী হিসাবে গ্রহণ করেন তবে ঐ অর্থের এক-তৃতীয়াংশ সরকারি তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে। তবে, সরকারি কর্মচারীগণ মন্ত্রণালয়ের বা অন্য কোন সংস্থায় পরীক্ষক হিসাবে কাজ করিলে এই বিধির আওতায় পড়িবেন না।

সম্প্রতি সরকার অতীব দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সরকারের অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে উক্ত বিধি লঙ্ঘিত হইতেছে। এমনকি, উক্ত বিধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে অজ্ঞাত। এহেন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সরকার আশা করেন যে, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর উক্ত নিয়ম পুরোপুরি অবহিত হইবেন এবং তদনুসারে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

মাহবুব আলী খান
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ (প্রবিধি শাখা-২)

নং অম/(অবি)/প্রবি-২/সম্মানী-৭/৮৯-৬৫, তারিখ ২৬-৪-৯৬ বাং/১০-৮-৮৯ইং

"অফিস স্মারক"

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের সম্মানী মঞ্জুরী।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে, আকস্মিক এবং শ্রমসাধ্য অথবা বিশেষ ধরনের কাজের জন্য এফ, আর ৪৬(বি)/বি, এস, আর (১ম খন্ড) এর ৬নং অধ্যায়ে সম্মানী প্রদানের যে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে ঐ সম্মানীয় (ক) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অনধিক ১০% কর্মকর্তা, (খ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে অনধিক ২০% কর্মচারী এবং (গ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে অনধিক ২৫% কর্মচারী প্রাপ্য হইবেন।

এই আদেশ ১-৭-৮৯ইং হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ আলাউদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি শাখা-২।

নং অম/(অবি)/প্রবি-২/সম্মানী/ফিস-২১/৮৮/১৩১(১০০০), তারিখ ১৬-৬-৯৫বাং/৩১-১০-৮৮ইং

স্পস্টীকরণ আদেশ

বিষয় ঃ **স্ব-শাসিত সংস্থা, অর্ধ-স্ব-শাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, অর্থলগ্নী সংস্থা ও কোম্পানি এ্যাক্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিসমূহে খন্ডকালীন সদস্য/ডাইরেক্টর হিসাবে মনোনীত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ফিস্ গ্রহণ প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের ৯-১১-৯৩বাং/২২-২-৮৭ইং তারিখের অম/(অবি)/প্রবি-২/সম্মানী/ফিস-২০/৮৬/৪০ সংখ্যক স্মারকলিপির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে উক্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে স্ব-শাসিত সংস্থা, অর্ধ-স্ব-শাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, অর্থলগ্নী সংস্থা এবং কোম্পানি এ্যাক্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিসমূহে যে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী (চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারীসহ) খন্ডকালীন সদস্য/ডাইরেক্টর হিসাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত তাঁহারা প্রচলিত শর্তসাপেক্ষে, এক আর্থিক বৎসরে ৩৬০০ টাকা (তিন হাজার ছয়শত) ফিস্ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে ২টি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে ঃ

(১) প্রতি সভায় যোগদানের জন্য প্রত্যেক সরকারি সদস্য কত টাকা ফিস্ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং

(২) যিনি/যাঁহারা একাধিক সংস্থার খন্ডকালীন সদস্য/পরিচালক হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন তিনি/তাহারা বৎসরে সর্বোচ্চ কত টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এই প্রসংগে উপরোক্ত স্মারকে ২টি বিষয় লক্ষণীয়, যথা ঃ—

(১) প্রচলিত শর্ত সাপেক্ষে,

(২) এক আর্থিক বৎসরে ৩৬০০.০০ টাকা ফিস্ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

(১) প্রচলিত শর্ত সাপেক্ষে বলিতে বিশেষভাবে বুঝান হইয়াছে যে সংস্থাগুলির নিজস্ব আইন/অধ্যাদেশ/বিধি/আর্টিকেল অব মেমোরেন্ডাম ইত্যাদিতে প্রতি সভায় যোগদানের জন্য ফিসের হার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া আছে। সেই মোতাবেক কোন সংস্থা ২০০.০০ টাকা, কোন সংস্থা ২৫০.০০ টাকা কোন সংস্থা ৩০০.০০ টাকা ইত্যাদি হারে প্রতি সভায় যোগদানের জন্য ফিস্ দিয়া থাকে। কাজেই সভায় যোগদানকারী সদস্যগণ উক্ত হার মোতাবেক (যাঁহার জন্য যাহা প্রযোজ্য) ফিস্ পাইবেন।

(২) একজন মনোনীত সরকারি সদস্য/পরিচালক এবং গৃহীত ফিসের পরিমাণ এক অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩৬০০.০০ টাকার বেশী হইবে না, এমনকি যদি তিনি একাধিক সংস্থার সদস্য/পরিচালক হিসাবেও কাজ করেন। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই একজন মনোনীত সরকারি সদস্য/পরিচালক এক আর্থিক বৎসরে ৩৬০০.০০ টাকার বেশী ফিস্ পাইবেন না।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সিঃ সহকারী সচিব (প্রবিধি-২)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৩ শাখা।

নং সম/বিধি-৩/ভাতা-১৫/৮৯-৭৪(৩৫০), তারিখ ১৭-৭-৯৬বাং/১-১১-৮৯ইং

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের টিফিন ভাতা প্রদান।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, ইতিপূর্বে টিফিন ভাতা সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এমই/রেগ-৩/ভাতা-১০/৮৪-৭২/(১৫০), তারিখ ২৯-১১-৮৬ এর মাধ্যমে সরকারি আদেশ জারী করা হয়। পরে অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি/(বাস্তবায়ন)-১/সি-১ /৮৯/১১৫(৩০০) তাং ১৬-৭-৮৯ইং এর দ্বারা টিফিন ভাতার হার সংশোধন করা হয়। উপরোক্ত সংশোধনীর ফলে ১লা জুলাই ১৯৮৯ হইতে টিফিন ভাতা নিম্নোক্ত হারে প্রদেয় হইবে ঃ

অফিস ছুটির পরে অফিসে অবস্থানের সময়	**টিফিন ভাতার পরিমাণ**
(ক) এক ঘন্টা পর্যন্ত	শূন্য।
(খ) এক ঘন্টার ঊর্ধ্বে এবং তিন ঘন্টা পর্যন্ত	টাকা ৮ (আট)।
(গ) তিন ঘন্টার ঊর্ধ্বে	টাকা ১০ (দশ)।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এমই/রেগ-৩/ভাতা-১০/৮৪-৭২/(১৫০), তারিখ ২৯-১১-৮৬ এর অন্যান্য সকল শর্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।

২। ইহা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে জারী করা হইল।

আতহার ইসলাম খান
উপ-সচিব (বিধি)।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF ESTABLISHMENT

Section Regulation-III

No. ME(Reg-III)- Dated, 29-11-1986

Subject : **Grant of tifin/conveyance charges for working beyond office hours and on Fridays and holidays.**

The undersigned is directed to state that in supersession of all previous orders on the subject Government have been pleased to decide that Class III and IV employees of Ministries/Divisions and other attached departments and sub-ordinate offices, (holding New National Scale XIV to XXI) who are entitled to tiffin/Conveyance charge under any existing order shall heaceforth be entitled to Tiffin/conveyance charge for working in office on Fridays and other holdays and beyond office hours on working days at the rates given below subject to the following conditions :—

i. No employees shall be called for work in office on Fridays and other holidays except with the prior written approval of the concerned Deputy Secretary/ Head of Deptt. or Head of Office.

ii. The Work must be of special and extra-ordinary nature as determined by the Head of Office. But in no case this should be any arrears of normal work for the purpose of this order.

iii. The Asstt. Sec. and in case of Departments an equivalent officer concerned shall invariably also remain present so long as these employees will work beyond office hours and a certificate to that effect be appended to the bill.

iv. Stay in office exceeding four hours on Fridays and other closed holidays and beyond office hours on working days should be exceptional and may be allowed in emergency only.

v. No employee already in receipt of fixed special pay/Honorarium/allowance of any type granted in consideration of their working beyond office hours, amongst other things, shall be entitled to draw the tiffin/conveyance charges under this order.

vi. The employees whose appointments provide for work beyond office hours or on Fridays and holidays shall not be entitled to draw the fiffin/conveyance charges under this order.

TIFFIN CHARGE

Length of stay in office beyond office hours.	**Amount of tiffin charge.**	
	Class III staff (NNS XIV to XIX)	Class IV staff (NNS XX to XXI)
Upto one hour	Nil	Nil
exceeding one hour but not exceeding four hours	Tk. 5.00	Tk. 4.00
exceeding four hours	Tk. 6.00	Tk. 5.00

On Fridays and other closed holidays any period spent in office in the interest of pbulic service as required by Head of Office will be treated as stay in office beyond office hours.

CONVEYANCE CHARGE

2. It has also been decided by the Government that Class III and Class IV employees of Ministries/Divisions and other attached offices and subordinate offices (holding new national scales XIV to XXI) who are entitled to conveyance charges under any existing orders shall be entitled to actual bus fare to and back from office in the following cases only :—

i. If they are required to attend office on Fridays and other holidays.

ii. If they are recalled to office after the normal office hours on working days.

3. The tiffin and the conveyance charges shall be met from the contingent grant at the disposal of the Ministry/Division/Office concerned. None below the rank of Deputy Secretary and in the case, cases of Departments, subordinate offices, the Heads of Department/Office shall pass such bills.

4. The tiffin/conveyance charges under this order shall be admissible only to those employees who are entitled to it under any existing order and it shall not be extended to any now sphers/fields/places.

5. The order shall come into force with effect from 1st November, 1986.

6. This has the concurrecence of the Finance Division.

Md. Shamsuzzoha
Deputy Secretary (Regulation).

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩।

নং অম/অবি/(বাস্ত-৩) বেঃনিঃ (সঃ)-১/৮৯/৫৬, তারিখ ১২ নভেম্বর, ১৯৯৫ইং/২৮শে কার্তিক, ১৪০২বাং।

বিষয় ঃ **সরকারের যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব, মন্ত্রী/উপদেস্টাদের সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত সহকারী (পি,এ)-দের বিশেষ ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।**

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস স্মারক নং-এন এফ (আইডি)-৩/বি-১/৭৮/৫৩৮, তারিখ ১৭-৫-৭৮ইং অনুযায়ী যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব, মন্ত্রী/উপদেষ্টাগণের ব্যক্তিগত সহকারীগণ (পি,এ) নির্ধারিত হারে বিশেষ ভাতা (Special Allowance) পেয়ে থাকেন। কিন্তু ঐ সকল কর্মকর্তাগণের সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে কর্মরত ব্যক্তিগত সহকারীগণকে বিশেষ ভাতা প্রদানের কোন বিধান নেই। বিষয়টি সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে উপরোক্ত স্মারকটি আংশিক সংশোধনক্রমে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ সরকারিকর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, বিভাগীয় প্রধান ও যুগ্ম-প্রধানের সাথে কর্মরত ব্যক্তিগত সহকারীগণও নির্ধারিত হারে বিশেষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম-সচিবের সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে কর্মরত ব্যক্তিগত সহকারীগণও নির্ধারিত হারে বিশেষ ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে 'সম-পর্যায়' নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়/সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(গ) যে সকল ব্যক্তিগত সহকারীগণ বিশেষ ভাতা পাবেন তাদেরকে অধিকাল ভাতা প্রদেয় হবে না।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ নুরুল আমীন পাটোয়ারী
উপ-সচিব
বাস্তবায়ন-২।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE
(IMPLEMENTATION DIVISION)

OFFICE MEMORANDUM

No. ME/(ID)III/B-1/78/538- Dated, 17th May, 1978

Subject : **Notification No ME/(ID)1-3/77/850, Dated 20-12-77**

Government having reviewed various suggestions received have been pleased to make the following modifications in the Services (Grades, Pay & Allowances) Order, 1977 vide Notification No. ME/(ID)-1-3/77/850, dated 20-12-77.

1. The æNew National grades and Scales of Pay" will be called æNew National Scales of Pay" without the numbers I to XXI prefixed to them.

2. The Scales—

XX. Tk. 240-6-282-EB-7-345

XIX. Tk. 250-6-280-EB-8-360

will be modified as below :

Tk. 240-7-282-EB-7-345

Tk. 250-8-282-EB-8-362

3. The principles for fixation of initial pay in the New National Scale (*vide* para 6 of the Notification dated 20-12-77) will be modified to the following extent in respect only of the present incumbents of posts on scales Tk. 225—315, Tk. 240—345, Tk. 250—362, Tk. 275—480, Tk. 300—540, Tk. 325—610, Tk. 370—745 & Tk. 400—825 :

(a) The maximum number of increments under clause (b) of para 6 of the said notification will be 3 (three) instead of 2;

(b) After fixation of pay under para 6 of the said notification (modified as per (a) above) a lump sum benefit of Tk. 30 is to be added in the case of employees of scale Tk. 225—315 and of Tk. 22 in the case of employees on the scales Tk. 240—345 to Tk. 400—825 to the extent this lump sum benefit is divisible by the applicable rate of increment, the benefit will be allowed by way of increment and pay fixed at the appropriate stage in the scale, (Future increments are to be allowed on the pay so fixed). The Remainder of the lump sum will be treated as Personal Pay but this will not be absorbed in the future increments. If by addition of the lump sum benefit, the maximum of the New National Scale is exceeded, the excess will also be treated as Personal Pay.

(1) Scale : 240-7-345

Pay after adding 10% to present pay and allowing one increments for every 3 years of service.

(subject to a maximum of 3 increment)......................Tk. 261
lump sum to be added Tk. 22 Add 21
=7×3+1

Pay 282
Personal Pay 1

Total Pay=283

on next increment pay will be Tk. 289 plus

Personal Pay Tk. 1 and so on

(2) Scale 300-12-396-EB-18-540

Pay after adding 10% to present pay and allowling one increment for every 3 years of service.

(subject to a maximum of 3 increment)......................Tk. 522
Lump sum to be added Tk. 22 Add 18
=18×1+4

Maximum of Scale Tk. 540
Personal Pay 4

Total Pay= 544

Note : House Rent Allowance and rent payable for occupying Govt. Accommodation will be calculated at the applicable rate on the total pay.

(c) In no case the total pay fixed as above should be less than 20% of the æpresent Pay” (as defined in para 5 of the notification dated 20-12-77). In case the benefit is less than 20% of the æpresent pay” the pay will be fixed at such a stage in the relevant scale of pay as would ensure that pay together with Personal Pay (referred to at (b) above) is 20%, or marginally above 20% of the æpresent pay”.

4. When a person holding a post in the scale of Tk. 225—315 reaches the maximum of that scale, he may be allowed from the date of the next anniversary to draw pay in the next higher scale of Tk. 240—345 and in such a case his post in the higher scale will be treated as a selection grade post.

5. When a person holding a post in the scale of Tk. 240—345 reaches the maximum of the scale, he may be allowed from the date of the next anniversary to draw paly in the next higher scale of Tk. 250—362. In such a case his post in the higher scale will be treated as a selection grade post.

6. Till such time the Public Service Commission helds the required test. The Stenographers and Typists having completed five years' or more service as such will be allowed on Selection the Selection Grade/higher scale (Tk. 470—1135 and Tk. 325—610) respectively shown in Part II of the Annexure to the Services (Grades, pay and Allowances) Order, 1977, against not more than 25% of sanctioned posts of Stenographers/Typists on the basis of their service records in lieu of the prescribed test to be conducted by the P.S.C.

7. The Stenographers while working as PA to the Joint-Secy. and above will be allowed a Special Allowance at the following rates in addition to his grade pay as Stenographer—

(i) For working as PA to Joint-Secy.................................Tk. 50 p.m.

(ii) For working as PA to Addl. Secretary,

Secy. Minister/Adviser ....Tk. 85 p.m.

8. Paragraphs 7 and 9 of the Notification No. MF(ID)1-3/77/850, dt. 20-12-77 relating to the date of increment will be deleted. Subject to the principles governing the crossing of efficiency bar and other principles governing grant of increment, the first increment of pay after its refixation in accordance with para 6 of the Notification will be due on the date on which it would have been admissible in the scale in force on 30-6-77 (and the increment of a person appointed or promoted) on or after 1-7-77 will be due on the anniversary of appointment/promotion according in the normal rules.

9. These orders take effect from 1st july, 1977.

10. Necessary amendments to the Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 will be made in due course. In the meantime, the pay of the Government Servants concerned may be refixed and disbursed accordingly.

S. G. Mustafa
Deputy Secretary
Implementation Division
Ministry of Finance.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
শাখা-৩।

নং অম/অবি/(বা)-৩ বেঃনিঃ (সঃ)-১/৮৯/১২৪(১০০), তারিখ ঃ ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ইং / ১৩ই পৌষ ১৩৯৬বাং

বিষয় ঃ **যুগ্ম-সচিব এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণের সাথে কর্মরত ব্যক্তিগত সহকারী (পি.এ.) গণের বিশেষ ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।**

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক বাস্তবায়ন বিভাগের ১৭-৫-৭৮ইং তারিখের এম, এফ (আইডি)-৩/বি-১/৭৮/৫৩৮ নং অফিস স্মারকের ৭নং অনুচ্ছেদের আংশিক সংশোধনপূর্বক সরকার, যুগ্ম-সচিবগণের ব্যক্তিগত সহকারীগণের বিশেষ ভাতার মাসিক হার ৫০/- টাকা হতে ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকায় এবং অতিরিক্ত সচিব, সচিব এবং মন্ত্রিবর্গের ব্যক্তিগত সহকারীগণের বিশেষ ভাতার মাসিক হার ৮৫/- টাকা হতে ১২৫/- (একশত পঁচিশ) টাকায় বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

২। এ সিদ্ধান্ত অত্র অফিস স্মারক জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

এ, কে, এম ফজলুল হক
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ, প্রবিধান উইং
শাখা নং-২।

নং অর্থমঃ/প্রবি-২/এইচ, আর-১/৭৭/৩৬২(৩০০), তারিখ ঃ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮

প্রেরক ঃ জনাব কে, এম, করিম
সেকশন অফিসার
অর্থ মন্ত্রণালয়।

প্রাপক ঃ মহা হিসাবরক্ষক (সিভিল),
বাংলাদেশ, সেগুনবাগিচা,
ঢাকা।

বিষয় ঃ **অবসর প্রস্তুতি ছুটিসহ গড় ও অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তি প্রসংগে।**

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে জারীকৃত এম,এফ/আর-২/এইচআর-১/৭৭-২৬ (৫০০) নং স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের লিখিত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৮, তারিখের জিএ-১/(কোঃ) অর-২২/২৪৮ নং পত্রের উত্তরে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারিখের অর্থম/প্রবি-২/এইচ, আর-১/৭৭/৩৫৩ নং স্মারক আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে জানাইতে আদিস্ট হইয়াছেন যে, কোন সরকারি কর্মচারী যদি অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ে সরকারি বাসস্থান থেকে বে-সরকারি বাসস্থানে চলিয়া যান তবে সরকারি বাসস্থান ত্যাগের তারিখ হইতে তিনি বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রচলিত হারে প্রাপ্ত হইবেন।

২। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাড়ী ভাড়া ভাতা ক্ষতিপূরণ ভাতার অন্তর্গত। অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ে ইহার প্রাপ্যতা সম্পর্কে এস, আর-৬(বি) এর নিম্নে সরকারি সিদ্ধান্ত (a) তে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। ইহাতে ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে এবং ছুটি হইতে পুনরায় কাজে যোগদানের সময়ে বাড়ীভাড়া ভাতাসহ বিবিধ ভাতার প্রাপ্তব্যতা সম্পর্কে বর্ণিত অত্র অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ের পর সরকারি কর্মচারীকে সাধারণতঃ কাজে যোগদান করিতে হয় না বিধায় এস, আর এর বর্ণিত বিধি অবসর প্রস্তুতি ছুটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

কে, এম, করিম
শাখা প্রধান
অর্থ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
বিধি শাখা নং-১।
স্মারক

নং অঃমঃ/বিধি-১/এইচ, আর-১/৭৮/৪৩, তারিখ ঃ ৫ই মার্চ, ১৯৭৯ইং

বিষয় ঃ **চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীগণকে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।**

অর্থ বিভাগের বিধি শাখার ২৬-৭-১৯৭৮ইং তারিখের স্মারক নং অঃমঃ (বিধি-১) এইচ আর-১/৭৮/৯৯ দ্বারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীগণকে বাস্তবায়ন বিভাগের ২০-১২-১৯৭৭ইং তারিখের সরকারি আদেশ নং MF(ID)-1-3/77/850 এর ১৭ অনুচ্ছেদে যে বাড়ী ভাড়া প্রদান করা হইয়াছে, অনুরূপ বাড়ী ভাড়া ভাতা ১-৭-১৯৭৭ইং তারিখ হইতে প্রদান করা হয়। এই আদেশের বলে চুক্তিপত্রসমূহ যথাযথ সংশোধিত হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

বর্তমানে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে যে, Services (Reorganisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর Section-5 অনুযায়ী The Services (Grade, Pay and Allowances) Order, 1977 বাস্তবায়ন বিভাগ কর্তৃক জারী করা হইয়াছে এবং এই অর্ডারের ১৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রহিয়াছে যে, বাড়ী ভাড়া ভাতা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীর শর্তাবলী অর্থ বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ ও আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হয়। বাস্তবায়ন বিভাগের সহিত পরামর্শের কোন প্রয়োজন হয় না। চুক্তিভিত্তিক নিয়োজত কর্মচারী চুক্তির শর্তানুযায়ী আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত হন। চুক্তি অনুযায়ী তাহারা অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীদের অনুরূপ আর্থিক সুবিধাদি পাইবার অধিকারী। এই আর্থিক সুবিধা প্রদানে অর্থ বিভাগ ক্ষমতাবান। আইন মন্ত্রণালয়ের সহিত এ বিষয়ে আমাদের আদেশ জারীর পূর্বেই মতামত গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্তমানেও আইন মন্ত্রণালয় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ২৬-৭-১৯৭৮ইং তারিখের মেমো নং অঃমঃ (বিধি-১) এইচ, আর-১-৭৮-৯৯ আইনসম্মত হইয়াছে।

মাহবুব আলী খান
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন শাখা
প্রবিধান ২ নং শাখা।

নং অর্থমঃ/প্রবি-২/ভাতা-১২/৭৬/১৭০- ঢাকা, তারিখ ঃ ১৮ই মে, ১৯৭৬ইং

স্মারকলিপি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম-সচিবগণ বর্তমানে বিভিন্ন হারে আপ্যায়ন খরচ পাইয়া থাকেন। ইহা আনুষঙ্গিক খাত হইতে ব্যয়িত হয়। ইহা গ্রহণের জন্য কোন সার্টিফিকেট প্রভৃতির প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা এবং অসুবিধার উদ্ভব ঘটায় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, উপরোক্ত অফিসারগণ অতঃপর আপ্যায়ন খরচের পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে নির্দিষ্টভাবে আপ্যায়ন ভাতা (Entertainment Allowance) প্রাপ্ত হইবেন এবং উহা মাসিক বেতনের সহিত draw করিতে দেওয়া হইবে ঃ

(ক) মন্ত্রীপরিষদ সচিব মাসিক ৫০০ টাকা।

(খ) অন্যান্য সচিব মাসিক ২৫০ টাকা।

(গ) অতিরিক্ত সচিব মাসিক (যখন কোন মন্ত্রণালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনের পূর্ণ দায়িত্বে থাকিবেন) ২৫০ টাকা।

(ঘ) অতিরিক্ত সচিব মাসিক (কোন পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনের দায়িত্বে না থাকিলে) ২০০ টাকা।

(ঙ) যুগ্ম-সচিব মাসিক (যখন কোন মন্ত্রণালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনের পূর্ণ দায়িত্বে থাকিবেন) ২০০ টাকা।

(চ) যুগ্ম-সচিব মাসিক (কোন পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনের দায়িত্বে না থাকিলে) ১৫০ টাকা।

২। অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণ ও (যথা—স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ, পুলিশের পরিদর্শক, বিভিন্ন পরিদপ্তরের প্রধানগণ, বিভিন্ন স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের প্রধানগণ) তাঁহাদের বর্তমানের নির্দিষ্ট আপ্যায়ন খরচের পরিবর্তে আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ যে খাত হইতে বেতন গ্রহণ করেন আপ্যায়ন ভাতা সেই খাতের অধীন "ভাতা সম্মানী ইত্যাদি" খাত হইতেই গ্রহণ করিবেন। ইহা গ্রহণের জন্য কোন ভাউচার বা সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইবে না।

৪। ইহা ১লা মে, ১৯৭৬ তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

এম, এ, বসির
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রবিধান

প্রবিধান ২ নং শাখা।

নং অর্থমঃ/প্রবি-২/ভাতা-১২/৭৬-৩৫১, তারিখ ঃ ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭৬ইং

প্রেরক ঃ জনাব এ, আর চৌধুরী
মহা হিসাব রক্ষকের কার্যালয় (সিভিল)
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিষয় ঃ **সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিবগণের আপ্যায়ন খরচের পরিবর্তে আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে আপনার ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ তারিখের জিএ-১(কাঃ অর)/১১৪/পত্রের বরাতে নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাকে নিম্নলিখিতভাবে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন ঃ

(১) আপ্যায়ন ভাতা সংক্রান্ত আদেশে শুধু সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, বিভাগীয় প্রধান প্রভৃতি পদের যথার্থ অধিকারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(২) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ যদি উপরে বর্ণিত পদে হয়, তবে নিয়মানুযায়ী আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্য হইবে। অন্যথায় নহে। সাংবিধানিক পদসমূহ উপরোক্ত আদেশের আওতা বহির্ভূত।

(৩) ছুটিকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সরকারি কাজে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করিতে হয় না। অতএব, আপ্যায়ন ভাতা ছুটিকালীন সময়ে গ্রহণযোগ্য নয়।

কে, এম, করিম
শাখা প্রধান
অর্থ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রবিধান ২ নং শাখা।

নং অর্থমঃ/প্রবি-২/ভাতা-১২/৭৬(অংশ-১)৫৫, তারিখ ঃ ঢাকা, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

বিষয় ঃ **আপ্যায়ন ভাতা**

উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইহা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে, সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে সচিবালয়ের পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসার যখন সচিবালয়ের বাহিরের কোন পদে নিয়োজিত হন তখন তিনি সচিবালয়ের মর্যাদা অনুযায়ী নির্ধারিত হারে "আপ্যায়ন ভাতা" পাইবেন না। উক্ত 'ভাতা' শুধু সচিবালয়ের পদের সহিত সংযুক্ত। তবে সচিবালয়ের বাহিরের পদে নিয়োজিত থাকাকালীন, প্রয়োজনবোধে সচিবালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন অফিসার তাহার মর্যাদা অনুযায়ী "আপ্যায়ন ভাতা'র ঊর্ধ্বসীমা সাপেক্ষে (অর্থাৎ সচিব মর্যাদা ২৫০ টাকা, অতিরিক্ত সচিব মর্যাদা ২০০ টাকা এবং যুগ্ম-সচিব মর্যাদা ১৫০ টাকা আপ্যায়ন বাবদ খরচ করিতে পারেন। এই "আপ্যায়ন খরচ" আনুষঙ্গিক খাত (contingency) হইতে বিধিসম্মত উপায়ে ব্যয়িত হইবে।

মাহবুব আলী খান
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রবিধান ২ নং শাখা।

নং অর্থমঃ/প্রবি-২/ভাতা-১২/৭৬-২৯৩, তারিখ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

প্রাপক ঃ অতিরিক্ত মহা-হিসাবরক্ষক (সিভিল)
মহা হিসাবরক্ষকের কার্যালয় (সিভিল)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় ঃ **বিভাগীয় প্রধানদের আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে তাঁহার ১৮ই জুলাই, ১৯৭৭ তারিখের পত্রের বরাতে নিম্ন-স্বাক্ষরকারী এই মর্মে জ্ঞাত করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে, যে পদে আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্য সে পদে যদি কেহ চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন তাহা হইলে তিনি আপ্যায়ন ভাতার পরিবর্তে আপ্যায়ন খরচ প্রাপ্ত হইবেন।

কে, এম, করিম
শাখা প্রধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রবিধান ২ নং শাখা।

নং অর্থমঃ/প্রবি-২/ভাতা-১২/৭৬-১৩৯, তারিখ,১লা জুন, ১৯৭৮

প্রাপক ঃ **মহা-হিসাবরক্ষক (সিভিল), বাংলাদেশ, ঢাকা।**

বিষয় ঃ **আ্যপ্যায়ন ভাতা।**

উপরোক্ত বিষয়ে তাহাদের ২রা মে, ১৯৭৮ তারিখের পত্র নং জিএ-৩/ডি/৫০১-এর বরাতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে জ্ঞাত করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে, প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিভাগীয় প্রধানগণ মাসিক ১৫০ টাকা হারে আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্ত হইবেন। পূর্ণাংগ বিভাগীয় প্রধান পদে নিযুক্ত না হইলে উক্ত পদের কাজ দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী সর্ব্বোচ্চ ১৫০ টাকা আপ্যায়ন খরচ প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহা যথাযথ ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করিতে হইবে।

কে, এম, করিম
শাখা প্রধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন বিভাগ

প্রবিধান ২ নং শাখা।

নং অর্থমঃ/প্রবি-২/টিএ-১১৪/৭৫-১৬২, তারিখ, ২রা মে, ১৯৭৫ইং

স্মারকলিপি

যে সমস্ত অসুস্থ্য সরকারি কর্মচারীবৃন্দ চিকিৎসা অথবা পরামর্শের জন্য তাঁদের কর্মস্থল থেকে অন্যত্র প্রেরিত হন, তাঁরা বর্তমানে স্থিরকৃত (Fixed) চিকিৎসা ভাতা মঞ্জুরীর পরিপ্রেক্ষিতে কোন ভ্রমণ ভাতা পাবেন কি-না, এ বিষয়ে সম্প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিয়েছে। সরকার এতদসম্পর্কীয় সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্তমানে স্থিরকৃত (Fixed) চিকিৎসা ভাতার সহিত চিকিৎসার জন্য ভ্রমণ ভাতা প্রদানের কোনই সম্পর্ক নেই। অতএব এই মর্মে অবগত করানো যাচ্ছে যে, অসুস্থ সরকারি কর্মচারীবৃন্দ চিকিৎসার জন্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য যদি সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী তাঁদের কর্মস্থল থেকে অন্যত্র প্রেরিত হন তা'হলে তাঁরা (অসুস্থ কর্মচারীবৃন্দ) প্রচলিত ভ্রমণ ভাতার বিধান অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা পাবেন।

কে, এম, করিম
শাখা অফিসার।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE
(Regulation Wing-1)

No. অঃবঃ (বিধি-১) এইচ আর-১/৭৮/৯৯, Dated the 26th July, 1978

MEMORANDUM

Subject : ***Admissibility of house rent allowance to the contract employees.***

Government have considered the question of extending the benefit of house rent allowance sanctioned in para 17 of G.O.No. MF(ID)-1-3-77-850, dated 20-12-1977 to the Government servants employed on contract and have been pleased to decide that the house rent allowance shall also be admissible to some officers with effect from 1-7-1977. The respective contract shall be deemed to have been ammended to this extent.

মাহবুব আলী খান
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
(Regulation Wing-I)
Section II

No. MF/R-11/HR-I/77-260(500), dated 25th September, 1978.

MEMORANDUM

Subject : Admissibility of house rent allowance and Medical allowance to Government servanrs while under suspension or on leave after implementation of the New National Scales of pay.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Memo. No. MF/R-II/HR/2/73-260, dated the 4th September, 1974 in terms of which 75 per cent of the consolidated fringe benefit was admissible to a Government servant while under suspension or on leave on half average pay.

Consequent upon the abolition of fringe benefit and introduction of house rent allowance and medical allowance in lieu thereof on the implementation of the New National Scales of pay with effect from 1st july 1977, a question has arisen at that rate house rent allowance and medical allowance will be admissible to a Government servant while under suspension or on leave on half average pay preparatory to retirement or on leave on half average pay on other grounds.

After careful consideration of the question, Government have been pleased to decide in supersession of the orders contained the Memo referred to above, that a Government servant shall be entitled to draw house rent allowance and medical allowance in full while under suspension or on leave on average pay or on half average pay whether preparatory to retirement or on other grounds.

(MD. SAYEEDUR RAHMAN)
Deputy Secretary
Ministry of finance.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
শাখা (বিধি-১)।

নং সম (বিধি-১)/এস-১১/৯২-৩০(১৫০)

তারিখ ঃ ৫-২-৯২ ইং / ২২-১০-৯৮ বাং

বিষয় ঃ **চলতি দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সম/আর-১/এস-৩/৯০-৪৩(২০০), তারিখ ঃ ১-২-৯০ ইং/১৯-১০-১৩৯৬ বাং স্মারকের অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

১। এফ, আর ৪৯ এ একজন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অস্থায়ী হিসাবে একই সংগে দুই বা ততোধিক পদের দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তবে একজন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী একই সংগে দুই বা ততোধিক স্থায়ী পদে স্থায়ীভাবে (Substantively) নিযুক্ত হইতে পারেন না।

২। উক্ত বিধি মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সাধারণতঃ শূন্য পদে যথাক্রমে সমপদধারীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং নিম্নপদধারীকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, চলতি দায়িত্ব অর্পণের পরিবর্তে পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদসমূহ পূরণ করিতে হইবে। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান নিরুৎসাহিত করা হইতেছে। তবে বিভিন্ন কারণে ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বিলোপ করা সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতে চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের প্রবণতা রোধ এবং বিশেষ প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করিয়া ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে এরূপ দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা চালুকরণের জন্য ২৭-৫-৮৯ ইং তারিখের এস, এস, বি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশসমূহ জারী করা হইল ঃ—

(ক) সকল স্থায়ী শূন্যপদ নিয়োগবিধি অনুযায়ী পদোন্নতি/নব নিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পূরণ করার ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) নূতন সৃষ্ট পদে চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না।

(গ) পদের দায়িত্ব যদি এইরূপ হয় যে, পদপূরণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন পর্যন্ত পদটি শূন্য রাখা জনস্বার্থে সমীচীন নহে, তাহা হইলেই কেবলমাত্র নিম্নোক্ত ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্রে চলতি দায়িত্ব প্রদান বিবেচনা করা যাইতে পারে ঃ—

(১) জ্যেষ্ঠতা নির্ণয়ে জটিলতা ;

(২) নিয়োগবিধি প্রণয়নে বিলম্ব ;

(৩) পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর অভাব ;

(৪) নিয়োগবিধি অনুযায়ী নিয়োগ বিলম্ব ;

(৫) পদধারীর ছুটি বা প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্ব ত্যাগ। তবে ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত পদ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) অনতিবিলম্বে চলতি দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্বের স্থায়ীত্ব দুই মাসের অধিক হইলে বিষয়টি দুই মাস অতিক্রমের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পদোন্নতি কমিটি/বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।

(ঙ) শূন্যপদে সমপদধারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য হইতে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকে অগ্রগণ্যতা দেওয়া হইবে।

(চ) সমপদধারীদের মধ্য হইতে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সম্ভব না হইলে অব্যবহিত নিম্নপদধারীদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া চলতি দায়িত্ব প্রদান করা যাইতে পারে।

(ছ) অব্যবহিত নিম্নধারীদের মধ্য হইতে কাহাকেও চলতি দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব না হইলে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে একধাপ নীচের পদধারীকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে ঃ—

(১) সংশ্লিষ্ট পদোন্নতি কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) মধ্যবর্তী পদটি শূন্য আছে অথবা অব্যবহিত নিম্নপদধারীদের মধ্যে দায়িত্ব প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহার উপরের পদধারী কাহাকেও চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর অধীনস্থ করা যাইবে না।

(জ) যাহাকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হইবে তিনি নিজস্ব পূর্বপদের দায়িত্ব হস্তান্তর করিয়া তাহার চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে যোগদান করিবেন। তাহার পূর্বপদটি সমপদধারীদের মধ্য হইতে কাহাকেও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে অথবা সাময়িকভাবে পদোন্নতি দ্বারা পূরণ করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁহার পূর্বপদে ফেরত আসিলে সাময়িকভাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাহার পূর্বপদে পদাবনতি করিতে হইবে। তবে যে স্থানে পদ খালি হইবে সাধারণভাবে সেই স্থানে/কর্মস্থলের উপযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে চলতি দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী পাওয়া না গেলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(ঝ) চলতি দায়িত্ব প্রদান, বদলী বা পদোন্নতি বা নবনিয়োগ নহে, এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী চলতি দায়িত্বের কারণে এরূপ কোন সুবিধা দাবি করিতে পারিবেন না নিয়োগবিধি অনুসারে শূন্যপদ পূরণ করা হইবে এবং সে ক্ষেত্রে তিনি কোনও অগ্রগণ্যতা বা অধিকার অর্জন করিবেন না।

(ঞ) অতিরিক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহার নিজস্ব পদের দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন না। চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে স্থায়ী পদধারীর মর্যাদা দাবী করিতে পারিবেন না। চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে কিভাবে পদবী লিখিত হইবে সেই সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২১-১-৮০ ইং তারিখের ইডি/এসএ-১/২৭৫/৭৯-৪৮-(৫০) নং স্মারক অনুসরণ করিতে হইবে।

(ট) চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্বের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতাদি অর্থ মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত ৭-৬-৮২ ইং তারিখের স্মারক নং-এমএফ/আর-২/এপি-৫/৮২-১৭৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং ভবিষ্যতে জারীকৃতব্য অন্যান্য নির্দেশ পালন করিতে হইবে।

(ঠ) উপরোক্ত নির্দেশসমূহ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে অর্ন্তভুক্ত পদসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। ইহাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রহিয়াছে।

(মোঃ হাসিনুর রহমান)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
FINANCE DIVISION REGULATION WING
SECTION 11

No. MF/R-11/AP-5/82-175 Dated : 7-6-82.

Subject **: Grant of additional remuneration for holding charge of more than one post.**

Very often a number of posts remain vacant for a fairly long period in the Ministries, Divisions, Department and subordinate office. Pending regular appointment against such vacancies. Government servants are sometimes entrusted with the work of the vacant posts in addition to their own duties either on current charge or on full charge basis. For holding the additional cherge, a charge allowance is being given as per instruction issued by the Ministry of Finance from time to time. As some of the instruction regarding the admissibility of charge allowance have created confusion in the Audit office, the Government have been pleased to issue the following clarifications in partial modification of this Ministry's Memo. Nos. MF/R-11/AP-55/74-285, dated 21-9-74, MF/(ECA-1) DP-25-75/465, dated 7-1-76 and No. MF(EC-1)DP-6/71/55, dated 10-3-77 and also in supersession of this Ministry's Memo. No. অর্থ ম/প্রবি-২/এপি-৬৯/৭৫/১৬৯, তারিখ ঃ ১২-১২-৭৫, অর্থ নঃ/প্রবি-২/এ, পি-৬৯(অংশ) ১৭৫-১৫৬, তারিখ ঃ ৩০-৪-৭৬ অর্থ মঃ/প্রতি/১এ, পি-২৩/৭৮-২২৪, তারিখ ঃ ২৬-৯-৮১ ইং। and all other orders issued previously on the subject :—

1. A Government servant performing duties of more than one post at a time as per provisions of Fundamental Rule 49 (corresponding to rule 65 of B.S.R. part-1) or more than one post of equal rank within the same office or Establishment as per provisions of Ministry of Finance Regulation Wing Memo. No. MF/R-11/AP-55/74-285, dated 21-9-74, and Delegation of Financial power (EC-1)BP-6/77/55, dated 10-3-77 shall be allowed charge allowance subject to the following conditions :—

(i) No charge allowance will be admissible unless a formal appointment order is issued by the Competent authority before the Government servant takes over the addl. charge & the Govt. servant is fully qualified to hold the second post.

(ii) No charge allowance will be admissible for holding charge of an inferior post or a third post.

(iii) No charge allowance will be admissible for a newly created post which has not been filled up by a whole time incumbent.

(iv) No charge allowance will be allowed when the period of dual charge of posts of equal rank is less than three weeks.

2. Charge allowance for holding dual charge of additional post of equal rank will be admissible at the rate of 20% of the grade pay subject to the maximum ceiling of taka 200 (Taka two hundred) per month for the first three months and thereafter at the rate of 10% of grade pay subject to the miximum ceiling of Taka 100 (taka one hundred) per month, provided that where the period of dual charge exceeds one or more full months, the charge allowance for the broken period shall be admissible at the above rates but the amount shall in no case exceed Tk. 200 or 100 as the case may be. If the arrangement for additional charge and payment of charge allowances for a period exceeding six months in considered essential, the concurrence of the Finance Division of the Ministry of Finance and Planning shall be obtained in each case.

3. Charge allowance for holding the current charge of a higher post will be admissible for the entire period at the rate of 20% of the grade pay subject to the maximum of taka 200 (Taka two hundred) per month provided that where the period of higher charge is less than a month but not less than the three weeks and also where the period of higher charge exceeds one or more full months the charge allowance for the broken period shall be admissible at the above rate but the amount shall not exceed Tk. 200.

4. These orders shall come into force with immediate effect but the cases pending for decision after 1-7-77 excepting where charge allownce had already been paid, shall be decided in accordance with those orders.

(Md. Saifur Rahman)
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
CABINET SECRETARIAT
ESTABLISHMENT DIVISION
SECTION SA1.

OFFICE MEMORANDUM

No. ED/SA1-275/79-48(50), Dated Dhaka, the 21st January,1980

Subject : **Correct designation of the officer holding current charge of higher posts.**

It has come to the notice of Government that certain officers holding current charge of higher posts are using their disignation of those higher posts in all official comunications and displaying them on name plates and official seals.

2. The question as to how an officer holding current charge of a higher post should be allowed to designate himself; has to be decided in the light of some importanrt legal aspects of such an assignment. There are three such legal issucs involved in this matter :

(a) The officer does not relinquish charge of his own post when he holds the current charge of the duties of a higher post;

(b) The officer is not actually appointed to the higher post ; and

(c) The officer does not get the pay of the higher post, but gets only a certain percentage of his own pay as an additional remuneraition for performance the current duties of the higher post where admissible.

It is thus clear from the above that holding current charge of a higher post is not an appointment to that higher post but purely a temporary devise to side over some personal problem where the current charge holder merely performs the day-to-day duties of the higher post in addition to his own duties or holds an additional charge.

3. In view of the above, it is considered that it is not legally permissible for the officer to style himself, in any manner, as the full-fledged incumbent of the higher post. The correct designation of officers holding current-charge of higger posts in the following two broad categories would be as under :

(a) When an officer holds the current charge under Ministry/ Division/Attached Department/Subordinate office/Autonomous/semi-Autonomous Bodies, he should merely use the designation of his original post and can add the words in-charge to his original designation. Thus :

Additional Secretary-in-charge,
Ministry of food,
Director-in-charge,
Department of Industries,
Member-in-charge,
Power Development Board.

(b) When an officer holds the current charge of a higher post which does not correspond to holding charge of Ministry/Division/attached Department/ Subordinate office/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies, it would be appropriate for him to use the designation of the higher post and add thereafter the expression 'Current Charge' within first bracket. Thus :

Joint Secretary (Current charge)

Additional Director (Current charge)

Member (Current charge).

4. Government desires that the above be brought to the notice of all concerned and the current-charge-holders using in appropriate designations be asked to another strictly to Government instructions.

(Dr. A. T. M. Shamsul Huda)
Deputy Secretary.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
(প্রবিধান শাখা-২)।

নং অর্থ-ম/প্রবি-২/এইচ আর-২/৭৬/৩০১, তারিখ, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ ইং।

স্মারকলিপি

সম্প্রতি এই মর্মে সংশয় দেখা দিয়াছে যে, অতিরিক্ত পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মচারীর দায়িত্ব ভাতা থেকে বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হইবে কি না ? বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এরূপ দায়িত্ব ভাতা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র এবং ইহা বেতনের সহিত নির্দিষ্ট সংযোজন নহে বিধায়, উক্ত ভাতা থেকে বাড়ী ভাড়া কর্তনের কোন অবকাশ নাই।

(কে, এম, করিম)
শাখা অফিসার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি অধিশাখা-৩

নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/বিঃ ভাতা-১/২০০৪/১৮৯, তারিখ, ০৬-১১-২০০৮ ইং।

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের কতিপয় আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অফিস স্মারক নং অম/অবি/(বাস্তবায়ন)-১/সি-১/৮৯/১১৫(৩০০), তারিখ ঃ ১৬-৭-১৯৮৯ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কতিপয় আর্থিক সুবিধা প্রদান বিষয়ে জারীকৃত অফিস স্মারক নং অম/অবি/(বাস্তবায়ন)-১/সি-১/৮৯/১১৫(৩০০), তারিখঃ ১৬-৭-১৯৮৯ এ কর্মচারীদের অফিস সময়ের অতিরিক্ত বা ছুটির দিনে ৩ ঘন্টা কাজের জন্য দৈনিক ৮ (আট) টাকা এবং ৩ ঘন্টার বেশী অতিরিক্ত কাজের জন্য দৈনিক ১০ (দশ) টাকা টিফিন ভাতা নির্ধারিত ছিল।

২। এক্ষণে, উক্ত টিফিন ভাতার পরিমাণ বর্ধিত করে সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের অফিস সময়ের অতিরিক্ত বা ছুটির দিনে ৩ ঘন্টা কাজের জন্য দৈনিক ১৫ (পনের) টাকা এবং ৩ ঘন্টার বেশী অতিরিক্ত কাজের জন্য দৈনিক ২০ (বিশ) টাকা নির্ধারণ করা হল।

৩। এ আদেশ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(প্রণব চক্রবর্তী)
যুগ্ম-সচিব (প্রবিধি)
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন অধিশাখা-৪

নং অম/অবি/বাস্ত-৪/বিবিধ-২২(মঃভাতা)/২০০৮/১০৯(১০০০) তারিখঃ ১৭ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ০১ জুলাই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ১লা জুলাই, ২০০৮ তারিখ থেকে ২০% হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান।**

আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে,সরকার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ১-৭-২০০৮ তারিখ থেকে ২০ (বিশ) শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ মহার্ঘ ভাতার সুবিধা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কার্যকর হবে ঃ—

(ক) সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সামরিক বাহিনীর সকল সদস্য;

(খ) অর্জিত ছুটি বা অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে থাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে থাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ছুটি পূর্বকালীন শেষ প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে উপরিউক্ত হারে মহার্ঘ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(গ) সাময়িক বরখাস্তকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সাময়িক বরখাস্তের তারিখের অব্যবহিত পূর্বের মূল বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত মহার্ঘ ভাতার ৫০% (অর্ধেক) প্রাপ্য হবেন;

(ঘ) সরকার হতে পেনশন গ্রহণকারী পেনশনের বিদ্যমান অংশের অনুপাতে মহার্ঘ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(ঙ) এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ মহার্ঘ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(চ) জাতীয় বেতনস্কেলের আওতায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত পদে নির্ধারিত মূল বেতনের ভিত্তিতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পেনশনভোগী হলে নীট পেনশনের ভিত্তিতে অথবা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত পদের মূল বেতনের ভিত্তিতে যে কোন এক ক্ষেত্রে এ মহার্ঘ ভাতার সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

২। (ক) বেতন বিহীন ছুটিতে থাকাকালীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ সুবিধা প্রাপ্র হবেন না;

(খ) যে সকল অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের গ্রস পেনশনের ১০০% (একশত ভাগ) অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশ সমর্পণ করে এককালীন আনুতোষিক উত্তোলন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

৩। রাজস্ব বাজেট হতে প্রদত্ত অনুদানে পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ২০ (বিশ) শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব বাজেট হতে মিটানো হবে।

(অর্দ্ধেন্দু শেখর রায়)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-১

পরিপত্র

নং অম/অবি/বা-১/নীতি(০২)/২০০৬/৫১২ — তারিখ ঃ ২২-০৫-২০০৭ খ্রিঃ / ০৮-০২-১৪১৪ বঃ

বিষয় ঃ **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি ব্যবহারের দিক নির্দেশনা।**

প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাজেট বাস্তবায়নকালে সরকারি ব্যয়ের মিতব্যয়িতা (Economy), দক্ষতা (Efficiency) ও কার্যকারিতা (Effectiveness) নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করা আবশ্যক। বাজেট বাস্তবায়নে উৎকর্ষ আনয়নের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

২। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ব্যবস্থা (Medium Term Budget Framework) প্রবর্তনের ফলে পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সচিব ও মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে স্বাধীনভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নিজস্ব রিপোর্টিং ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অতীতের তুলনায় বর্তমানে অধিকতর অনূভূত হচ্ছে।

৩। বিভিন্ন মন্তণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাজেটের (রাজস্ব ও উন্নয়ন) আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে প্রদত্ত সকল বাজেট বরাদ্দের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প/কর্মসূচির ফলপ্রসূতা যাচাই, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফলতা বিচার, উপযুক্ত সুপারিশসম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে নিরীক্ষা/সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে 'নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি' খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

৪। বিগত অর্থবছরসমূহে দেখা গেছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফী খাতে প্রদত্ত বরাদ্দ ব্যয় করতে পারেনি অথবা বাজেট বরাদ্দের সঠিক উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনি। এক্ষণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যাতে উক্ত ফি-এর সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে, সে লক্ষ্যে নিম্নলিখিত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

(ক) **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

- সরকারি সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত কর্মসূচী/প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় অন্যান্য ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
- স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিপোর্টিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ; এবং
- নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(খ) **নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ পদ্ধতি ঃ**

- Public Procurement Regulation, 2003 অনুযায়ী নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি, প্রকল্প/কর্মসূচি বিষয়ে নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেশাগত দক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে স্ব-স্ব বিশেষায়িত ক্ষেত্রে দক্ষতা বিবেচনায় নিয়োগ করা যাবে।

(গ) **নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি ঃ**

- কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (Financial Progress) ও বাস্তব অগ্রগতি (Physical Progress) পর্যালোচনা ;
- কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের অভীষ্ট লক্ষ্য (Objectives) অর্জনে সফলতা/ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোকপাত ;
- কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের কর্মকৃতি মূল্যায়ন (Performance Evaluation) ;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি বহির্ভূত অন্যান্য ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই ;

- রাজস্ব আদায় কার্যক্রম, আদায়ের হার ও আওতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র নির্ধারণ বিষয়ে মন্তব্য ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার দুর্বলতা চিহ্নিত করা ও প্রতিকার বিষয়ে মতামত প্রদান ; এবং
- প্রযোজ্য সরকারি আর্থিক বিধি-বিধানসমূহ প্রতিপালন বিষয়ে পর্যালোচনা।

(ঘ) **নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল ও প্রতিবেদনের উপর কার্যক্রম গ্রহণ ঃ**

- নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সচিবের নিকট দাখিল করবে ;
- অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগে নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিবেদনের কপি প্রেরণ করতে হবে;
- মন্ত্রণালয়ের ‘বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি’ (BMC) নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা ও সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে ;
- মন্ত্রণালয়ের ‘বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি’ প্রতিবেদনে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে সচিব প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ; এবং
- নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ ও এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগকে অবহিত রাখতে হবে।

(ঙ) **অর্থ বিভাগ কর্তৃক করণীয় ঃ**

- প্রাপ্ত নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ, প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির পর্যালোচনা, সুপারিশ ও গৃহীত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের পরিদর্শন অধিশাখাসমূহের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে;
- পরিদর্শন অধিশাখাসমূহ এ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক নথি সংরক্ষণ করবে;

- অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট বাজেট অনুবিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাসমূহের বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আবশ্যিকভাবে পরিদর্শন অধিশাখাসমূহের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিবে;

- পরিদর্শন অধিশাখাসমূহ এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সূচারুরূপে সম্পন্ন করার স্বার্থে প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসরণে নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নিবে ; এবং

- পরিদর্শন অধিশাখাসমূহ প্রয়োজনবোধে সরাসরি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অথবা নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে যে কোন কর্মসূচি বা প্রকল্পের নিরীক্ষা/সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

(চ) **পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক করণীয় ঃ**

- পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ নিরীক্ষা/সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং প্রযোজ্য সুপারিশ/মতামত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে ;

- প্রতিবেদন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক নথি সংরক্ষণ করবে এবং আরএডিপি/এডিপিতে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তি বা সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বিবেচনায় নিবে;

- প্রতিবেদনাধীন কর্মসূচিটি চলমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সাংঘর্ষিক বা একই/অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য এডিপি'র বিদ্যমান/প্রস্তাবিত কোন উন্নয়ন প্রকল্পের সমার্থক হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারবে ;

- উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখতে পারবে।

৫। ০৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিকনির্দেশনার আলোকে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(আরাস্তু খান)
যুগ্ম-সচিব
বাজেট অনুবিভাগ-১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি অধিশাখা-৩

www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/বিভা-০৩/২০০৫/৪১৬, তারিখ ঃ ২৪-০৫-২০১০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ১-০৭-২০১০ তারিখ হতে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সন্তান প্রতি মাসিক ২০০ (দুই শত) টাকা হারে এবং অনধিক ২(দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০ (তিন শত) টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদেয় হবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবী হলে সন্তান সংখ্যা যেকোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করে ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ হবে। নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল (Documents) সাপেক্ষে বর্ণিত সুবিধা প্রদেয় হবে ঃ

(i) জন্ম নিবন্ধন এর সত্যায়িত কপি (Attested Copy of Birth Certificate)।

(ii) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রত্যয়নপত্র (Enrolment Certificate from the Head of Educational Institution)।

(এ. এফ. আমিন চৌধুরী)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৭০১৭৪
e-mail: aminc@finance.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি অধিশাখা-৩

www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/নীতি-০৩/০২/৩৬৩, তারিখ ঃ ০৫-১১-১৪১৬ বঃ / ১৭-০২-২০১০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **সরকারি মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন ভাতা উত্তোলন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এখন হতে উপ-সচিব ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ মোবাইল/সেলুলার টেলিফোনের মাসিক ভাতা ৪০০ (চার শত) টাকা হারে প্রাপ্য হবেন।

২। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ এই ভাতা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন।

৩। উল্লেখ্য, এই ভাতা উত্তোলনের জন্য কর্মকর্তাকে তাঁর ব্যবহার্য মোবাইল/সেলুলার টেলিফোনের সংযোগ নম্বরটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

৪। এই আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(এ. এফ. আমিন চৌধুরী)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৭০১৭৪
e-mail: aminc@finance.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি অধিশাখা-৩

নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/নীতি-০৩/০২/২০৫ তারিখ ঃ ০১-০৯-১৪১৫ বঃ / ১৫-১২-২০০৮ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **সরকারি মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন ভাতা উত্তোলন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এখন হতে অতিরিক্ত সচিব ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত সমপদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা এবং যুগ্ম-সচিবগণ মোবাইল/সেলুলার টেলিফোনের মাসিক ভাতা ৬০০ (ছয় শত) টাকা হারে প্রাপ্য হবেন।

২। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ এই ভাতা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন।

৩। উল্লেখ্য, এই ভাতা উত্তোলনের জন্য কর্মকর্তাকে তাঁর ব্যবহার্য মোবাইল/সেলুলার টেলিফোনের সংযোগ নম্বরটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

৪। এই আদেশ ০১, ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(মোঃ আবদুল মান্নান)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৭০১৭৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা

নং মপবি/মসশা/মসবৈ-২৭(৮)/২০০৪/৬০২(২), তারিখ ঃ ১৯-সেপ্টেম্বর-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ / ০৪-আশ্বিন ১৪১১ বঙ্গাব্দ

বিষয় ঃ **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ মামলা সরকার পক্ষে পরিচালনার জন্য বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ।**

আদিষ্ট হইয়া জানানো যাইতেছে যে, উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক শুধুমাত্র আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা যাইবে। তবে এই ধরনের বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি এবং অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২। উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল।

(মোঃ আজিজুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩০৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
কল্যাণ শাখা

নং সম(কল্যাণ)-বিএফজিআই-৪/২০০০(অংশ)-১৩৭,

তারিখ ঃ ১০ আষাঢ়১৪১৫ বাং / ২৪ জুন ২০০৮ইং

বিষয় ঃ **সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন-২০০৪ এর আওতায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা-২০০৬ প্রণীত হয়েছে। উক্ত বিধিমালার ১৮(১) নং বিধিতে সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মাধ্যমে এবং উক্ত কর্মচারী কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব হওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থাপন সচিবের মাধ্যমে আবেদন করলে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান রয়েছে। উল্লিখিত আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিধিমালার ১৯ নং বিধির শর্ত অনুযায়ী আবেদন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। বর্ণিতাবস্থায়, এতদ্‌সংক্রান্ত আবেদন ফরমটি সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ১ (এক) কপি আবেদন ফরম।

(নুজহাত ইয়াসমিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ)
ফোন ঃ ৭১৬২৬২১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
কল্যাণ তহবিল
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরম
(বিধি-১৯ দ্রষ্টব্য)

১।	কর্মচারীর নাম	ঃ
২।	পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে)	ঃ
৩।	পদবী, অফিসের নাম ও ঠিকানা	ঃ
৪।	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	ঃ
৫।	সরকারি দায়িত্ব পালনের সাথে মামলার সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত বিবরণী (পৃথক কাগজ সংযুক্ত করা যাবে)	ঃ
৬।	মামলার প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা (পৃথক কাগজ সংযুক্ত করা যাবে)	ঃ
৭।	মামলার নম্বর ও মামলার ধারা (ফৌজদারী/ দেওয়ানী)	ঃ
৮।	মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ/কারণ/আরজি (পৃথক কাগজ সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
৯।	মামলাটি কোন আদালতে এবং কি পর্যায়ে আছে	ঃ
১০।	মামলায় দেয় সর্বশেষ আদেশ (আদেশের সার্টিফাইট কপি সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
১১।	দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ (খাতওয়ারী খরচের বিভাজনসহ ঐ সকল দাবীর অনুকূলে যুক্তি) (পৃথক কাগজ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
১২।	এতদ্‌সংক্রান্ত মামলায় আবেদনকারী ইতোপূর্বে কোন সংস্থা বা তহবিল/উৎস হতে কোন অর্থ পেয়েছে কি না, পেয়ে থাকলে তার বিবরণ (পৃথক কাগজ সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, উপরে বর্ণিত এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রের সকল বিবরণ সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করিনি।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

দাবীর অনুকূলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশ

....কার্যালয়ের জনাব/বেগম ....সরকারি দায়িত্ব পালনকালে বর্ণিত মামলায় জড়িত হয়ে পড়েছেন। এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা অন্য কাউকে মামলা করার অভিপ্রায় ছিল না। অতএব, বিধি মোতাবেক তাকে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করার সুপারিশ করা যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-৪

নং অম/অবি/প্রবিধি-৪/সিএ-৩/৯৪/১০৪, তারিখ ঃ ১১-৭-২০০৭ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যভার ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত।**

জাজীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর ১৯ অনুচ্ছেদের অনুবৃত্তিক্রমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যভার ভাতা নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলোঃ

১। কার্যভার ভাতা মূল বেতনের ১০% হবে ;

২। কার্যভার ভাতার সর্বোচ্চ সিলিং ১,০০০ (এক হাজার) টাকার বেশী হবে না ;

৩। এই আদেশ ১ জুলাই, ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(রাজিয়া বেগম, এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ ও প্রবিধি)
অর্থ বিভাগ।

অধ্যায়-২

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ

GOVERNMENT OF THE PEOPLE`S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
FINANCE DIVISION

REVISION OF DELEGATION OF FINANCIAL POWERS TO THE MINISTRIES/DIVISIONS 1983

EXPENDITURE CONTROL & REGULATION WING
FINANCE DIVISION
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING

GOVERNMENT OF THE PEOPLE`S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING

Finance Division

(ECR Wing)

OFFICE MEMORANDUM

No. MF (EC-1) DP-6/83/378, Dated Dhaka, the 15th August, 1983.

Subject : **Revision of Delegation of Financial Powers to the Ministries/Divisions**.

The undersigned is directed to say that through that various Codal Rules and this Division`s latest O. M. No MF(EC-1)DP-6/77/55, dated 10th March, 1977. On the subject, financial powers have been delegated to the Administrative Ministries/Divisions so that they can discharge their responsibilities in financial matters with minimum references to the Finance Division. But experience shows that full advantage of the existing financial delegations is not always taken of by many Ministries/Divisions. Partly due to this and partly due to the inadequancy of the existing delegation of financial powers, references to the Finance Division have continued to increase leading to considerable delays in the disposal of business in many cases.

2. The matter has, therefore, been re-examined in this Division keeping in view the need for further delegation of financial powers to the Ministries/Divisions commensurate with their growing responsibilities in-day-to-day administration. After careful consideration of all aspects, the Government, in supersession of this Divisions O. M. No. MF(EC-1)DP-6/77/55, dated 10th March, 1977, have decided that only cases relating to items shown at Annex-1 of this O. M. will henceforth be referred to the Finance Division by the various Ministries/Divisions. All other financial matters will be disposed of by the administrative Ministries/Divisions themselves in accordance with the provisions laid down in the various Codal Rules and Instructions and Orders issued on the subject from time to time within the availability of funds in the relevant sanctioned budget.

3. All Ministries/Divisions are expected to be expeditious in the matter of settlement of their financial liabilities to other Government agencies such as, PDB, BPC, WASA,WDB, PT & T, Municipal Corporation, etc. In future, no request for allocation of funds for such items in the midst of the year will be entertained, and the Ministries/Divisions will be expected to take necessary provision at the time of preparation of their budgets. Requirement of funds for such purposes, not accommodated in the budget will have to be met by locating savings from their existing overall budget provision under the relevant head. In submitting future budget estimates, Ministries/Divisions will certify that inter-agency claims have been catered for in their budget proposals.

4. In requesting for funds in excess of budget provision, strict discipline will have to imposed by all the admisistrative Ministries/Divisions. Article 92(b) of the Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh deals with the subject of budget provision for "Unexpected Expenditure". This provision is meant for meeting expenditure which, because of "their magnitude or indefinite character", cannot be specified in detail at the time of preparing the Budget. In order to ensure that these criteria are fulfilled a specific procedure has been laid down in paragraph 290 of the Secretariat Instructions, 1976, for the formulation and processing of cases for the allocation of funds for additional expenditure not included in the Budget. However, from a review of the cases referred to this Ministry a general conclusion can be drawn that this procedure is often not followed, either in letter or in spirit, by many of the administrative authorities. It appears that often administrative Ministries/ Divisions/Departments look upon the provision for "Unexpected Expenditure" as an accessible reserve for the financing of all additional needs felt during the year, regardless of their character, magmitude or priority. The acceptance of many of these proposals would lead to the pre-emption of other priority requirements which really satisfy the relevant criteria, or the incurrence of unplanned Budget deficits or perhaps a combination of both.

The need for strict vigilance and discipline in the implementation of the Budget is greater than ever before. The procedure for the allocation of funds for additional expenditure has already been elaborated in this Division's Circular No. MF/BW-1/IF-2/76/1701(100), dated the 28th July, 1976 and are reproduced below :—

(I) All proposals for additional funds, whether emanating from a Ministry/Division or a Department/Directorate/Subordinate Office/Autonomous Organisation under it, will be embodied in a self-contained Summary approved and signed by the Principal Accounting Officer of the administrative Ministry/Division concerned, *i.e.*, the Secretary or Additional Secretary/Joint Secretary-in-charge.

(II) The Summary will provide information in clear terms on the following points :—

(i) Total-expenditure involved in the proposal in the current year and the following years, both recurring' and non-recurring, with detailed break-up.

(ii) Full justification of the proposal and the reasons why it could not be foreseen and necessary provision made in the Budget.

(iii) An analysis of the Budget Grant to which the expenditure is debitable showing :—

(a) Amount provided Sub-headwise;

(b) Particulars of expenditure already incurred under each sub-head; and

(c) Particulars of commitments (including sanctions already issued) and plan of expenditure under each sub-head for the remaining part of the financial year.

(iv) The reasons why some of the contemplated expenditure at (iii) (c) above cannot be dropped/curtailed to accommodate the present proposal ; and

(v) The reasons why the proposed expenditure cannot be postponed to a subsequent year.

(III) On receiving the proposal, the Finance Division will, in the first place, examine it in respect of its Justification and magnitude and thereafter allocate the additional funds considered admissible and feasible. While Communicating their decision to the Administrative Ministry/Division, the Finance Division will indicate whether the funds are being allocated from the Budget provision for "Unexpected Expenditure" or whether they will in due course be provided either by re-approriation or by Supplementary Grant. The Administrative Ministry/Division will thereafter issue the requisite expenditure sanction with the concurrence of the Ministry of Finance (Budget Wing) by whom a copy thereof is to be endorsed to the Audit Officer concerned.

(IV) If the case has not been formulated in the manner indicated at sub-paragraphs I and II above, the Finance Division will return the case to the Ministry/Division concerned without consideration.

5. The Secretary-in-charge (which term shall be deemed to include Acting/ Additional Secretary or Joint Secretary-in-charge) of Ministry/Division shall continue to be the Principal Accounting Officer of his Ministry/Division, its attached Departments and Subordinate Offices in respect of receipts as well as expenditure incurred from the budget grants controlled by his Ministry/Division.

He shall be responsible for ensuring that—

(a) funds allocated to his Ministry/Division, its attached Departments or subordinate offices are spent for the purpose for which they are allocated ;

(b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations, and the expenditure is not, *prima-facie*, more than the occasion demands and that every Government servant exercises the same vigilance in respect of expenditure incurred from public funds as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money ;

(c) actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the respective items/sub-heads, etc. ;

(d) no expenditure is incurred in anticipation of authorisation of an Annual Budget/Supplementary Grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance ;

(e) all payments and receipts are correctly classified under appropriate heads of account and the Departmental Accounts are reconciled every month with the figures communicated by the Accountant-General and Accounts Officer. In respect of Ministries/Divisions whose accounts have been departmentalised', the Chief Accounts Officer will regularly reconcile his accounts with those of attached Departments/Subordinate Offices.

(f) audit objections are promptly settled.

6. The Ministries/Divisions may delegate such of their powers as may be appropriate to the heads of Attached Departments and Subordinate Offices. However, to ensure uniformity in this respect in all Govt. Offices and to avoid anomalies, prior consultation with the Finance Division will be necessary for the purpose. Existing delegations to the heads of Departments and Subordinate Offices will continue to be exercised by them till new sub-delegations are made by the relevant Ministry/Division as provided in this O.M. It is suggested, however, that in view of decentralisation of functions and added authority of Ministries, a thorough review of delegation of powers all the way down is made by all Ministries within December, 1983 and revised instructions are cleared with Finance Division.

7. Financial powers delegated to a Ministry/Division under the Fundamental and Supplementary Rules, General Financial Rules, Service Rules, Bangladesh Financial Rules, Treasury Rules, etc., will continue to be exercised by them subject to such modifications as have been made or may be made from time to time.

8. Deputy Financial Adviser (DFA) attached to the Ministry/Division shall exercise full powers of a Deputy Secretary of Finance Division, and he will dispose of the cases in respect of items shown at Annex-I within his competency. The cases which fall beyond the purview of his powers, will be referred by him to the respective Wing of the Finance Division directly with his comments/recommendations without routing the same through the relevant Ministry/Division.

9. In matters where consultation with other Ministries/Divisions is required as per procedure, in particular, with the Establishment Division, Ministry of Works and the Law & PA Division, that should be done by the concerened Ministry/Division and cases disposed of accordingly without reference to the Finance Division unless it comes under the purview of items listed at Annex-I.

10. In respect of matters which fall within the delegated powers of Ministries/Divisions, they will issue necessary sanctioning orders direct to the Accountant-General/Chief Accounts Officer.The order should mention that—

(a) it is issued in terms of powers delegated to them under this O. M.; and

(b) funds for the purpose are provided in the sanctioned budget otherwise than as a lump-sum provision. Endorsement of such orders by Finance Division (including DFA) will not be necessary.

11. Sanctions issued by the Ministries/Divisions in respect of items covered Annex-I shall be sent to the Accountant-General/Chief Accounts Officer with endorsement of the DFA where concurrence to the proposal is given by the DFA, and by Section Officer of the Finance Division where the proposal is concurred in by any Wing of the Finance Division,

12. The Revision of delegation of Financial Powers set out in this O.M. will continue until further orders.

M. SYEDUZZAMAN
Secretary,
Finance Division.

ANNEXURE-1

[See para. 2 of MF(EC-I)DP-6/83/378, dated the 15th August, 1983.]

Subject : **On which references are to be made to the Finance Division (non-development):**

1. Commitment in local currency as well as foreign exchange beyond a particular financial year.

2. Proposals for expenditure in local currency as well as foreign exchange beyond budget provision.

3. Proposals for non-recurring expenditure in local currency as well as foreign exchange not covered by specific sanctioned budget provision.

4. Reappropriation between: (a) pay heads and other heads, (b) from and to charged expenditure, and (c) from one major head to another.

5. Creation of new posts for period exceeding the financial year.

6. All proposals for new expenditure on works not specifically provided for in the budget.

7. Purchase of new vehicles under non-development budget.

8. Pre-liberation claims.

9. Break-up of lump provisions.

10. Sanction of honorarium to Government Servants for special and arduous type of work—exceeding one month`s pay, subject to a maximum of TK. 1,000.

11. Postponement of recovery of advances from G.P. Fund beyond two years and increase in the number of monthly instalments on G.P Fund advance beyond 60.

12. Payment of allowance for holding of additional charge beyond 6 (six) months.

13. Interpretation of Financial Rules, Regulations and Orders, Governing pay and allowances, pension, gratuity, G.P. Fund T.A./D.A.

14. Change of service conditions regarding pay and allowances.

15. Proposals affecting receipts of the Government, including proposals on levy of taxes, duties, cesses or fees.

16. Sanction of advance increment of pay (other than these provided in the relevant Recruitment Rules for initial appointments).

17. Payment of grants-in-aid beyond sanctioned budget provisions.

18. Drawal of advance exceeding Tk. 5,000 for contingent expenditure not covered by permanent advance or imprest.

19. Local purchase of stationery articles beyond Tk. 7,500 subject to availability of funds in the budget and non-availability certificate from the Stationery Department.

20. All proposals for sanction out of centrally controlled budget grants; *viz.*, House Building and Motor Car Advances, Commutation, etc. requiring funds availability certificate.

21. Light refreshments from contingencies for meeting/conference/training courses, exceeding Tk. 300 on each occasion, the expenditure being limited to Tk. 6 per head and number of participants not being less than five.

22. Proposal for writing off irrecoverable value of stores or public money due to losses on account of fraud, theft, etc. exceeding Tk.1,00,000.

23. Writing off irrecoverable loans and advances (including interest) to Government Servants.

24. Sanction of foreign exchange to cover—
    (a) expenses on entertainment exceeding US $ 300, and contigencies exceeding $ 100·00 by a Cabinet Minister going abroad on official duty.

    (b) expenses on entertainment and contingencies by officials going abroad on official duty.

25. Fixation/revision of allowances of officials of the Govt. and of autonomous bodies posted abroad.

26. Bilateral/international agreements/treaties having financial implications.

27. Matters relating to floatation of loan.

28. Alteration in the method of compilation of accounts of Ministry/ Division/Department/Directorate/Subordinate Office.

29. Any other matter having financial implications (directly or indirectly) not covered by the approved budget.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ

নং অম(ব্যঃনিঃ-১)-ডিপি-৩/৮৭/২৬৯ তারিখঃ ২৯-১০-৮৯ ইং / ১৪-৭-৯৬ বাং

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিক আর্থিক ক্ষমতা প্রদান প্রসংগে।**

সরকার মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা আরও অধিক পরিমাণে অর্পণের বিষয়টি বিবেচনা করিয়া অর্থ বিভাগের ১৫-৮-৮৩ইং তারিখে জারীকৃত আদেশ নং এম এফ(ইসি-১) ডিপি- ৬/৮৩/৩৭৮ এর পরিশিষ্ট-১ সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিশিষ্ট-১ এর কতিপয় বিষয় অবলোপন ও কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংগে উক্ত সংশোধিত পরিশিষ্ট-১ প্রেরণ করা হইল। ইহা ১৫-৮-৮৩ তারিখের আলোচ্য স্মারকের পরিশিষ্ট-১ এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হইবে।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

আতাউল করিম
যুগ্ম-সচিব।

ANNEXURE-1

(*See* para 2 of MF(EC-1)DP-6/83/378, dated the 15th August, 1983)

Subject : **On which references are to be made to the Finance Division (non-development)**

1. Commitment in local currency as well as foreign exchange beyond a particular financial year.
2. Proposals for expenditure in local currency as well as foreign exchange beyond budget provision.
3. Proposals for non-recurring expenditure in local currency as well as foreign exchange not covered by specific sanctioned budget provision.
4. Reappropriation between : (a) pay heads and other heads, (b) from and to charged expenditure, and (c) from one major head to another.
5. Creation on new posts for period exceeding the financial year.
6. All proposals for new expenditure on works not specifically provided for in the budget.
7. Pre-liberation claims.
8. Sanction of honorarium to Government servants for special and arduous type of work exceeding one month`s pay subject to a maximum of Tk. 1000/-, such honorarium shall not be paid to more than 25% of the Class-IV employees, 20% of the Class-III employees and 15% of the Assistant/Senior Assistant Secretaries.
9. Postponement of recovery of advances from G.P Fund beyond two years and increase in the number of monthly instalments in G. P. Fund advance.
10. Payment of allowance for holding of additional charge beyond one year.
11. Interpretation of Financial Rules, Regulations and Orders, Governing pay and allowances, pension, gratuity, G. P Fund, T. A./D.A.
12. Change of scrvice conditions regarding pay and allowances.
13. Proposals affecting receipt of the Govt. including proposals on levy of taxes, duties, cesses or fees.
14. Sanction of advance increment of pay (other than these provided in the relevant Recruitment Rules for initial appointments).
15. Payment of grants-in-aid beyond sanctioned budget provisions.
16. Drawal of advance exceeding Tk. 10,000/- for contingent expenditure not-covered by permanent advance or imprest.
17. Local purchase of stationery articles beyond Tk. 15,000/- subject to availability of funds in the budget and non-availability certificate from the Stationery Department.
18. Light refreshments from contingencies for meeting/conference/training courses, exceeding Tk. 300 on each occasion, the expenditure being limited to Tk. 6 per head and number of participants not being less than five.
19. Proposal for writing off irrecoverable of stores or public money due to losses on account of fraud, theft, etc. exceeding Tk. 1,00,000/-

20. Writing off irrecoverable loans and advances (including interest) to Government servants.

21. Sanction of foreign exchange to cover—

    (a) expenses on entertainment exceeding US$ 500/- and contingencies exceeding US$ 200/- by a Cabinet Minister going abroad on official duty.

    (b) expenses on entertainment exceeding US$ 300/- and contingencies exceeding US$ 100/- by Secretary going abroad as the Head of a delegation.

22. Fixation/revision of allowances of officials of the Govt. and of autonomous bodies posted abroad.

23. Bilateral/international agreements/treaties having financial implications.

24. Matters relating to floatation of loan.

25. Alteration in the method of compilation of accounts of Ministry/Division/Department/Directorate/Subordinate Office.

26. Any other matter having Financial implications (directly or indirectly) not covered by the approved budget.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

নং অম(ব্যঃনিঃ-১)-ডিপি-৩/৮৭/১০১ তারিখঃ ৪-৪-৯০ ইং / ২১-১২-৯৬ বাং

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিক আর্থিক ক্ষমতা প্রদান প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ হইতে বিগত ২৯-১০-৮৯ ইং ১৪-৭-৯৬ বাংলা তারিখে জারীকৃত সরকারি আদেশ নং অম (ব্যঃ নিঃ-১) ডিপি-৩/৮৭/২৬৯ এর সহিত সংযোজিত পরিশিষ্ট-১ এর শেষে ২৭ নং ক্রমিক হিসাবে নিম্নরূপ সংযোজন করা হইল ঃ

27. Break-up of lump provisions till an agreed guide-line is issued by the Administrative Ministry/Divisions in consultation with the Ministry of Finance.

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

শহীদুল আলম চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব (ইসি আর)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

নং অম(ব্যঃনিঃ-১)-ডিপি-১৮/৮৬/১৫/৫০০

তারিখঃ ২৯-১-৯৫ ইং / ১৬-১০-১৪০১ বাং

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিক আর্থিক ক্ষমতা প্রদান প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ হইতে বিগত ২৯-১০-৮৯ ইং/১৪-৭-৯৬ বাংলা তারিখে জারীকৃত স্মারক নং অম (ব্যঃ নিঃ-১) ডিপি-৩/৮৭/২৬৯ এর সহিত সংযোজিত পরিশিষ্ট-১ এর ২১ নং ক্রমিকে নিম্নরূপ সংযোজন করা হইল ঃ

(c) expenses on entertainment exceeding US$ 400/-and contingencies exceeding US$ 150/-by a State Minister going abroad on official duty.

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

এম, নুরুন নবী
যুগ্ম-সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

নং-অম(ব্যঃনিঃ-১)-অর্থ-১৫/৮৭/১২৫

তারিখঃ ২২-৭-১৯৯৫ ইং / ৭-৪-১৪০২ বাং

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিক আর্থিক ক্ষমতা প্রদান প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ হইতে বিগত ২৯-১০-৮৯ ইং /১৪-৭-৯৬ বাংলা তারিখে জারীকৃত স্মারক নং অম (ব্যঃ নিঃ-১) ডিপি-৩/৮৭/২৬৯ এর সহিত সংযোজিত পরিশিষ্ট-১ এর ১৮ নং ক্রমিক নিম্নরূপ সংযোজন করা হইল ঃ

(18) Light refreshments from contingencies for meeting/conference/ training courses, exceeding Tk.400/-on each occasion, the expenditure being limited to Tk.8/= per head and number of participants not being less than five.

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

এ, এইচ, তালুকদার
উপ-সচিব-১ (ব্যঃনিঃ)।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE`S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE

Finance Division

E. C. R. and Implementation Wing

O. M. No. MF (EC-1)/DP-4/85/158 Dated, the 29th July, 1985

SUBJECT : **Sub-delegation of financial powers to heads of Departments and Subordinate Offices under the various Ministries/Divisions.**

1. In supersession of this Division's O. M. No. MF(EC-1)-DP-20/83/242 dated 24th September, 1984 and O. M. No. MF(EC-1)/DP-20/83/80 dated 10-4-1985, the undersigned is directed to enclose herewith a `Model' of Sub Delegation of Financial Power for necessary action.

2. This `Model' is designed to ensure uniformity in the matter of sub-delegation of financial powers by the Ministries/Divisions to their attached Departments and Subordinate Offices. The list of the items shown in the `Model' (Annex-A) is not exhaustive, and additions would be made to it as and when need arises.

3. Heads of Attached Departments irrespective of the location of such Departments will exercise the powers as shown in the `Model'. For administrative coveniences, the Heads of Subordinate Offices have been grouped into 3 categories, namely, category I, II and III keeping in mind that the Heads of Subordinate Offices at Divisional/Regional level would come under category I, those at District level under category II and those at Upazila level under category III. These categories are strictly for the purpose of delegation of financial Powers and do not affect the status of the officers, etc. Each category, however, has been given specified powers.

4. The administrative Ministries/Divisions will now kindly issue necessary Orders on the basis of this `Model' (Annex-A) in regard to their respective Heads of Departments and Subordinate Offices with copy to A. Gs., C. A. O.' s. District Accounts Officers/Upazila Accounts Officers as well as this Ministry. They may also bring out Orders specifying the relevant officers under their control and the categories to which each officer would belong. In issuing sub-delegation orders, they may quote the Revision of Delegation of Financial Powers Order of August 15, 1993 issued from this Division.

5. In the sub-delegation order, it should be made clear that the concerned officer will be fully competent to exercise these powers (in accordance with the existing rules and instructions on the subject) to the extent indicated therein subject to the availability of fund for the purpose in the sanctioned budget grant otherwise than as a lump sum provision.

6. The officers who have been delegated special financial powers under the special orders of the Government may continue to exercise the same. They may also continue to exercise the powers under various Codal rules subject to such modifications as have been made or may be made from time to time.

7. While exercising the powers, the officers concerned will be guided by rules procedures, standing orders, instructions, etc. issued or to be issued by the Ministry of Finance and relevant administrative Ministry/Division from time to time.

8. The officers concerned shall also be responsible for ensuring that—

(a) the funds allocated to them are spent for the purpose for which they are allocated;

(b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations and expenditure is not *prima facie*, more than the occasion demands;

(c) that the actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the respective items/sub-heads, etc;

(d) no expenditure is incurred in anticipation of authorisation of an Annual Budget/Supplementary grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance;

(e) all payments and receipts are correctly classified under the appropriate heads of accounts and the office accounts are reconciled every month with the figures communicated by the Audit Officer;

(f) audit objection are promptly settled; and

(g) financial and accounting reports and returns, as may be prescribed by the Ministry of Finance are furnished correctly and in time.

M. M. RAHMAN
Secretary.

ANNEXURE A

REPRINTED MODEL OF SUB-DELEGATION OF REVISED FINANCIAL POWERS, 1984

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices			Remarks
			Officers in Category-I	Officers in Category-II	Officers in Category-III	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Creation of temporary posts	Nil	Nil	Nil	Nil	
2.	Abolition of posts	Nil	Nil	Nil	Nil	
3.	Re-appropriation of funds	Re-appropriation between heads subordinate to minor heads subject to the following conditions— (i) Funds may not be re-appropriated from and to pay heads; (ii) All re-appropriation should be made must be in respect of funds placed at the officers disposal; (iii) No re-appropriation should be made to meet expenditure which is likely to recur in future years.	Nil	Nil	Nil	
4.	Adiministrative approval to new works to Non Development Account; (Non-residential).	Taka thirty thousands in each case.	Taka Twenty thousands in each case.	Nil	Nil	
5.	Expenditure for works on Non Development	Nil	Nil	Nil	Nil	

Sl. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices: Officers in Category-I	Subordinate Offices: Officers in Category-II	Subordinate Offices: Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
6.	Disposal of Govt. property— (i) Dismantling and selling of unserviceable buildings.	Nil	Nil	Nil	Nil	
	(ii) Declaring the property un serviceable.	Up to Tk. 75,000 provided a certificate is obtained in accordance with the procedure laid down by the Government.	Up to Tk.10,000 only provided a certificate is obtained in accordance with the procedure laid down by the Government.	Up to Tk. 7,500 only provided a certificate is obtained in accordance with the procedure laid down by the Govt.	Nil	
	(iii) Sale of unserviceable stores.	Full powers provided that the sale is made by public auction.	Full powers provided that the sale is made by public auction.	Up to Tk. 20,000 provided that the sale is made by public auction.	Up to Tk.10,000 provided that the sale is made by public auction.	
	(iv) Lease of land in compound of Govt. buildings and leases of canteen, etc.	Full powers provided lease is for one year and is given by public auction/tender.	Full powers provided lease is for one year and is given by public auction/tender.	Full powers provided lease is for 1 year and is given by public auction/ tender.	Up to Tk. 10,000 provided lease is for 1year and is given by auction/tender.	
7.	Write-off of irrecoverable value of stores or public money due to losses on account of fraud, theft, etc.	Up to Tk. 30,000 in each case subject to the prescribed conditions.	Up to Tk. 10,000 in each case subject to the prescribed conditions.	Up to Tk. 5,000 in each case subject to the prescribed conditions.	Up to Tk. 2,500 in each case subject to the prescribed conditions.	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices Officers in Category-I	Subordinate Offices Officers in Category-II	Subordinate Offices Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
8.	Purchase of vehicles in replacement of old ones.	Nil	Nil	Nil	Nil	
9.	Repairs to Govt. owned vehicles	Up to Tk. 10,000 at any one time to one or any number of vehicles used by the Departments on condition that : (a) The Govt. Motor vehicles workshops certify that they are unable to perform the work. (b) Existing Rules are observed. (c) A quarterly statement on such repairs shall be sent to the admn. Ministries/Divisions concerned for their perusal. *Note* : This does not cover splitting up or staggering of the expenditure so as to keep the expenditure within Tk.	Up to Tk. 5,000 subject to the conditions that : (a) Existing Rules are observed. (b) A quarterly statement on such repairs shall be sent to the deptt. concerned for perusal. *Note* : This does not cover splitting up or staggering of the expenditure so as to keep the expenditure within Tk. 5,000.	Up to Tk. 3,000 on conditions that : (a) Existing Rules are observed. (b) A quarterly statement on such repairs shall be sent to the deptt. concerned for perusal. *Note* : This does not cover splitting up or staggering of the expenditure so as to keep the expenditure within Tk. 3,000.	Up to Tk. 2,000 on conditions that : (a) Existing Rules are observed. (b) A quarterly statement on such repairs shall be sent to the deptt. concerned for perusal. *Note* : This does not cover splitting up or staggering of the expenditure so as to keep the expenditure within Tk. 2,000.	

Sl. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices: Officers in Category-I	Subordinate Offices: Officers in Category-II	Subordinate Offices: Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
10.	Purchase of petrol and lubricants for Govt. owned vehicles.	Full powers subject to instruction regarding the consumption of POL, etc.	Full powers subject to instruction regarding the consumption of POL, etc.	Full powers subject to instruction regarding the consumption of POL, etc.	Full powers subject to instruction regarding the consumption of POL, etc.	
11.	Powers to order refund in accordance with the rules or in pursuance of decisions of court in respect of which no appeal is proposed to be filed.	Full powers subject to prescribed rules.	Full powers subject to prescribed rules.	Full powers subject to prescribed rules.	Nil	
12.	Powers of investigation of arrear claims of Govt. Servant.	Full powers except arrear claims over six years and pre-liberation claims except to the Head of the Department himself.	Full powers except arrear claims over 1 year and pre-liberation claim and the claim of the officer himself sanctioning the investigation of claims.	Full powers except arrear claims over 1 year and pre-liberation claims and the claims of the officer himself sanctioning the investigation of claims.	Nil.	
13.	Sanctioning of expenditure debitable to contingencies under the primary unit contingencies:					
	(a) Expenditure specifically shown item-wise in the budget in detail.	Nil	Nil	Nil	Nil	
	(b) Expenditure in cases where lump sum provision or allocation of funds exists and individual items are not specified in detail:					

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices			Remarks
			Officers in Category-I	Officers in Category-II	Officers in Category-III	
1	2	3	4	5	6	7
	(i) Local purchase of stationery	Up to Tk. 5,000 per month provided that the Controller of Printing and Stationery has certified that the stationery in question cannot be supplied from the Government stores.	Up to Tk. 3,000 per month provided that the Controller of Printing and Stationery has certified that the stationery in question cannot be supplied from the Government stores.	Up to Tk. 2,000 per month provided that the Controller of Printing and Stationery has certified that the stationery in question cannot be supplied from the Government stores.	Up to Tk. 1,000 per month provided that the Controller of Printing and Stationery has certified that the stationery in question cannot be supplied from the Government stores.	
	(ii) Purchase or repairs to instruments and furniture.	Repairs: Full powers. Purchase: Up to Tk. 7,500 in each case subject to prescribed condition, rules, budget provision.	Repairs: Full powers. Purchase: Up to Tk. 3,000 in each case subject to prescribed condition, rules, budget provision	Repairs: Full powers. purchase: Up to Tk. 2,000 in each case subject to prescribed condition, rules, budget provision	Repairs, Tk. 500 Purchase: Tk. 1,000 in each case subject to condition, rules, budget provision	
	(iii) Purchase of liveries, typewriters, duplicators.	Full powers restricted to authorised number laid down in the organogram approved by the M. L. Committee on organizational set-up.	Full powers for purchase of liveries, and full powers for replacement of old condemned type writers subject to conditions as in column-3	Full powers for purchase of liveries, and full powers for replacement of old condemned typewriters subject to conditions as in	Full powers for purchase of liveries subject to conditions as in column-3	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices Officers in Category-I	 Officers in Category-II	 Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
				column-3		
	(iv) Purchase and repairs of Bicycles	Full powers subject to the procedure.	Full powers subject to the procedure.	Full powers subject to the procedure.	Full powers for repairs only.	
	(v) Purchase of periodicals & Newspapers.	Full Powers	Full Powers	Full Powers	Nil	
	(vi) Purchase of Books and Maps.	Full Powers	Full Powers	Up to Tk. 500	Up to Tk. 250 per annum,	
	(vii) Expenditure on carriage of records	Full Powers	Full Powers	Full Powers	Full Powers	
	(viii) Freight on movement of Govt. property.	Full Powers	Full Powers	Full Powers	Full Powers	
	(ix) Electricity and water charge and taxes.	Full Powers	Full Powers	Full Powers	Full Powers	
	(x) Postals, telegraphic and telephonic charges other than those for residential telephones.	Full Powers	Full Powers	Full Powers	Full Powers	
	(xi) Service postage	Full Powers	Full Powers	Full Powers	Full Powers	
	(xii) Hot and cold weather charges	Full Powers	Full Powers	Full Powers	Full Powers	
	(xiii) Charges for printing at a press other than the Govt. Press.	Up to Tk. 2,000 in each case subject to a certificate that the job could not be done in Govt. Press in case of office located in Dhaka. For offices located outside Dhaka this condition may be waived in emergent cases.	Up to Tk. 1,500 in each case, subject to condition as in column 3.	Up to Tk. 1,000 in each case, subject to condition as in category 1.	Up to Tk. 500 in each case, subject to condition as in category 1.	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices			Remarks
			Officers in Category-I	Officers in Category-II	Officers in Category-III	
1	2	3	4	5	6	7
(xiv)	Expenditure in emergent cases on account of Govt. binding work executed locally.	Full powers	Full powers	Full powers	Full powers	
(xv)	Copying and translating charges	Full powers	Nil.	Nil.	Nil	
(xvi)	Law charges	Full powers	Nil.	Nil.	Nil	
(xvii)	Fees to Law Officers	Up to Tk. 3,000 subject to usual procedure.	Up to Tk. 2,000 subject to usual procedure.	Nil	Nil	
(xviii)	Compensation payable to any individual under Law Rules or Judgements of Courts.	Nil	Nil	Nil	Nil	
(xix)	Appointment of staff chargeable to contingencies equivalent to Class-IV staff.	Nil	Nil	Nil	Nil	
(xx)	Charges for remittance of pay and allowance of estbt. by money order other.	Full powers	Full powers	Full powers	Full powers	

Sl. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices: Officers in Category-I	Officers in Category-II	Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
(xxi)	(A) Rent of Non-residential building	Up to Tk.10,000 p. m. subject to the following conditions:	Up to Tk. 7,500 p. m. subject to the following condition:	Up to Tk. 5,000 p. m. subject to the following condition:	Up to Tk.1,500 p.m. subject to the following condition:	
		(a) The area does not exceed the scale prescribed by the Ministry of Public Works and Urban Development.	(a) The area does not exceed the scale prescribed by the Ministry of Public Works and Urban Development.	(a) The area does not exceed the scale prescribed by the Ministry of Public Works and Urban Development	(a) The area does not exceed the scale prescribed by the Ministry of Public Works and Urban Development.	
		(b) The building is wholly & actually used for office purpose.	(b) The building is wholly and actually used for office purpose.	(b) The building is wholly and actually used for office purpose.	(b) The building is wholly and actually used for office purpose.	
		(c) The Executive Engineer and in the case of Dhaka the Ministry of Public Works and Urban Development certify that no Govt. building or abandoned house is available.	(c) The Executive Engineer and in the case of Dhaka the Ministry of Works and Urban Development certify that no Govt. building or abandoned house is available.	(c) The Executive Engineer and in the case of Dhaka the Ministry of Public Works and Urban Development certify that no Govt. building or abandoned house is available.	(c) The Asstt. Engineer/SAE of PWD certify that no Govt. building or abandoned house is available.	
		(d) The certificate is to be obtained before the house is actually hired.	(d) The certificate is to be obtained before the house is actually hired.	(d) The certificate is to be obtained before the house is actually hired.	(d) The certificate is to be obtained before the house is actually hired.	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices: Officers in Category-I	Subordinate Offices: Officers in Category-II	Subordinate Offices: Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
		(e) The rent is within the scale laid down by the Ministry of Works.	(e) The rent is within the scale laid down by the Ministry of Works.	(e) The rent is within the scale laid down by the Ministry of Works.	(e) The rent is within the scale laid down by the Ministry of Works.	
	(B) Rent of Residential Buildings.	Nil	Nil	Nil	Nil	
	(xxii) Repairs to the hired and requisitioned buildings.	Full powers subject to the conditions and extent permitted by the lease deed or the law of requisition.	Up to Tk. 1,000 subject to the condition and extent permitted by the lease deed or the law of requisition.	Up to Tk. 500 subject to the conditions and extent permitted by the lease deed or the law of requisition.	Nil	
	(xxiii) Payment of scholarships.	Nil	Nil	Nil	Nil	
	(xxiv) Grants-in-aid	Nil	Nil	Nil	Nil	
	(xxv) Other items (*i.e.* miscellaneous expenditure including that on purchase of stores.)	Full powers for purchase of consumable stores required for technical operation of the deptt.	Up to Tk. 5,000 subject to the condition as in column-3.	Up to Tk. 3,000 subject to the condition as in column-3.	Up to Tk. 1,000 subject to the condition as in column-3.	
	(xxvi) Entertainment on reception and	Nil	Nil	Nil	Nil	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices			Remarks
			Officers in Category-I	Officers in Category-II	Officers in Category-III	
1	2	3	4	5	6	7
14.	Fixation of initial pay of an officiating Govt. servant who is appointed to officiate in another post on a time-scale of pay.	Nil	Nil	Nil	Nil	
15.	Sanction of honoraria to Govt. servants in connection with departmental examination in accordance with rules.	Not exceeding 1 month`s pay subject to maximum of Tk. 500.	Nil	Nil	Nil	
16.	Powers to sanction the undertaking of works for which a fee is offered and acceptance of fee.	Full powers subject to prescribed condition provided that the fee does not exceed Tk. 500 in each case subject to a maximum of TK. 1,000 in a year.	Nil	Nil	Nil	
17.	Relaxation of the prescribed time limit for submission of T. A. Bill:	Full powers (a) If no T. A. advance was drawn. (b) When T. A. advance was drawn T. A. adjustment bill should be submitted within 12 months of the date of performance of journey by the Govt. servant failing which the advance will be recovered.	Full powers (a) If no T. A. advance was drawn. (b) when T. A. advance was drawn T.A. adjustment bill should be submitted within 12 months of the date of performance of Journey by the Govt. servant failing which the advance will be recovered.	Nil	Nil	

Sl. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices: Officers in Category-I	Subordinate Offices: Officers in Category-II	Subordinate Offices: Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
18.	Relaxation of the prescribed time limit where the family of a transferred Govt. servant could not join him within six months due to shortage of accommodation, education, of children or on medical or on compassionate grounds.	Up to 1 year subject to the following conditions (i) the family could not join due to shortage of accommodation, education of children or on medical or on compassionate grounds and (ii) The T.A. advance if drawn was returned within 6 months.	Up to 1 year subject to condition as in column-3.	Nil	Nil	
19.	Relaxation of the time limit of one month in respect of a member of the family of a transferred Govt. servants preceding him.	Full powers, provided that the family performed the journey after the transfer orders of the Govt. servant have been issued.	Full powers, provided that the family performed the Journey after the transfer orders of the Govt. servant have been issued.	Nil	Nil	
20.	Grant of travelling and daily allowance to non-official members of Commission/Committees set-up by the Govt. & to foreign experts.	Nil	Nil	Nil	Nil	
21.	Grant of daily allowance for compulsory halt due to dislocation of communications.	Full powers	Full powers	Full powers	Nil	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices			Remarks
			Officers in Category-I	Officers in Category-II	Officers in Category-III	
1	2	3	4	5	6	7
22.	Grant of extraordinary leave to temporary Govt. servant up to one year for reasons beyond their control.	Full powers except to the Head of the Deptt. himself.	Full powers in respect of the staff for whom he is the appointing authority.	Nil	Nil	
23.	Grant of leave terms to officers on contract.	Nil	Nil	Nil	Nil	
24.	Grant of special disability leave.	Nil	Nil	Nil	Nil	
25.	Grant of advance to Govt. servants from various provident funds.	Up to 3 advances except to the Head of the Deptt. himself subject to the general conditions prescribed in the rules governing such advance.	Up to 2 advacnces to those for whom he is the appointing authority subject to the conditions prescribed in the rules governing such advance.	Up to 1 advance to those for whom he is the appointing authority subject to the conditions prescribed in the rules governing such advance.	Nil	
26.	Permission to postpone recovery of an advance drawn from the G. P. Fund for a specified period.	Powers to postpone recovery of not more than one advance for a period not exceeding 2 years except to the Head of the Department himself.	Powers to postpone recovery of not more than one advance for a period not exceeding one year except to the Head of the Department himself.	Nil	Nil	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices			Remarks
			Officers in Category-I	Officers in Category-II	Officers in Category-III	
1	2	3	4	5	6	7
27.	Relaxation of the time limit of one month in which purchase of conveyance should be completed.	Full powers to raise the limit up to 3 months.	Full powers to raise the limit up to 2 months.	Full powers to raise the limit. up to 1 month.	Nil	
28.	Authorisation of the final payment of the provident fund dues of a deceased Govt. servant to the members of his family depending with the production of succession certificate and guardianship certificate in the case of minor heir(s).	Full powers on production of an indemnity bond if the share of each is Tk. 500 or less.	Full powers on production of an indemnity bond if the share of each is Tk. 300 or less.	Full powers on production of an indemnity bond if the share of each is Tk. 200 or less.	Full powers on production of an indemnity bond if the share of each is Tk. 100 or less.	
29.	Question of deciding the real legal heir(s) in case where there is a Nomination or the Nomination is incorrect or invalid.	Full powers in consultation with the Law Division.	Full powers in consultation with the Law Division.	Nil	Nil	
30.	Condonation of interruption of service.	Nil	Nil	Nil	Nil	
31.	Condonation of deficiency in qualifying service for pension.	Nil	Nil	Nil	Nil	
32.	Power to sanction training abroad.	Nil	Nil	Nil	Nil	

SI. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices Officers in Category-I	 Officers in Category-II	 Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
33.	Loans and Advances to Govt. servants (Permanent and Temporary).	Full powers provided that the loan is sactioned to Govt. servants whom they are competent to appoint and subject to allocation made by the Ministry of Finance and observance of all relevant rules and instructions except to the Head of the Deptt. himself.	Nil	Nil	Nil	
34.	Grant of additional allowances to Govt. servant performing duties of more than one post.	Nil	Nil	Nil	Nil	
35.	Powers to sanction pension	Full powers in respect of officers and staff appointed by him subject to Audit Officer`s Report.	Full powers in respect of officers and staff appointed by him subject to concerned Audit Officer`s Report.	Full powers in respect of officers and staff appointed by him subject to concerned Audit Officer`s Report.	Nil	

Sl. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices: Officers in Category-I	Subordinate Offices: Officers in Category-II	Subordinate Offices: Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
36.	Powers to sanction commutation of pension.	Full powers in respect of officers and staff to whom he can sanction pension and subject to report of availability of fund from the Ministry of Finance.	Full powers in respect of officer and staff whom he can sanction pension subject to report of availability of fund.	Full powers in respect of officers and staff whom he can sanction pension subject to report of availability of fund.	Nil	
37.	Powers to sanction travelling allowance for Govt. servants compelled to answer civil or criminal charges in connection with official duties.	Full powers	Full powers	Full powers	Full powers	
38.	Sanction of travelling allowance to a suspended Govt. servant who is required to undertake a journey for attending departmental inquiry other than relating to him.	Full powers	Full powers	Full powers	Full powers	
39.	Powers to grant exemption from rule limiting a halt on tour to ten days.	Full powers	Full powers	Nil	Nil	
40.	Powers to prescribe scale of tents to be supplied to officers of various grades.	Full powers	Full powers	Nil	Nil	

Sl. No	Item No.	Head of the Department	Subordinate Offices: Officers in Category-I	Subordinate Offices: Officers in Category-II	Subordinate Offices: Officers in Category-III	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
41.	Powers to grant leave to a Govt. servant in respect of whom a medical committee has reported that there is no prospect of his return to duties	Full powers	Full powers	Full powers	Nil	
42.	Powers to accept certificate of fitness signed by medical practitioners	Full powers	Full powers	Full powers	Full powers	
43.	Travelling allowance advance.	Full powers	Full powers	Full powers	Nil	
44.	Powers to appoint a Govt. servant in two or more posts.	Nil	Nil	Nil	Nil	
45.	Permission to increase the number of instalment beyond 24 for the recovery of G. P. fund advance.	Powers to increase the monthly instalment up to 48 except in the case of Head of the Department himself.	Powers to increase the monthly instalment up to 36 except in the case of Head of the Department himself.	Nil	Nil	
46.	Sanction of L. A. estimate	Nil	Nil	Nil	Nil	
47.	Purchase of new car	Nil	Nil	Nil	Nil	
48.	Entertainment in meetings where non-officials and/or foreigners are present and also for meetings of Board/Committee, etc.	Light refreshments from contingencies for meeting conference training courses exceeding Tk. 100 on each occasion, the expenditure being limited to Tk. 6 per head and number of participants not being less than five.	Nil	Nil	Nil	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

নং অম(ব্যঃ নিঃ-১) অর্থ-৯/৯২/২৬

তারিখঃ $\frac{\text{১৪-২-৯৩ ইং}}{\text{২-১১-৯৯ বাং}}$

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **বাসভবনে বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়ন খরচের পরিমাণ বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানাইতেছে যে, আপ্যায়ন বাবদ ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে বিদেশী মেহমানদের সম্মানে হোটেলের পরিবর্তে বাসভবনে মধ্যাহ্ন বা নৈশভোজ উৎসাহিত করার জন্য অর্থ বিভাগের স্মারক নং এম এফ পি/এফ ডি (ইসি-১) ফিন-১/৮৪/৩৯, তারিখ ঃ ৯-২-৮৪ ইং (অনুলিপি সংযোজিত) সংশোধনপূর্বক বিদেশী মেহমানদের আপ্যায়নার্থে বাসভবনে আয়োজিত মধ্যাহ্ন/নৈশভোজের জন্য মাথাপিছু খরচ ৮০/-টাকার স্থলে ১৫০/-টাকায় বর্ধিত করিয়া অনধিক ২০ (জন) জনের জন্য ১৬০০/-টাকার স্থলে সর্বোচ্চ ৩০০০/-টাকায় বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। উল্লেখিত ৯-২-৮৪ ইং তারিখের স্মারকের অন্যান্য বিধি-নিষেধ অপরিবর্তিত থাকিবে।

বজলুর রহমান সিকদার
উপ-সচিব (ব্যঃ নিঃ)।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE & PLANNING
FINANCE DIVISION

NO. MFP/FD (EC-1) FIN-1/84/39 Dated : 9-2-84

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT : **Entertainment of Foreign Dignitaries on Visits to Bangladesh.**

The undersigned is directed to say that Government with a view to curtailing the increasing cost on account of entertainment, has decided that henceforth Ministers, Secretaries, Members of Planning Commission and Chairmen of Autonomous Bodies may, at their option, host at their residences instead of hotels lunches and dinners for foreign dignitaries. The Government for such functions will bear expenses to a meximum of Tk. 80/- per head with a ceiling of Tk. 1600/- or guests numbering not more than twenty (including) on any one occasion.

2. It will be necessary for the Secretaries to the Government, Members of the Planning Commission and the Chairmen of Autonomous Bodies to obtain prior permission of the concerned Ministers for holding such functions which will be limited only to the following categories of foreign dignitaries will be visiting Bangladesh :—

(a) Ministers of Foreign Governments.

(b) Ambassadors accredited to Bangladesh but stationed outside.

(c) Heads of bilateral economic/commercial/cultural/political delegations.

(d) Officers of the rank of directors and above of organisations under the U.N. System (*e.g.* World Bank, Asian Development Bank, IMF, IDB, UNDP, UNESCO, FAO, WHO, UNICEF, ESCAP, etc.)

(e) Executive Directors and Alternative Executive Directors of International Financial Institutions.

(f) Dignitaries in the fields of Education, Sports, Culture, Journalism, Banking, etc.

3. The expenditure involved will be debited to the contingencies of the Ministries/Divisions, etc.

4. This has the approval of the President and the CMLA.

Sd/- Shahidul Alam Chowdhury
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE & PLANNING
FINANCE DIVISION
Development Wing

NO. MFD-1/BT-1/Misc-96/83-84/23(50). dated the 16th August, 1983.

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT : **Delegation of Financial Powers for Execution of Development Projects.**

Procedures for release of funds under the Annual Development Programme have been laid down in this division circular letters No. MFD-1/BT-1/Misc-89/82-83/1(50) and MFD-1/BT-1/Misc-89/82-83/2(50), dated July 6, 1983. Experience shows that references continue to be received in this division regarding various items of expenditure under the development schemes which can be minimised. In order to expedite certain decision for speediet implementation of development schemes, it has been decided to delegate more financial powers to the Administrative Ministries/Divisions. Henceforth in respect of development schemes only the categories of cases which are included in the Appendix to this order shall be referred to the Finance Division. Categories of cases not listed here need not be referred to the Finance Division unless the Ministry/Division decides to do so. It may be noted that the list also covers some issues relating to financial conditions of completed development project under the autonomous bodies.

2. The delegation of powers is subject to the Rules of Business, 1975 (corrected up to April 13, 1983) and particularly Chapter III, Section 15 thereof, Codal rules and regulations and general instructions/orders issued by Government from time to time.

3. Delegation of financial powers under No. MFD-1/BT-1/Misc-1(31)/82-83/3 dated 3rd August, 1982 covered Heads of Departments and Project Directors. If the Ministries/Divisions consider it necessary, they may delegate further financial powers to them, in the light of the present order. In order to ensure uniformity in the matter of delegation of powers to subordinate offices, it is desirable that such further delegation is made in consultation with the Development Wing of this Division.

4. Delegation of powers set out in this O. M. will continue until further orders of the Government.

Sd/-M. SYEDUZZAMAN
Secretary,
Finance Division.

No. MFD-1/BT-1/Misc-96/83-84/23(50)/1(300), dated the 16th August, 1983.
Copy forwarded for information and necessary action to :

G. HOSSAIN
Deputy Secretary
Finance Division.

APPENDIX

Cases to be referred to the Finance Division

		Concerned Wing of Finance Division
1.	All development schemes in the form of PP/PC-II' Pre-PEC appraisal and Comments.	Development Wing.
2.	All Staff Appraisal Report from donor agencies, MOUs & DCAs for study and comments.	,,
3.	Proposal for approval of break-up of lump provision in the budget if it deviates from provision in the scheme for the main items of expenditure.	,,
4.	Proposal for release of fund for unapproved non-core schemes.	,,
5.	Proposals for release of fund (local currency) for all schemes for the fourth quarter of the financial year.	,,
6.	Proposals for fourth quarter release of fund against reimbursable portion of the project aid (and submission of fortnightly report of utilization, reimbursement, etc. as determined by the Finance Division).	,,
7.	Proposals for release of CDST except for the first instalment.	,,
8.	Proposals for creation of posts for unapproved schemes.	,,
9.	Draft contract for appointments on contractual basis under a development scheme (other than consultants).	,,
10.	Proposals for modification of deduction/deposit of DSL, counterpart fund, any other deductions determined by the Finance Division.	,,

11. Propsals for charge of delet, equily, structure, financial pattern, Conkssion of ADP loan .

    into grant/equity in respect of ongoing/compple-AB wing/Development wing development projects

12.	All summaries Proposals to the N E O/ECNE Cabinet Committees on development schemes, and issue related to financing (IMED`s period' careview is excluded) for development project.	Development wing

13. Repairs of Government owned Vehicles under a development scheme costing above Tk.20,000 at any one time for one vehicle, or more than Tk. 30,000 on one vehicle in one financial year, provided such expenditure is not covered under insurance policies for such vehicles.	Development wing.
14. Purchase of vehicles under unapproved development schemes.	,,
15. Change of designation, status and pay of any post mentioned in the approved pp and creation of posts not included in the Services (Grades, Pay and allowances) Order, 1977 and amendments there to made by Government from time to time.	,,
16. Sanction of honorarium etc. to Government servants or others for special or arduous types of work in connection with a development project.	,,
17. Sanction of advance increment of pay (except in the cases where the relevant Recruitment Rules provide for such increments on initial appointment).	,,
18. Proposals for according Administrative Approval of 'A' category schemes.	,,
19. Sanction of Advance, Imprest and Revolving fund (other than Permanent Advance for petty contingency office expenditure and advances for TA/DA).	,,
20. Sanction of expenditure in excess of ADP provision except those covered under existing powers of reappropriation.	,,

GOVERNEMT OF THE PEOPLE`S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING

Finance Division

Development Wing

No. MFD-1/Bt-1/MISC-1/(31)/82-83/3, dated the 3rd August, 1982.

SUBJECT : **Delegation of Financial Powers for the Execution of Development Projects.**

The undersigned is directed to say that an Inter-Ministerial Committee was constituted by the Government to review and examine the procedure for release of funds under Annual Development Programme and recommend appropriate measures for simpilification of such procedures and other Administrative and financial complexities. The Committee has recommended, *inter alia,* the delegation of some enhanced financial powers to the Administrative Ministries/Divisions, Heads of Departments and their subordinate officers, particularly to the Project directors of Development Projects. On the basis of the recommendations made by the aforesaid Committee and in partial modification of this Ministry`s Memo. No. MF (EC-1) DP-6/77/555, dated 10th March 1977 it has been decided to delegate with immediate effect the financial powers indicated in the Annex to this memorandum. The existing delegation of financial powers in respect of the items not covered by this memorandum and the general terms and conditions laid down in the aforesaid memorandum will, however, continue.

For the purpose of exercising the powers delegated to Project Directors in the Annex to this memorandum, each Administrative Ministry/Division may kindly bring out notifications specifying Project Directors under their control and the categories to which each Project Director belongs.

Sd/-GHOLAM KIBRIA
Secretary
Finance Division.

DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR EXECUTION OF DEVELOPMENT SCHEMES

Annex :

DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR EXECUTION OF DEVELOPMENT SCHEMES

SL No.	Item	Power delegated to Ministries/Division	Power delegated to Head of Department	Power delegated to Director of C-Category Projects	Power delegated to Director of B-Category Projects	Power delegated to Director of A-Category Projects
1	2	3	4	5	6	7
1.	Creation and retention of Temporary posts.	Full powers subject to following conditions: (i) Provision for the post exists in the approved development scheme and creation/retention of the post is justified by work load and physical progress of the scheme. (ii) Designation, status and pay-scale of the post are in accordance with services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 and amendments thereto made by Government from time to time. (iii) Specific Budget provision and allotment of fund for the post exist. (iv) Retention is not made beyond the approved execution period of the scheme. (v) Standing Orders of the Government regarding creation of Posts issued from time to time will be followed.	Nil	Nil	Nil	Nil

Note : Copy of the Government orders sanctioning creation and retention of posts should be furnished to the Development Wing of the Finance Division and the F.A of the Ministry concerned.

1	2	3	4	5	6	7
2.	Re-appropriation of funds.	Full powers subject to following restrictions: (a) An authority shall not meet by re-appropriation an expenditure which he is not empowered to meet by appropriation. (b) No re-appropriation shall be made: (i) from one Demand to another. (ii) after expiry of the financial year. (iii) for an item of expenditure which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it. (iv) between revenue and capital portion of a demand. (v) from or to the primary units æPay of Officer”, æPay of Establishment”and Contingencies”. (vi) from the provision for expenditure in foreign exchange to expenditure in local currency and from provision for expenditure against reimbursable project aid to expenditure on other local currency expenditure. (vii) from an approved project to un-approved project and from a ‘core project’ to or ‘non core project’. (c) In case of expenditure on works, the condition laid down in paragraphs 31 and 32 of appendix-6 to Central Public Works Accounts Code shall also apply.	Nil	Nil	Nil	Nil

Note : Copy of the Government orders sanctioning re-appropriation of funds should be furnished to the Development Wing of the Finance Division and the F.A of the Ministry concerned, as well as the Planning Commission.

SL No.	Item	Power delegated to Ministries/Division	Power delegated to Head of Department	Power delegated to Director of		
				C-Category Projects	B-Category Projects	A-Category Projects
1	2	3	4	5	6	7
3.	Administrative Approval of Approved development Schemes.	Full power	Nil	Nil	Nil	Nil
4.	Administrative Approval to Works under development Schemes.	Full power subject to following conditions: (i) It is a part of an approved development scheme and there is no material of physical deviation from the approved scheme provision for the works concerned. (ii) Budget provision exists for meeting the expenditure involved (iii) Per unit cost of the work does not exceed the estimated cost shown in the Project Proforma (PP) of the approved scheme.	Non-residential up to Tk. 20 lakhs and residential up to Tk. 5 lakhs, subject to the conditions as in column 3.	Nil	Nil	Nil
5.	Sale of unserviceable stores.	Full power provided the stores have been declared unserviceable by the competent authority and the sale is made by public auction/tender	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3

1	2	3	4	5	6	7
6.	Repairs to Govt. owned vehicles belonging to a development scheme.	Up to Tk. 20,000 at anyone time for one or any number of vehicles on condition that: (i) The Government Motor Vehicles Workshop certify that they are unable to perform the work. (ii) Standing rules are observed. (iii) Expenditure on one vehicle does not exceed Tk. 20,000 in a year.	Up to Tk. 10,000 at anyone time on conditions as in column 3.	Up to Tk 5,000 at anyone time on conditions as in column 3.	Up to Tk. 2,000 at anyone time on conditions as in column 3.	Up to Tk.1,000 at anyone time on conditions as in column 3.
7.	Purchase of petrol and lubricants for Govt. owned vehicles belonging to a project.	Full power subject to specific budget provision/ allotment to fund for this item and also subject to instructions regarding: (i) consumption of POL, etc. and (ii) use of Government vehicles.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3

SL No.	Item	Power delegated to Ministries/Division	Power delegated to Head of Department	Power delegated to Director of C-Category Projects	Power delegated to Director of B-Category Projects	Power delegated to Director of A-Category Projects
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sanction of expenditure debatable to contingencies:					
	(a) Local purchase of Stationery articles.	Up to Tk. 5,000 at a time subject to maximum of Tk. 25,000 in a year for a particular project on conditions that the Controller of Printing and Stationery has certified that the stationery articles in question cannot be supplied from Govt. stores. No such certificate will be needed for purchases costing up to Tk. 1,000. The expenditure shall be covered by specific budget provision/ allotment of fund for the purpose.	Up to Tk. 3,000 at a time subject to maximum of Tk. 15,000 in a year on conditions indicated in column 3.	Tk. 2,000 per month subject to a maximum of Tk. 10,000 in a year, on conditions as in column 3.	Tk.1,000 per month subject to a maximum of Tk. 5,000 in a year, on conditions as in column 3.	Tk. 5,00 per month subject to a maximum of Tk. 2,500 in a year, on conditions as in column 3.
	(b) Purchase of repair to instruments and furniture:					
	(i) Purchase:	Full power subject to prescribed conditions, rules, budget provision and scheme provision.	Up to Tk. 10,000 in each case subject to the conditions as in column 3.	Tk. 5,000 in each case subject to the conditions as in column 3.	Tk. 3,000 in each case subject to the conditions as in column 3.	Tk.1,000 in each case subject to the conditions as in column 3.
	(ii) Repairs:	Full power subject to prescribed conditions, rules, budget provision and scheme provision.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3

1	2	3	4	5	6	7
	(c) Hire charge of office furniture.	Up to Tk. 2,000 per annum for each office provided the furniture is hired only on the opening of a new office or on account of substantial additions to the staff and is for temporary period.	Up to Tk. 1,000 per annum subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 500 per annum subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 500 per annum subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 500 per annum subject to conditions as in column 3.
	(d) Purchase of liveries	Full power subject to scheme provision and budget provision.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3
	(e) Purchase of Typewriters	Full power provided non-availability certificate has been obtained from the Controller of Printing and Stationery and there is budget provision and scheme provision for it.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3
	(f) (i) Purchase of Bicycles	Full power subject to scheme provision budget provision and purchase procedure.	As in column 3	Up to Tk. 50,000 in a year subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 20,000 in a year subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 10,000 in a year subject to conditions as in column 3.

1	2	3	4	5	6	7
	(ii) Repair of Bicycles	Full power subject to scheme provision and budget provision.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3
	(g) Purchase of books, periodicals, newspapers and maps.	Full power subject to scheme provision, budget provision and subject to instructions issued by Establishment Division.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3
	(h) Electricity and water charges and Taxes.	Full power subject to scheme provision and budget provision.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3

SL No.	Item	Power delegated to Ministries/Division.	Power delegated to Head of Department	Power delegated to Director of C-Category Projects	B-Category Projects	A-Category Projects
1	2	3	4	5	6	7
(i)	Postal, telegraphic and telephonic charges other than those for residential telephones.	Full power subject to scheme provision and budget provision.	As in column 3	As in column 3 but only for inland calls.	As in column 5	As in column 5
(j)	Service Postage	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power
(k)	Charges for printing at a press other than the Govt. Press.	Full power provided specific provision for the purpose exists in the budget and provided further that the job could not be done in Government Press and a no objection certificate has been obtained from Government Press.	Up to Tk. 1,000 subject to the conditions as in column 3.	Up to Tk. 500 subject to conditions as in column 3. For office located outside Dacca the condition of obtaining certificate from Govt. Press may be waived in emergent cases.		
(l)	Charge for remittance of pay and allowances of Est. by money order other than leave salary.	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power
(m)	Expenditure on carriage of records.	Full power subject to budget provision.	As in column 3	As in column 3	As in column 3	As in column 3
(n)	Freight on movement of Govt. property.	Full power subject to budget provision.	As in column 3	As in column 3 provided the property is transferred by Rail/BRTC/BIWTC.	As in column 5	As in column 5

1	2	3	4	5	6	7
(o)	Expenditure on binding work executed locally in urgent cases.	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power
(p)	Purchase of consumable stores required for technical operation of the office/offices.	Full power subject to scheme provision and budget provision.	As in column 3	Up to Tk. 500 subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 400 subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 300 subject to conditions as in column 3.
(q)	Law charges	Full power in accordance with Legal Remembrancer's Manual.	As in column 3	As in column 3	Nil	Nil
(r)	Rent of Non-residential buildings.	Full power subject to following conditions: (i) the area does not exceed the scale prescribed by the Ministry of Works. (ii) the building is wholly and actually used for office purpose. (iii) the Executive Engineer and in the case of building located in Dacca the Ministry of Works certified that no Government building or abandoned house is available. (iv) the rent is within the scale laid down with the concurrence of the Finance Division of the Ministry of Finance and Planning.	Up to Tk. 3,000 per month subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 2,500 per month subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 2,000 per month subject to conditions as in column 3.	Up to Tk. 1,000 per month subject to conditions as in column 3.

Note : (i) This certificates should be obtained before the house is actually hired.
(ii) The Ministry/Division can sanction six months rent in advance, when necessary.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

নং অম/অবি(ব্যঃনিঃ-১) ডিপি -১/২০০০(অংশ-২)/২৪০ তারিখ ঃ ১৬-১০-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **সরকারি সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ প্রসংগে**

সূত্র ঃ (১) ইউও নোট নং মপবি/শাঃক্রঃঅঃ/৩/(১)/২০০১-৩৮২, তারিখ ঃ ০৭-০৯-২০০৮ইং
(২) মপবি/কঃবিঃশাঃ/উপদেষ্টা পরিষদ-১/২০০৬ (অংশ-১)/১৫৮, তাং ১৪-৯-০৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে. অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩-০২-২০০৫ তারিখে জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ মডেলের ক্রমিক নং ৬(১) হিসাবে এবং ৪৮ নং ক্রমিকের নোট (৪) ও (৫) হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হইল ঃ

ক্রমিক নং	আইটেম	অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নতুন আর্থিক ক্ষমতা
১।	অম/অবি (ব্যঃনিঃ-১) ডিপি-১/২০০০/ ১৩ তারিখ ঃ ০৩-০২-২০০৫ এর আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ আদেশের মডেলের ক্রমিক নং ৪৮ এর নোট (৪) ও (৫)।	(ক) ১·০০ কোটি (এক কোটি) টাকার উর্ধ্বে ৫০·০০ কোটি (পঞ্চাশ কোটি) টাকা পর্যন্ত শিল্প কারখানার উপজাত বিক্রয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, (১) অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের বিভাজনে সংশ্লিষ্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। (২) রেগুলেশন, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন প্রসিডিউর এবং প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। (৩) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানোর উদ্দেশ্যে মোট মেরামত ব্যয় বিভাজন করা যাইবে না। (খ) ৫০·০০ কোটি (পঞ্চাশ কোটি) টাকার উর্ধ্বে মূল্যমানের শিল্প কারখানার উপজাত বিক্রয়ের প্রস্তাবে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।
২ ।	অম/অবি(ব্যঃনিঃ-১)ডিপি-১/২০০০/১৩ তারিখ ঃ ০৩-০২-২০০৫ এর আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ মডেলের ক্রমিক নং ৬(১)। বিষয় ঃ শিল্প কারখানার উপজাত বিক্রয়ের ক্ষমতা।	প্রতি ক্ষেত্রে অধিদপ্তর/কর্পোরেশন/স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা/আধা স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাসমূহের প্রধান অন্যূন ১·০০ কোটি (এক কোটি) টাকা। তবে শর্ত থাকে যে, (১) অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের বিভাজনে সংশ্লিষ্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। (২) রেগুলেশন, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন প্রসিডিউর এবং প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। (৩) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানোর উদ্দেশ্যে মোট মেরামত ব্যয় বিভাজন করা যাইবে না।

তবে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩-০২-২০০৫ তারিখের অম/অবি (ব্যঃ নিঃ-১) ডিপি -১/২০০০/১৩ নং পরিপত্রের অন্যান্য বিধি-বিধান অপরিবর্তিত থাকিবে।

(রীতা সেন)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

নং অম/অবি(ব্যঃনিঃ-১) ডিপি-১/২০০০/১৪০ তারিখ ঃ ০২-০৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **অর্থ বিভাগের ০৩-০২-২০০৫ তারিখের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ আদেশের সংশোধন প্রসংগে।**

সূত্র ঃ মপবি/শা-ক্রঃ অঃ/ক্রয়-১১/২০০৮-১৭৯ তারিখ ঃ ০৭-০৪-০৮ খ্রিষ্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩-০২-২০০৫ তারিখে জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ আদেশের অনুচ্ছেদ-৪ এবং মডেলের আইটেম নং ৪, ১০ (গ), ১১(ক), ১২(খ) ও ৪৮ এর নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হ'ল ঃ

ক্রঃ নং	আইটেম	অর্থ বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত আর্থিক ক্ষমতা
১.	২	৩
১।	অম/অবি(ব্যঃনিঃ-১)/ডিপি-১/২০০০/১৩ তারিখ ঃ ৩-২-০৫ এর ৪ নং অনুচ্ছেদ।	পূর্তকাজ সম্পাদন, পণ্য/মালামাল/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয় চুক্তির ক্ষেতে সংযুক্ত ছকে বর্ণিত আর্থিক ক্ষমতা ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের এবং ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে। অনুরূপভাবে পরামর্শক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ স্মারকে বর্ণিত আর্থিক ক্ষমতা ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের এবং ১০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।
২।	(৪) অনুন্নয়ন বাজেটে নতুন পূর্ত কাজের চুক্তি অনুমোদন/সম্পাদন।	বিভাগীয় প্রধানঃ প্রতিক্ষেত্রে ২·০০ কোটি টাকা। ক্যাটাগরী-১ কর্মকর্তাঃ প্রতিক্ষেত্রে ৩০.০০ লক্ষ টাকা। ক্যাটাগরী-২ কর্মকর্তাঃ প্রতিক্ষেত্রে ১৪·০০ লক্ষ টাকা। ক্যাটাগরী-৩ কর্মকর্তাঃ প্রতিক্ষেত্রে ৬·০০ লক্ষ টাকা।
৩।	১০ (গ) পরামর্শক সেবা (কনসালটেন্সী) সার্ভিসেস) গ্রহণের (অর্থনৈতিক কোড ৪৮৭৪) এর চুক্তি অনুমোদন/সম্পাদন।	বিভাগীয় প্রধান ঃ ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষঃ (১) অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের বিভাজনে সংশ্লিষ্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। (২) রেগুলেশন ২০০3, এর বাস্তবায়ন প্রসিডিউর, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন প্রসিডিউর এবং প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হইবে। ক্যাটাগরী-১ এর কর্মকর্তা - নাই, ক্যাটাগরী-২ এর কর্মকর্তা - নাই, ক্যাটাগরী-৩ এর কর্মকর্তা - নাই।
৪।	১১। মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনের আওতাধীন আইটেম সমূহের ব্যয় মঞ্জুরি। (ক) সরকারি যানবাহন মেরামত।	বিভাগীয় প্রধান ঃ বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে বৎসরে ১টি যানবাহনের ক্ষেত্রে অনুর্ধ ৭৫ হাজার টাকা। তবে শর্ত থাকে যে, (১) সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে যে, তাহারা উক্ত মেরামত করিতে অসমর্থ। (২) এতদসংশ্লিষ্ট প্রচলিত বিধিবিধান ও সরকারি আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করিতে হইবে। (৩) উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ব্যয় মঞ্জুরী এড়াইবার উদ্দেশ্যে মোট মেরামত ব্যয় বিভাজন করা যাইবে না। ক্যাটাগরী-১ কর্মকর্তা ঃ উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) এর শর্ত পালন সাপেক্ষে অনূর্ধ ৩৭,৫০০/- টাকা। ক্যাটাগরী-২ কর্মকর্তাঃ উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) এর শর্ত পালন সাপেক্ষে অনূর্ধ ২২,৫০০/- টাকা ক্যাটাগরী-৩ কর্মকর্তা উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) এর শর্ত পালন সাপেক্ষে অনূর্ধ ১৫ হাজার টাকা।
৫।	১২। মূলধন ব্যয়ের অধীন আইটেম-সমূহের ব্যয়ের মঞ্জুরী/অনুমোদন। (খ) পণ্য/মালামাল/যন্ত্রপাতি/অফিস সরঞ্জামাদি/আসবাসপত্রের ক্রয় চুক্তি অনুমোদন।	বিভাগীয় প্রধান ঃ এককালীন ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে ঃ (১) অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের বিভাজনে সংশ্লিষ্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। (২) রেগুলেশন ২০০৩ এর বাস্তবায়ন প্রসিডিউর এবং প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। (৩) উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানের উদ্দেশ্যে মোট মেরামত ব্যয় বিভাজন করা হইবে না। ক্যাটাগরী-১ কর্মকর্তা ঃ এককালীন ৬·০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) এর শর্ত সাপেক্ষে। ক্যাটাগরী -২ এর কর্মকর্তা এককালীন ৪·০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) এর শর্ত পালন সাপেক্ষে। ক্যাটাগরী ৩ এর কর্মকর্তাঃ এককালীন ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) এর শর্ত পালন সাপেক্ষে।

পরবর্তী পাতা-২

ক্রমিক নং	আইটেম	অর্থ বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত আর্থিক ক্ষমতা
১	২	৩
৬।	আইটেম নং ৪৮ এর নোট	(১) পূর্তকাজ সম্পাদন ও পণ্য/মালামাল/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত ক্ষমতার উর্ধ্বে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত পরামর্শক সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্রয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় অনুমোদন করিবে। (২) পূর্তকাজ সম্পাদন ও পণ্য/মালামাল/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছকে বর্ণিত ক্ষমতার উর্ধ্বে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে এবং পরামর্শ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ক্রয় প্রস্তাব ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি অনুমোদন করিবে।

তবে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩-০২-০৫ তারিখে অম/অবি (ব্যঃ নিঃ - ১) ডিপি -১/২০০০/১৩ নং পরিপত্রের অন্যান্য বিধি/বিধান অপরিবর্তিত থাকবে।

(রীতা সেন)
উপ-সচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিযন্ত্রণ শাখা-১

নং অম/অবি(ব্যঃনিঃ-১)/ডিপি-১/২০০০/১১৬ তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০০৮ ইং

পরিপত্র

বিষয় ঃ **অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ০৩-০২-০৫ তারিখের অম/অবি (ব্যঃনিঃ-১)/ডিপি-১/২০০০/১২ নং স্মারকের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশের সংলগ্নীর ১৪ নং ক্রমিকের ক্ষমতা সংশোধন প্রসংগে।**

সূত্র ঃ অম/অবি/বা-১/(০৩)/২০০৮/৩৬৫ তারিখ ঃ ২১-০৪-২০০৮ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ০৩-০২-২০০৫ তারিখের অম/অবি (ব্যঃ নিঃ-১) ডিপি-১/২০০০/১২ নং স্মারকে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশের সংলগ্নীর ১৪নং ক্রমিকের স্থায়ী অগ্রিম বা ইমপ্রেস্ট বহির্ভূত অগ্রিম উত্তোলনের বিদ্যমান ক্ষমতা ১·০০ (এক) লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫·০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হ'ল।

(রীতা সেন)
উপ-সচিব
অর্থ বিভাগ
ফোন ঃ ৭১৬৮৫৬৯